

مسائل في العقيدة
وصفة الوضوء
وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
وأعمال رمضان
والأذكار
ومسائل أخرى

لسماحة الشيخ العلامة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
رحمه الله

আকীদা বিষয়ক মাসআলা-মাসায়েল
ওযু ও সালাতের বিবরণ
রামাযানের আমল
যিকির ও দুয়া এবং বিবিধ বিষয়

মূলঃ শাইখ আল্লামা আবদুল আযীয বিন বায (রহঃ)
অনুবাদঃ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ আল কাফী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

সূচীপত্র الفهارس

	বিষয়ঃ	পৃষ্ঠাঃ
১	ভূমিকা	৭
২	লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর শর্তাবলীর বিবরণ ও এ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার ভয়াবহতা	৮
৩	আল্লাহর সাথে শিরক কথাটির ব্যাখ্যা	১৮
৪	গলায় বা হাতে সুতা বা তাগা বাঁধার হুকুম	২৩
৫	যাদু ও যাদুকরদের ব্যাপারে ইসলামের বিধান ও যাদুকৃত ব্যক্তির চিকিৎসার বিবরণঃ	২৫
৬	কাবা ঘরের দেয়াল ও তার গিলাফ স্পর্শ করার হুকুম	৩৫
৭	ওযুর পদ্ধতি	৩৮
৮	আযানের সময় ও আযানের পর কি দুয়া ও যিকির পাঠ করতে হ	৪৪
৯	মসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময় যা বলতে হয়ঃ	৪৮
১০	নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)এর সালাতের পদ্ধতি	৫০
১১	জানাযা সালাতের পদ্ধতি	৬৮
১২	তারাবীহর নামায	৭৫
১৩	রামাযানে কুরআন খতম	৭৮
১৪	রামাযানে ওমরা পালন	৮১
১৫	উমরার বিবরণ এবং তার কর্ম সমূহ	৮২
১৬	ইতেকাফ	৮৯
১৭	লাইলাতুল কাদর শ্রেষ্ঠ রাত	৯১

	বিষয়ঃ	পৃষ্ঠাঃ
১৮	যে সকল বিষয় সিয়াম নষ্ট করে না	৯৯
১৯	ফিতরা	১১৭
২০	যিয়ারতের নিয়ম ও আদব	১২১
২১	সতর্কতা	১৩৬
২২	মসজিদে কুবা ও বাকী গোরস্থান যিয়ারত করা মুস্তাহাব	১৪০
২৩	হাজী সাহেব ও অন্যদের উপর আবশ্যিক হল আমার বিল মারুফ করা	১৪৪
২৪	সালাম ও সালামের জবাব, হাঁচির জবাব এবং রোগীর সুশ্রুষা	১৫৪
২৫	দুয়া ও যিকির	১৫৮

ভূমিকাঃ

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি বিশ্বজগতের পালনকর্তা। দরুদ ও সালাম নাযিল হোক আমাদের নবী মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবারবর্গ, সাহাবায়ে কেরাম এবং কিয়ামত পর্যন্ত যারা তাঁর নীতি মেনে চলে তাদের সকলের উপর।

আবদুল আযীয বিন বায চেরিটেবল ফাউণ্ডেশনের গবেষণা পরিষদ আনন্দের সাথে পাঠকবৃন্দের সামনে এই সংকলনটি পেশ করছে। এটা হচ্ছে মাণ্যবর শাইখ আবদুল বিন বায (রহঃ)এর জ্ঞান ভাণ্ডার প্রকাশের অন্যতম একটি সিরিজ।

মূল্যবান এ সিরিজটি প্রকাশ করার ব্যাপারে যারা সহযোগিতা করেছেন, আল্লাহ তাদের সবাইকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আর এ সিরিজটিকে উপকারী বিদ্যা হিসেবে মাণ্যবর শাইখের কবরে তার ছোয়াব জারি করে দিন।

আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে সুউচ্চ জান্নাতুল ফেরদাউসে একত্রিত বসবাস করার তাওফীক দান করেন। নিশ্চয় তিনি এর তত্ত্বাবধায়ক ও এ কাজে পূর্ণ সক্ষম।

দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবায়ে কেরামের উপর।



আকীদা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর শর্তাবলীর বিবরণ ও এ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার ভয়াবহতা^১

প্রশ্নঃ লক্ষ্য করা যাচ্ছে মুসলিম মিল্লাতের অনেক মানুষ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর অর্থ সম্পর্কে অজ্ঞ। যার ফলে এই কালেমার তাৎপর্য ও দাবীর বিপরীত বিভিন্ন কথা ও কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েছে তারা। অতএব লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর প্রকৃত অর্থ কি? তার দাবী কি? আর এর শর্তাবলীই বা কি?

উত্তরঃ নিঃসন্দেহে ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ কালেমাটিই হচ্ছে দ্বীনের মূল। এর সাথে ‘মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল’ স্বাক্ষ্য প্রদান সংযুক্ত হয়ে কালেমাটি ইসলামের প্রথম রুকন। যেমনটি আবদুল্লাহ বিন ওমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

‘ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিতঃ (১) এই স্বাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল (২) নামায প্রতিষ্ঠা করা (৩) যাকাত আদায় করা (৪) আল্লাহর ঘরের হজ্জ পালন করা (৫) রামাযানের রোযা রাখা।^২

১ . মাজমু ফাতাওয়া শাইখ বিন বায (১/২২৯-২৩৪) সংকলন:ড.তাইয়্যার এবং আহমাদ বিন বায। দারুল ওয়াতান। ছাপা ১৪১৬হিঃ। মাজমু ফাতাওয়া ও বিভিন্ন প্রবন্ধ শাইখ বিন বায। সংকলনঃ ড.শুআইয়ের ৭/৫৬-৬২)

২ . বুখারী,কিতাবুল ঈমান,অনুচ্ছেদঃ ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি, হা/৮। মুসলিম, অধ্যায়ঃ ঈমান,অনুচ্ছেদঃ ইসলামের রুকন সমূহ ও তার বড় বড় ভিত্তি, হা/১৬।

বুখারী ও মুসলিমে ইবনে আব্বাস (রাঃ)থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন মুআয বিন জাবাল (রাঃ)কে ইয়ামান প্রেরণ করেন, তাঁকে বলেন,

নিশ্চয় তুমি এমন সম্প্রদায়ের নিকট যাচ্ছ যারা আহলে কিতাব (ইহুদী-খৃষ্টান)। তাদের সর্বপ্রথম আহ্বান জানাবে একথার স্বাক্ষ্য দিতে যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল। তারা যদি একথা মেনে নেয়, তবে তাদেরকে শিক্ষা দিবে যে, আল্লাহ তাদের উপর দিনে-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। তারা যদি এটা মেনে নেয়, তবে জানাবে যে আল্লাহ তাদের উপর যাকাত ফরয করেছেন, যা তাদের মধ্যকার ধনীদেব কাছ থেকে নিয়ে তাদের মধ্যকার গরীবদের মাঝে বন্টন করা হবে।^১ এ ক্ষেত্রে আরো অনেক হাদীছ আছে।

শাহাদাতে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন মাবুদ নেই। একথাটি আল্লাহ সুবহানাহু ব্যতীত অন্য সবকিছুর ইবাদত বা দাসত্বকে অস্বীকার করে এবং ইবাদত এককভাবে শুধু আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করে। যেমনটি আল্লাহ বলেছেন,

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ
الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ

এসব এজন্য যে, আল্লাহই সত্য এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে এরা যাদেরকে ডাকে তারা সবাই মিথ্যা। আর আল্লাহই পরাক্রমশালী ও

১ . বুখারী ও মুসলিম। বুখারী অধ্যায়ঃ যাকাত হা/১৩৯৫। মুসলিম, অধ্যায়ঃ ঈমান। অনুচ্ছেদঃ শাহাদাতাইন ও ইসলামের মূলনীতি প্রতি আহ্বান। হা।১৯/

মহান। (হজ্জঃ ৬২)

সূরা মুমিনুনে আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ

এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য কোন মাবুদকে ডাকে, যার পক্ষে তার কাছে কোন যুক্তি প্রমাণ নেই, তার হিসেব রয়েছে তার রবের কাছে। এ ধরনের কাফের কখনো সফলকাম হতে পারে না। (মুমেনুনঃ ১১৭)

সূরা বাকারায় আল্লাহ আরো বলেন,

وَالْهَكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

তোমাদের আল্লাহ এক ও একক। সেই দয়াবান ও করুণাময় আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। (বাকারাহঃ ১৬৩)

সূরা বাইয়ে্যনাতে আল্লাহ বলেন,

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ

তাদেরকে তো এছাড়া আর কোন হুকুম দেয়া হয়নি যে, তারা নিজেদের দ্বীনকে একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদাত করবে। (বাইয়ে্যনাহঃ ৫)

এ অর্থবোধক আয়াত অসংখ্য রয়েছে। এই মহান কালেমা থেকে পাঠকারী উপকৃত হবে না, শিরকের বৃত্ত থেকে মুক্তি পাবে না যতক্ষণ সে তার অর্থ না জানবে, সত্যায়ন না করবে এবং তার দাবী অনুযায়ী আমল না করবে।

মুনাফিকরা এই কালেমা পাঠ করেছে কিন্তু তারপরও তারা

জাহান্নামের অতল তলে অবস্থান করবে। কেননা তারা অন্তর দিয়ে তা বিশ্বাস করেনি এবং তার দাবী অনুযায়ী একনিষ্ঠভাবে আমল করেনি।

অনুরূপভাবে ইহুদীরাও কালেমাটি বলেছে। অথচ তারা মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় কাফের। এ জন্যে যে তারা কালেমার দাবী অনুযায়ী আমল করেনি।

এমনিভাবে কবর পুজারীরা এবং উম্মতের নামধারী ওলীরা এই কালেমা পাঠ করে; কিন্তু কথা, কাজ ও বিশ্বাসে কালেমার বিপরীত চলতে থাকে। এ কারণে কালেমা তাদের কোন উপকার করবে না। কালেমা যতই পাঠ করুক তারা মুসলিম হতে পারবে না। কেননা কথা, কাজ ও বিশ্বাসের মাধ্যমে তারা কালেমাকে নষ্ট করে দিয়েছে।

বিদ্বানগণ এই কালেমার শর্ত উল্লেখ করেছেন ৮টি।

- (১) ইলম
- (২) ইয়াকীন
- (৩) ইখলাস
- (৪) সত্যায়ন
- (৫) ভালোবাসা
- (৬) বশ্যতা স্বীকার
- (৭) গ্রহণ করা

অষ্টম আরেকটি হচ্ছেঃ

- (৮) আল্লাহ ব্যতীত সব কিছুকে অস্বীকার করা।

শর্তগুলোর সংক্ষেপ ব্যাখ্যাঃ

- (১) ইলম। অর্থাৎ এমনভাবে কালেমার অর্থ জানা যাতে

অজ্ঞতা বিদূরীত হয়। পূর্বে আলোচনা হয়েছে যে, এই কালেমার অর্থ হল: আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন মাবুদ বা উপাস্য নেই। অতএব আল্লাহ ব্যতীত মানুষ আর যা কিছু উপাসনা করে তা সবই বাতিল।

(২) ইয়াকীন বা দৃঢ় বিশ্বাস যা সন্দেহের বিপরীত। অতএব এই কালেমা পাঠকারীর অন্তরে এ দৃঢ় বিশ্বাস থাকবে যে, আল্লাহ সুবহানাহুই প্রকৃত মাবুদ ও উপাস্য।

(৩) ইখলাস। অর্থাৎ বান্দা তার যাবতীয় ইবাদত খালেস তথা নির্ভেজালভাবে তার পালনকর্তা আল্লাহর জন্যই সম্পন্ন করবে। সে যদি ইবাদতের কোন কিছু আল্লাহ ব্যতীত কারো উদ্দেশ্যে করে যেমন নবী, ওলী, ফেরেশতা, মুর্তি বা জিন ইত্যাদি তবে সে আল্লাহর সাথে শিরক করল এবং ইখলাসের শর্তকে নষ্ট করে ফেলল।

(৪) সত্যায়ন। অর্থাৎ এমনভাবে এই কালেমা বলবে যে, সে তাতে সত্যবাদী থাকবে। তার অন্তর হবে মুখের কথার মোতাবেক। মুখের কথা হবে অন্তরের মোতাবেক। শুধু যদি মুখে উচ্চারণ করে আর অন্তর তার অর্থ ও তাৎপর্যের বিশ্বাস না করে, তবে কোন লাভ হবে না। ফলে অন্যান্য মুনাফেকদের মত সেও কাফেরে পরিণত হবে।

(৫) ভালোবাসা। অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা রেখে এটা উচ্চারণ করবে। কিন্তু আল্লাহর প্রতি ভালবাসা না রেখে যদি এই কালেমা পাঠ করে, তবে কাফেরই থেকে যাবে। ইসলামে প্রবেশ করা হবে না। তবে তার হুকুম হবে অন্যান্য মুনাফেকদের ন্যায়।

এর প্রমাণ হচ্ছে, আল্লাহ বলেন,

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ
غَفُورٌ رَحِيمٌ

আপনি বলে দিন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাস, তবে আমার অনুসরণ কর, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন। (আল ইমরানঃ ৩১) আল্লাহ সুবহানাছ আরো বলেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ

কিছু লোক আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে তাঁর সমকক্ষ ও প্রতিপক্ষ দাঁড় করায় এবং তাদেরকে এমন ভালোবাসে যেমন আল্লাহকে ভালোবাসা উচিত অথচ ঈমানদাররা সবচেয়ে বেশী ভালোবাসে আল্লাহকে। (বাকারাঃ ১৬৫)

(৬) বশ্যতা স্বীকার ও আত্মসমর্পণ। এই কালেমার তাৎপর্যকে মেনে নেয়া। অর্থাৎ এককভাবে আল্লাহর ইবাদত করা এবং তাঁর শরীয়তের কাছে আত্মসমর্পণ করা। তার প্রতি ঈমান আনবে এবং এ বিশ্বাস রাখবে যে এটাই প্রকৃত হক ও সত্য। যদি এই কালেমা মুখে উচ্চারণ করে কিন্তু আল্লাহর ইবাদত এককভাবে না করে, তাঁর শরীয়তের কাছে আত্মসমর্পণ না করে; বরং তা থেকে অহংকার প্রদর্শন করে, তবে সে হবে এমন মুসলিম যেমন ছিল ইবলিস ও তার দলবল।

(৭) কবুল বা গ্রহণ করা। এই কালেমা দ্বারা যা প্রমাণ হয়, যেমন খালেসভাবে এক আল্লাহর ইবাদত করা এবং তিনি ব্যতীত সব ধরনের ইবাদতকে বর্জন করা। এই নীতিকেই আঁকড়ে থাকা ও তাতে সন্তুষ্ট থাকা।

(৮) আল্লাহ ব্যতীত যার ইবাদত করা হয় তার সবকিছুকে অস্বীকার করা। অর্থাৎ গাইরুল্লাহর ইবাদত থেকে নিজেকে মুক্ত করা এবং তা যে বাতিল তা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা। যেমন আল্লাহ বলেন,

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا

انْفِصَامُ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

যে কেউ তাগুতকে অস্বীকার করে আল্লাহর ওপর ঈমান আনে, সে এমন একটি মজবুত অবলম্বন আঁকড়ে ধরে, যা কখনো ছিন্ন হয় না। আর আল্লাহ (যাকে সে অবলম্বন হিসেবে আঁকড়ে ধরেছে) সবকিছু শোনেন ও জানেন। (বাকারাঃ ২৫৬)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন,

مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَرَّمَ مَالُهُ وَدَمُّهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ» وفي رواية عنه صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ وَحَدَّ اللَّهُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَرَّمَ مَالُهُ وَدَمُّهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ»

যে ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে এবং আল্লাহ ব্যতীত যার ইবাদত করা হয় তা অস্বীকার করবে, তার জান ও মালে আক্রমণ করা হারাম হয়ে যাবে। কিন্তু তার অন্তরের হিসাব আল্লাহর কাছে।

অন্য বর্ণনায় তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহকে এককভাবে মেনে নিবে এবং আল্লাহ ব্যতীত যা কিছু ইবাদত করা হয় তা অস্বীকার করবে, তার জান ও মাল হারাম হয়ে যাবে; কিন্তু তার অন্তরের হিসাব আল্লাহর কাছে।¹

অতএব প্রত্যেক মুসলিমের উপর আবশ্যিক হচ্ছে উল্লেখিত শর্তাবলীর ভিত্তিতে এই কালেমাকে বাস্তবায়ন করা। যখনই কোন

1 . মুসলিম, অধ্যায়ঃ ঈমান। অনুচ্ছেদ: লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ বলা পর্যন্ত মানুষের সাথে লড়াই করার নির্দেশ। হা/২৩। আবু মালেক আশজাঈ তাঁর পিতা থেকে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

ব্যক্তি এর অর্থের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং সঠিক পথে চলবে, সে এমন মুসলিম হিসেবে গণ্য হবে যার জান ও মাল হারাম হবে। যদিও সেই মুসলিম ব্যক্তি এই শর্তগুলোর বিস্তারিত বিবরণ না জানে। কেননা মূল কথা হচ্ছে সত্য জানা এবং তদানুযায়ী আমল করা, যদিও সবগুলো শর্তের বিস্তারিত ব্যাখ্যা সে না জানে।

তাগুত বলা হয় প্রত্যেক ঐ বস্তুকে যার ইবাদত আল্লাহকে বাদ দিয়ে করা হয় এবং তাতে সে সন্তুষ্ট। যেমন আল্লাহ বলেন,

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

যে কেউ তাগুতকে অস্বীকার করে আল্লাহর ওপর ঈমান আনে, সে এমন একটি মজবুত অবলম্বন আঁকড়ে ধরে, যা কখনো ছিন্ন হয় না। আর আল্লাহ (যাকে সে অবলম্বন হিসেবে আঁকড়ে ধরেছে) সবকিছু শোনেন ও জানেন। (বাকারাঃ ২৫৬)

আল্লাহ সুবহানাহু আরো বলেন,

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

আর আমি প্রত্যেক জাতির নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করেছি এই আদেশ দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাগুত থেকে বিরত থাকবে। (নাহালঃ ৩৬) আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য মাবুদগণ যদি উক্ত ইবাদতের প্রতি সন্তুষ্ট না থাকে, যেমন নবীগণ, সলেহীন, ফেরেশতা মণ্ডলী, প্রভৃতি তাঁরা তাগুত নন। অনেক মানুষ এদের ইবাদত করে থাকে; কিন্তু তাঁরা তাতে সন্তুষ্ট নন, তাই তারা তাগুতেরও অন্তর্ভুক্ত নন। মূলত: তাগুত হচ্ছে শয়তান। কেননা সেই তো এ সমস্ত ব্যক্তিদের ইবাদতের জন্য মানুষকে ডেকেছে। আর সুসজ্জিতভাবে বিষয়টিকে তাদের সামনে উপস্থিত করেছে।

(আমাদের জন্য এবং সকল মুসলিমের জন্য প্রত্যেক খারাপ কাজ থেকে আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা কামনা করছি।)

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ কালেমাকে সম্পূর্ণরূপে নষ্টকারী ও আংশিক নষ্টকারী বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে:

প্রত্যেক কথা, কাজ ও বিশ্বাস যদি ব্যক্তিকে শিরকে আকবারে পতিত করে, তবে এর মাধ্যমে কালেমা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যাবে। যেমন কোন মৃত ব্যক্তি, ফেরেশতা, মুর্তি, গাছ, পাথর, তারকা প্রভৃতিকে ডাকা বা তাদের কাছে দুয়া করা। তাদের উদ্দেশ্যে পশু যবেহ করা, নযর-মানত করা বা সিজদা ইত্যাদি করা।

এ ধরনের কাজ তাওহীদের সম্পূর্ণ বিপরীত। এই কালেমা লা-ইলাহা ইল্লাহ কে সম্পূর্ণরূপে বাতিল করে দিবে। অনুরূপ কালেমা বিনষ্টকারী আরো বিষয় হচ্ছে, ইসলামের সুস্পষ্ট হারাম কোন বিষয়কে হালাল বিশ্বাস করা। যেমন ব্যভিচার, মদ্য বা মাদকদ্রব্য সেবন, পিতা-মাতার নাফরমানী, সুদ ইত্যাদি।

আরো বিষয় হচ্ছে, ইসলামের সুস্পষ্ট কোন আমল ও কথাকে অস্বীকার করা যা মেনে চলতে আল্লাহ আবশ্যক করেছেন। যেমন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়, যাকাত, রামাযানের সিয়াম, পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ, শাহাদাতাইনকে মুখে উচ্চারণ ইত্যাদি।

আর যে সমস্ত কথা, কাজ ও বিশ্বাস মানুষের ঈমান ও তাওহীদকে দুর্বল করে দেয় এবং তাওহীদকে পূর্ণভাবে মেনে চলতে বাধা প্রদান করে তা অনেক প্রকারের। যেমন ছোট শিরক, রিয়া, গাইরুল্লাহর নামে শপথ, আল্লাহ এবং উমুক যা চায় এরূপ বলা, এটা আল্লাহ এবং উমুকের পক্ষ থেকে বলা। ইত্যাদি এরূপ আরো অনেক বিষয় যা ঈমানকে দুর্বল করে দেয় এবং তাওহীদকে কমজোর করে দেয়। তাওহীদকে পূর্ণরূপে মেনে চলার আবশ্যকতাকে ব্যাহত করে। অতএব তাওহীদ ও ঈমানের

বিপরীত যে কোন বিষয় বা তাওহীদ ও ঈমানকে দুর্বল করবে এরকম সকল বিষয় থেকে সতর্ক থাকা সকলের উপর আবশ্যিক।

আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের মতে ঈমান হচ্ছে কথা, কাজ ও বিশ্বাসের নাম। যা ভাল কাজ করলে বৃদ্ধি পায় এবং মন্দ কাজ করলে হ্রাস পায়। এ কথার পক্ষে অনেক দলীল রয়েছে। উলামাগণ আকীদা, তাফসীর ও হাদীছের কিতাবগুলোতে তার বিবরণ বিস্তারিতভাবে প্রদান করেছেন। কেউ চাইলেই তা পেতে পারে। তন্মধ্যে কিছু দলীল নিম্নরূপঃ

আল্লাহ বলেন,

وَإِذَا مَا أَنْزَلْتُ سُورَةً فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَئِكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ

যখন কোন নতুন সূরা নাযিল হয় তখন তাদের কেউ কেউ (ঠাট্টা করে মুসলিমদের) জিজ্ঞেস করে বলে, এর ফলে তোমাদের কার ঈমান বেড়ে গেছে? (এর জবাব হচ্ছে) যারা ঈমান এনেছে (প্রত্যেকটি অবতীর্ণ সূরা) যথার্থই ঈমান বাড়িয়েই দিয়েছে এবং তারা এর ফলে আনন্দিত। (তাওবাঃ ১২৪)

আল্লাহ আরো বলেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

সাচ্চা ঈমানদার তো তারাই, আল্লাহকে স্মরণ করা হলে যাদের হৃদয় কেঁপে ওঠে। আর আল্লাহর আয়াত যখন তাদের সামনে পড়া হয়, তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা নিজেদের রবের ওপর ভরসা করে। (আনফালঃ ২)

তিনি আরো বলেন,

وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى

যারা সত্য-সঠিক পথ অবলম্বন করে আল্লাহ তাদেরকে সঠিক পথে চলার ক্ষেত্রে উন্নতি দান করেন। (মারয়ামঃ ৭৬)



توضیح معنی الشریک بالله

আল্লাহর সাথে শিরক কথাটির ব্যাখ্যা^১

প্রশ্নঃ শিরক কাকে বলে? আল্লাহর এই বাণীটির তাফসীর কি?
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ
 তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর কাছে ওসীলা অনুসন্ধান কর।
 (মায়েরাঃ ৩৫)

উত্তরঃ শিরক হচ্ছে ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে অন্য কিছুকে অংশী স্থাপন করা। যেমন মূর্তি প্রভৃতির কাছে দুয়া করা। অথবা গাইরুল্লাহর কাছে উদ্ধার কামনা করা বা নয়র-মানত করা বা সালাত আদায় করা বা তার জন্য সওম পালন করা বা তার উদ্দেশ্যে পশু যবেহ করা। যেমন মিসরের পীর বাদভীর মাজারে বা ইয়ামানের পীর ঈদরুসের মাজারে পশু যবেহ করা। অথবা কোন ব্যক্তির উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করা। অথবা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বা আবদুল কাদের জীলানী বা ঈদরুস বা অন্য কোন মৃত অনুপস্থিত মানুষের কাছে মদদ বা সাহায্য তলব করা। এসব কিছুকেই বলা হয় শিরক।

অনুরূপভাবে কেউ যদি নক্ষত্র বা জিনকে ডাকে বা তাদের কাছে উদ্ধার কামনা করে বা তাদের থেকে মদদ তলব করে। কেউ যদি এ ধরনের কোন ইবাদত জড় বস্তু বা মৃত ব্যক্তি বা অনুপস্থিত কারো উদ্দেশ্যে করে, তবে তা হবে আল্লাহর সাথে শিরক। আল্লাহ বলেন,

১ . মাজমু ফাতাওয়া বিন বায (২/৭০৩-৭০৫) সংকলন: তাইয়্যার ও আহমাদ বিন বায।

وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

তারা যদি শিরক করে, তবে তাদের যাবতীয় আমল বরবাদ হয়ে যাবে। (আনআমঃ ৮৮)

আল্লাহ আরো বলেন,

وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

নিশ্চয় তোমার নিকট এবং তোমার পূর্বে সকল নবীর কাছে এ মর্মে ওহী করা হয়েছে যে, তুমি যদি শিরক কর, তবে তোমার আমল বরবাদ হয়ে যাবে। আর তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে शामिल হয়ে যাবে। (যুমারঃ ৬৫)

পূর্ণরূপে গাইরুল্লাহর ইবাদতও শিরকের অন্তর্ভুক্ত। তার এই আমলকে যেমন বলা হয় শিরক, তেমনি তাকে কুফরও বলা হয়। যে ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ থেকে বিমুখ থাকবে, আর গাইরুল্লাহর ইবাদত করতে থাকবে যেমন, বৃক্ষ বা পাথর বা মূর্তি বা জিন বা কথিত ওলী নামে মৃত ব্যক্তি প্রভৃতির ইবাদত করবে, তাদের জন্য সালাত আদায় করবে, বা সিয়াম পালন করবে আর আল্লাহকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করবে, এটা সবচেয়ে বড় কুফরী ও কঠিন পর্যায়ের শিরক। (আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা চাই)

অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করবে এবং বলবে যে মাবূদ বলতে কিছু নেই, পার্থিব জীবনটাই আসল যেমন ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও ধর্মদ্রোহীরা আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে থাকে। এরা মানব জাতির মধ্যে সবচেয়ে বড় কাফের, সবচেয়ে বড় বিভ্রান্ত ও সবচেয়ে বড় শিরকে লিপ্ত। (আল্লাহর নিকট নিরাপত্তা চাই) মোট কথা এই বিশ্বাসগুলো এবং

এধরণের আরো যা আছে সবগুলোকে বলা হয় শিরক এবং আল্লাহর সাথে কুফরী।

কিছু মানুষ অজ্ঞতা বশতঃ মৃতদের কাছে দুয়া করা ও তাদের কাছে উদ্ধার কামনাকে বলে থাকে ওসীলা। তাদের ধারণা মতে এরূপ ওসীলা ধরা জায়েয। কিন্তু এটা মারাত্মক ভুল। কেননা এ ধরণের ওসীলা আল্লাহর সাথে বড় শিরকে অন্তর্গত। যদিও কোন কোন জাহেল ও মুশরিক এটাকে জায়েয ওসীলা বা মাধ্যম বলে থাকে। কেননা আগের যুগের মুশরিকদের ধর্মই তো ছিল এই ওসীলা। যে কারণে আল্লাহ তাদেরকে দোষারোপ করেছেন ও তিরস্কার করেছেন। ওসীলার ব্যাপারে এই ভ্রান্ত ধারণাকে প্রতিবাদ করার জন্য ও তা থেকে মানুষকে সতর্ক করার জন্যই রাসূল পাঠিয়েছেন এবং আসমানী কিতাব নাযিল করেছেন।

কুরআনের সূরা মায়েদায় যে ওসীলার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ** হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর কাছে ওসীলা অনুসন্ধান কর। (মায়েদাঃ ৩৫)

এখানে ওসীলার অর্থ হচ্ছে আল্লাহর নৈকট্য অনুসন্ধান করা। আর এই নৈকট্য পাওয়া যাবে তাঁকে সন্তুষ্টকারী আমলের মাধ্যমে। সকল বিদ্বানের নিকট ওসীলার এটাই সঠিক অর্থ। যেমন সালাত আল্লাহর নৈকট্য দানকারী একটি আমল, অতএব এটা একটা ওসীলা। আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য পশু যবেহ করা একটি ওসীলা। যেমন সাধারণ কুরবানী ও হজ্জের কুরবানী। সিয়াম একটি ওসীলা। দান-সাদকা ওসীলা। আল্লাহর যিকির, কুরআন তেলাওয়াত ওসীলা। এটাই হচ্ছে ওসীলার সঠিক অর্থ। আল্লাহ বলেন, **হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর কাছে ওসীলা**

অনুসন্ধান কর। (মায়েদাঃ ৩৫) অর্থাৎ তাঁর নৈকট্য অনুসন্ধান কর তাঁকে সন্তুষ্টকারী আমলের মাধ্যমে। এই তাফসীর করেছেন ইবনে কাছীর, ইবনে জারীর ত্বাবারী ওবাগাভী প্রমুখ ইমামগণ।

অতএব আয়াতের অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর আনুগত্যপূর্ণ কর্মের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য অনুসন্ধান কর। তোমরা যেখানেই থাক আল্লাহ তোমাদের জন্য যে সকল আমল বিধিবদ্ধ করেছেন তার দ্বারা তাঁর নৈকট্য অনুসন্ধান কর। যেমন সালাত, সিয়াম, দান-সাদকা প্রভৃতি।

অনুরূপ অর্থ হচ্ছে আল্লাহর অপর আয়াতের। আল্লাহ বলেন,
أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ

এরা যাদেরকে ডাকে তারা তো নিজেরাই নিজেদের রবের নৈকট্য লাভের উপায় খুঁজে বেড়াচ্ছে যে, কে তাঁর নিকটতর হয়ে যাবে এবং এরা তাঁর রহমতের প্রত্যাশী এবং তাঁর শাস্তির ভয়ে ভীত। (বানী ইসরাঈলঃ ৫৭)

একইভাবে নবী-রাসূলগণ ও তাঁদের অনুসারীগণ আল্লাহর অনুমদিত মাধ্যম দ্বারা তাঁর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করেছেন। যেমন, জিহাদ, সওম, সালাত, যিকির, কুরআন তেলাওয়াত ইত্যাদি। কিন্তু যে সকল মানুষ ধারণা করে যে, ওসীলা মানে মৃত পীর-ওলীদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা এবং তাদের নিকট থেকে উদ্ধার কামনা করা, তাদের এই ধারণা বাতিল। কেননা এটাই ছিল মুশরিকদের আকীদা-বিশ্বাস। আল্লাহ তাদের সম্পর্কে বলেন,

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ

এ লোকেরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন বস্তুর ইবাদত করছে যারা তাদের ক্ষতিও করতে পারে না, উপকারও করতে পারে না। আর তারা বলে এরা আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশকারী। (সূরা ইউনুসঃ ১৮)

অতঃপর আল্লাহ তাদের প্রতিবাদ করে বলেছেন,

قُلْ أَتَنْبِئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ
وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

হে মুহাম্মাদ! ওদেরকে বলে দাও, তোমরা কি আল্লাহকে এমন বিষয়ের খবর দিচ্ছে যা অস্তিত্বের কথা তিনি আকাশেও জানেন না এবং যমিনেও না! তারা যে শিরক করে তা থেকে তিনি পাক-পবিত্র এবং তার উর্ধ্বে। (সূরা ইউনুসঃ ১৮)



গলায় বা হাতে সুতা বা তাগা বাঁধার হুকুম^১

প্রশ্নঃ যে ব্যক্তি বিপদ মুক্তির জন্য অথবা বিপদ প্রতিহত করার জন্য সুতা বা তাগা পরিধান করে তার হুকুম কি?

উত্তরঃ তার এ কর্মে প্রতিবাদ করতে হবে। কেননা এটা শিরকে আসগার বা ছোট শিরক, যা তাবিজ ব্যবহারের অন্তর্গত। আর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেন, যে ব্যক্তি তাবিজ ব্যবহার করবে, আল্লাহ যেন তার উদ্দেশ্য পূরন না করেন। যে ব্যক্তি ওয়াদাআ ব্যবহার করবে (সাগর থেকে সংগ্রহ করা ঝিনুক সদৃশ্য এক ধরণের বস্তু, যার মালা বানিয়ে মানুষ বদনযর থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে) আল্লাহ যেন তাকে শান্তি না দেন।^২

অন্য বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি তাবিজ ব্যবহার করবে, সে শিরক করবে।^৩ হুযায়ফা (রাঃ) জনৈক অসুস্থ লোকের নিকট গিয়ে দেখতে পান লোকটি জরের প্রকোপ থেকে মুক্তির জন্য সুতা লটকিয়ে পরিধান করেছে। তিনি সেটা কেটে ফেললেন এবং প্রতিবাদ করলেন। তারপর এই আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন,

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ তাদের অধিকাংশই আল্লাহর উপর ঈমান আনা সত্ত্বেও তারা মুশরিক। (ইউসুফঃ ১০৬) এ ঘটনায় হুযায়ফা সুস্পষ্ট করে দিলেন যে এরূপ কাজ শিরক।

অতএব সুতা বা তাগা ব্যবহার করা, ঝিনুকের তাবিজ বা হাড়ের তাবিজ বা বাঘের চুল বা হাড় বা দাঁত ইত্যাদি দ্বারা বানানো তাবিজ সবই জাহেলিয়াতের কুসংস্কার এবং গর্হিত কাজ।

১. ফতোয়া নূরুন আলাদ দারব ১/৩১৩। সংকলন: মুহাম্মাদ বিন শওয়াইয়ের। দারুল ইফতা প্রকাশনী।

২. মুসনাদ আহমাদ, হা/৪/১৫৪, উক্বা বিন আমের রা.কর্তৃক বর্ণিত।

৩. মুসনাদ আহমাদ, হা/৪/১৫৬, উক্বা বিন আমের রা.কর্তৃক বর্ণিত।

অনুরূপভাবে কুরআনের আয়াত লিখে তাবিজ ব্যবহারও জায়েয নয়। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)এর নিষেধাজ্ঞা ব্যাপক অর্থবোধক,তিনি কুরআন বা এরকম অন্য কিছুকে এই নিষেধাজ্ঞা থেকে ব্যতিক্রম বলেননি। তাছাড়া কুরআন দ্বারা তাবিজ ব্যবহার মানুষকে অন্যান্য বস্তুর তাবিজ ব্যবহারের দিকে ধাবিত করবে,ফলে এর মাধ্যমে শিরকের দরজা উন্মুক্ত হবে। এই জন্যে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, নিশ্চয় ঝাড়-ফুঁক, তাবিজ ও তাগা বা পৈতা ইত্যাদি শিরক।¹

ঝাড়-ফুঁক বলতে উদ্দেশ্য হচ্ছে, শরীয়তে পরিচিত নয়, এমন দুর্বোধ্য শব্দ বা বাক্য দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করা। অতএব শরীয়ত সম্মত ঝাড়-ফুঁক এই নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয়। ছোট বাচ্চাদের বদনয়র থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে যে তাবিজ ব্যবহার করা হয় অথবা নারীদের বা অসুস্থদের জিন থেকে রক্ষার জন্য যে তাবিজ ব্যবহার করা হয়.. ইত্যাদি সবই গর্হিত ও জাহেলিয়াতের কাজ।

তেওয়ালাঃ স্বামীকে স্ত্রী থেকে দূরে সরানোর জন্য বা উভয়ের মাঝে ভালোবাসা বৃদ্ধির জন্য যা করা হয় তা যাদুর অন্তর্ভুক্ত। এ জন্য নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা শিরকে মধ্যে শামিল করেছেন। কেননা এতে জিন-শয়তানদের সহযোগিতা নেয়া হয়। যাদুকর বা যাদুকারীনী জিন-শয়তানদের ইবাদত এবং তাদেরকে সন্তুষ্টকারী কাজ করতে না পারলে যাদুই করতে পারবে না।

সুতা বা তাগাঃ এগুলোও তাবিজের প্রকারের মধ্যে শামিল। কেউ যদি হাতে বা গলায় সুতা লটকিয়ে ধারণা করে যে এর মাধ্যমে আরোগ্য পাওয়া যাবে, তবে সে গর্হিত কাজ করবে। তার ঐ সুতা কেটে ফেলা ওয়াজিব।

1. মুসনাদ আহমাদ ১/৩৮১, আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ চিকিৎসা। অনুচ্ছেদঃ তাবিজ লটকানো। হা/ ৩৮৮৩। ইবনে মাজাহ, অধ্যায়ঃ চিকিৎসা। অনুচ্ছেদঃ তাবিজ লটকানো। হা/ ৩৫৩০। আবদুল্লাহ বিন মাসউদের স্ত্রী (রা.) থেকে হাদীছটি বর্ণিত।

حکم السحر والسحرة وبيان علاج المسحور

যাদু ও যাদুকরদের ব্যাপারে ইসলামের বিধান এবং যাদুকৃত ব্যক্তির চিকিৎসার বিবরণঃ^১

প্রশ্নঃ এ যুগে যাদুর প্রচলন ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। মানুষ যাদুকরদের নিকট যাচ্ছেও অনেক বেশী। ইসলামে এর হুকুম কি? কোন মানুষ যাদুতে আক্রান্ত হলে তার শরীয়ত সম্মত চিকিৎসা কি?

উত্তরঃ যাদু একটি বড় গুনাহ, ধ্বংসকারী পাপ; বরং ইসলাম ধ্বংসকারী অন্যতম একটি কারণ। আল্লাহ তাঁর সম্মানিত কিতাবে বলেন,

وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (١٠٢) وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

আর এই সঙ্গে তারা এমন সব জিনিসের অনুসরণ করাতে মেতে ওঠে, যেগুলো শয়তানরা পেশ করতো সুলাইমানী রাজত্বের

নামে। অথচ সুলাইমান কোন দিন কুফরী করেনি। কুফরী করেছে সেই শয়তানরা, যারা লোকদেরকে যাদু শেখাতো। তারা ব্যাবিলনে দুই ফেরেশতা হারুত ও মারুতের ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছিল তা আয়ত্ব করার জন্য উঠে পড়ে লাগে। অথচ তারা(ফেরেশতারা) যখনই কাউকে এর শিক্ষা দিতো, তাকে পরীক্ষার ভাষায় এই বলে সতর্ক করে দিতোঃ দেখো, আমরা নিছক একটি পরীক্ষা মাত্র, তুমি কুফরীতে লিপ্ত হয়ো না। এরপরও তারা তাদের থেকে এমন জিনিস শিখতো, যা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছিন্নতা এনে দিতো। একথা সুস্পষ্ট, আল্লাহর হুকুম ছাড়া এ উপায়ে তারা কাউকেও ক্ষতি করতে পারতো না। কিন্তু এ সত্ত্বেও তারা এমন জিনিস শিখতো যা তাদের নিজেদের জন্য লাভজনক ছিল না বরং ছিল ক্ষতিকর। তারা ভালো করেই জানতো, এর ক্রেতার জন্য আখেরাতে কোন অংশ নেই। কতই না নিকৃষ্ট জিনিসের বিনিময়ে তারা বিকিয়ে দিল নিজেদের জীবন!হায়, যদি তারা একথা জানতো!

যদি তারা ঈমান ও তাকওয়া অবলম্বন করতো, তাহলে আল্লাহর কাছে তার প্রতিদান লাভ করতো এটি তাদের জন্য হত বেশী ভালো। হায়,যদি তারা একথা জানতো। (বাকারঃ ১০১-১০২)

এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা জানিয়েছেন যে, শয়তানরাই মানুষকে যাদু শিক্ষা দেয়। আর এ কারণে তারা কুফরী করেছে।

ফেরেশতা দুজন যখন মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত, বলে দিত তারা যা শিক্ষা দিচ্ছে তা কিন্তু কুফরী আর তারা দুজন মানবজাতির জন্য ফেতনা বা পরীক্ষা স্বরূপ। আর আল্লাহ জানাচ্ছেন যে, যারা যাদু শিক্ষা গ্রহণ করে তারা এমন জিনিস শিক্ষা করে যা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না এবং উপকারও করতে পারবে না। আর পরকালে আল্লাহর কাছে কোন অংশ নেই। অর্থাৎ পরকালে

কল্যাণের কোন অংশই তারা লাভ করতে পারবে না।

আল্লাহ আরো জানাচ্ছেন যে, যাদুকররা যাদুর ক্রিয়ার মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানোর কাজ করে। অথচ আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত তারা কারো কোন ক্ষতি করতে সক্ষম নয়। অর্থাৎ আল্লাহ তরুদীয়ে যা নির্ধারণ করে রেখেছেন তাতে যদি ক্ষতি লিখা থাকে, তবেই এই যাদুর কারণে ক্ষতি হবে। অন্যথা যাদুতে আল্লাহর অনুমতি নেই। তিনি তরুদীয়ে যা নির্ধারণ করে রেখেছেন তা ব্যতীত তাঁর পৃথিবীতে কোন কিছু ঘটবে না। আল্লাহ আরো বর্ণনা করেছেন যে, যাদু ঈমান ও তাকওয়ার খেলাফ।

এই আলোচনা দ্বারা সুস্পষ্ট হল যে, যাদু কুফরী ও ইসলাম থেকে প্রত্যাবর্তন। তথা কেউ ইসলামের দাবী করে অতঃপর এই যাদুতে লিপ্ত হয়, তবে ইসলাম থেকে বের হয়ে মুরতাদ হয়ে যাবে। বুখারী ও মুসলিমে আবু হারইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

«اجْتَنِبُوا السَّعْيَ الْمُوبِقَاتِ». قُلْنَا وَمَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «الشَّرْكُ بِاللَّهِ وَالسَّحَرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ»

তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে বেঁচে থাক। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সেগুলো কি কি? তিনি বললেন,

(১) আল্লাহর সাথে শিরক করা (২) যাদু করা। (৩) আল্লাহ যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন তাকে বিনা অধিকারে হত্যা করা। (৪) সুদ খাওয়া (৫) ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাত করা (৬) যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা (৭) সতী-সাপ্থী নিরাপরাধ মুমিন

নারীকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া।^১

এই হাদীছটিতে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বর্ণনা করে দিলেন যে, শিরক ও যাদু সাতটি ধ্বংসাত্মক অপরাধের মধ্যে অন্যতম। তবে এগুলোর মধ্যে শিরক সবচেয়ে বড় অপরাধ। যাদুও তারই অন্তর্ভুক্ত। এই জন্য নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যাদুকে শিরকের সাথেই উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া যাদুকররা জিন-শয়তানদের ইবাদত ব্যতীত কখনই যাদু করতে পারবে না। তারা যা পছন্দ করে সে অনুযায়ী যাদুকররা কাজ করে থাকে। জিনদেরকে বিশেষ নামে ডাকে, তাদের উদ্দেশ্যে পশু বা মুরগী যবেহ করে, মানত করে, তাদের কাছে সাহায্য চায়.. এভাবে বিভিন্ন শিরকী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তারা যাদু ক্রিয়ায় সফল হয়।

ইমাম নাসাঈ (রহঃ) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً ثُمَّ نَفَثَ فِيهَا فَقَدْ سَحَرَ ، وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكَ ،
وَمَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وَكَلَّ إِلَيْهِ

যে ব্যক্তি সুতায় ফুঁ দিয়ে গিরা দেয়, সে যাদু করে। আর যে যাদু করে সে শিরক করে। যে ব্যক্তি (আরোগ্যের উদ্দেশ্যে) কোন কিছু শরীরে লটকিয়ে রাখবে, তাকে ঐ বস্তুর প্রতি সোপর্দ করা হবে।^২

একথার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় সূরা ফালাকেঃ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ (আশ্রয় চাই) গিরায় ফুঁৎকারকারীনিদের অনিষ্ট থেকে। فِي الْعُقَدِ

১. বুখারী, অধ্যায়ঃ ওসীয়াত। অনুচ্ছেদঃ আল্লাহর বাণী, যারা অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ করে..[নিসাঃ ১০] আয়াতের ব্যাখ্যা। হা/২৭৬৬। মুসলিম, অধ্যায়ঃ ঈমান, অনুচ্ছেদঃ কাবীরা গুনাহ সমূহ এবং সবচেয়ে বড় গুনাহ কোনটি তার বিবরণ, হা/৮৯।

২. নাসাঈ, অধ্যায়ঃ রক্তপাত হারাম। অনুচ্ছেদঃ যাদুকরের ব্যাপারে হুকুম হা/4079।

(ফালাকঃ ৪)

তাক্ষীরবিদগণ বলেন, তারা হচ্ছে যাদুকারীনী, যারা গিরা দেয় এবং তাতে শিরকী কথা বলে ফুঁৎকার দেয়। ঐ শিরকের মাধ্যমে তারা জিনদের নৈকট্য অর্জন করে, ফলে শয়তানরা যাদুকরদের উদ্দেশ্য অনুযায়ী মানুষকে কষ্ট দেয়।।

যাদুকরদের শাস্তি কি? এ সম্পর্কে উলামাগণ মতবিরোধ করেছেন। কেউ বলেছেন, যাদুকরকে তাওবা করতে বলা হবে, সে যদি তাওবা করে, তবে তাকে ছেড়ে দেয়া হবে। কেউ বলেছেন, যাদুকর প্রমাণিত হলে সে তাওবা করুক না করুক তাকে হত্যা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় মতটিই অধিক বিশুদ্ধ। কেননা তার বেঁচে থাকাটা ইসলামী সমাজের জন্য ক্ষতির কারণ। কেননা সাধারণত তারা তাওবায় সত্যবাদী হয় না। তাছাড়া তাদের বেঁচে থাকাটা মুসলিমদের জন্য বিরাট বড় হুমকী স্বরূপ। এ মত পোষণকারীদের দলীল হচ্ছে, আমীরুল মুমেনীন ওমার বিন খাত্তাব (রাঃ) যাদুকরদের তাওবার আদেশ ছাড়াই হত্যা করতে হুকুম জারি করেছেন। তিনি ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা যাদের সুন্নাহের অনুসরণ করার আদেশ করেছেন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)^২।

আরেকটি দলীল হচ্ছে, ইমাম তিরমিযী জুনদুব বিন আবদুল্লাহ বাজালী বা জুনদুব আল খাইর আল আযদী (রাঃ) থেকে মারফু ও

১ . তা দেখুন তাক্ষীর ইবনে জারীর তাবারী ২৪/৭০৪। তাক্ষীর ইবনে কাসীর ৮।৫২৬/১৫৯৬/৮ তাক্ষীর বাগাভী

২ এরবায় বিন সারিয়া (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, তোমাদের উপর আবশ্যক হচ্ছে, আমার সুন্নাহ এবং হেদায়াত প্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদার সুন্নাহ আঁকড়ে ধরা। হাদীছটি বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমাদ ৪/১২৬। আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ সুন্নাহ। অনুচ্ছেদঃ সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা। হা/৪৬০৭। তিরমিযী, অধ্যায়ঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে ইলম গ্রহণ হা/২৬৭৬।

মাওকুফ সূত্রে বর্ণনা করেন। যাদুকরের দণ্ড হচ্ছে তরবারী চালিয়ে থাকে হত্যা করা। কোন কোন বর্ণনায় আছে, যাদুকরের দণ্ড হচ্ছে তরবারীর এক কোণে তাকে হত্যা করা।¹

উমুল মুমেনীন হাফসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি জনৈক যাদুকারীণী দাসীকে হত্যা করার আদেশ দিয়েছিলেন। যে তাঁকে যাদু করেছিল। তখন তাকে তাওবা করতে না বলেই হত্যা করা হয়েছিল।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, তাওবা করার হুকুম না দিয়েই যাদুকরকে হত্যা করার কথা তিনজন সাহাবী থেকে সহীহ সূত্রে পাওয়া যায়। তাঁরা হচ্ছেন, ওমার, জুনদুব ও হাফসা (রাঃ)।

উল্লেখিত আলোচনায় বুঝা গেল যাদুকরদের কাছে যাওয়া জায়েয নয়। তাদেরকে কোন কিছু জিজ্ঞেস করা ও তাদেরকে সত্যায়ন করাও জায়েয নয়। অনুরূপভাবে জায়েয নয় গণক ও জ্যোতিষীদের কাছেও যাওয়া।

আবশ্যক হচ্ছে, যখনই যাদুকরের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হবে যে, সে যাদু করেছে বা সে যাদুর কথা স্বীকার করবে অথবা শরীয়ত সম্মত উপায়ে প্রমাণ করা সম্ভব হবে যে সে যাদু করেছে, তবে তাকে হত্যা করতে হবে। তাকে তাওবা করার হুকুম দেয়ার দরকার নেই।²

যাদুর চিকিৎসাঃ

শরীয়ত সম্মত ঝাড়-ফুক ও বৈধ উপকারী ঔষধের মাধ্যমে

1 . তিরমিযী, অধ্যায়ঃ হুদুদ বা দণ্ড। অনুচ্ছেদঃ যাদুকরের দণ্ড। হা/১৪৬০।

2 . এ শাস্তি তার উপর দণ্ড স্বরূপ। সে যদি তাওবা করে, তবে সেটা তার ব্যাপার। কিন্তু তাওবা তার দণ্ডকে মওকুফ করবে না। সে তাওবায় সত্যবাদী হলে এবং আল্লাহ তা কবুল করলে সে পরকালের মুক্তি পেতে পারে।

চিকিৎসা করতে হবে। ঝাড়-ফুঁকের মাধ্যমে সবচেয়ে উপকারী চিকিৎসা হচ্ছে নিম্নরূপঃ

এই সূরা, আয়াত ও দুয়া সমূহ পড়ে রুগীকে ফুঁ দিবে।

(১) সূরা ফাতিহা

(২) আয়াতুল কুরসী

(৩) যাদুর আয়াত সমূহ। সূরা আরাফঃ ১১৭-১১৯, সূরা ইউনুসঃ ৭৬-৮১, সূরা ত্বাহা ৬৫-৬৯।

(৪) সূরা কাফেরুন

(৫) সূরা ইখলাস

(৬) সূরা ফালাক

(৭) সূরা নাস

এই সূরাগুলো তিনবার করে পাঠ করা মুস্তাহাব। সেই সাথে নিম্নলিখিত সহীহ সনদে বর্ণিত দুয়াগুলোও পাঠ করবে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রুগীদের চিকিৎসায় এই দুয়াগুলো পাঠ করতেন।

اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَاسَ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا
شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা রাব্বান নাস, আযহিবিল বাস এশফে আন্তাশ শাফী লা শিফাআ ইল্লা শিফাউকা শিফাআন লা যুগাদেরু সাকামা।

অর্থঃ হে মানুষের প্রভু, বিপদ দূরীভূত করে দাও, আরোগ্য দান কর- এমন আরোগ্য যার পর আর কোন রোগ অবশিষ্ট না থাকে, কেননা তুমিই একমাত্র আরোগ্য দানকারী, তোমার আরোগ্য

ছাড়া আর কারো আরোগ্য নেই।^১ তিনবার।

নিচের এই দুয়াটি পড়েও ঝাড়-ফুঁক করবে। এই দুয়াটি পড়ে জিবরীল (আঃ) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে ঝাড়-ফুঁক করেছেন।

بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ
حَاسِدٍ اللَّهُ يَشْفِيكَ بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ

উচ্চারণঃ বিস্মিল্লাহি আরকিকা মিন কুল্লি শাইয়িন যুযীকা ওয়া মিন শাররি কুল্লি নারসিন আও আয়নিন হাসেদিন, আল্লাহু য়াশফীকা বিসমিল্লাহি আরকিকা।

অর্থঃ আমি আল্লাহর নাম নিয়ে তোমাকে ঝাড়-ফুঁক করছি- তোমাকে কষ্টদানকারী সকল বস্তু হতে, এবং প্রত্যেক ব্যক্তির অথবা হিংসুক ব্যক্তির নয়রের অনিষ্ট থেকে। আল্লাহ্ তোমাকে আরোগ্য দান করুন। আল্লাহর নাম নিয়ে তোমাকে ঝাড়-ফুঁক করছি।^২ তিনবার।

আল্লাহর হুকুমে এই দুয়াটি সবচেয়ে উপকারী।

যাদুর চিকিৎসার ক্ষেত্রে কোন বস্তু সম্পর্কে যদি ধারণা সৃষ্টি হয় যে তাতে যাদু করা হয়েছে, চাই তা পশম হোক বা গিরা লাগানো সুতা বা অনুরূপ কিছু, তবে ঐ বস্তুকে নষ্ট বা ধ্বংস করে দিতে হবে। সেই সাথে যাদুকৃত ব্যক্তিকে রক্ষার জন্য যথাযথ পরিচর্যা করতে

১ . বুখারী, অধ্যায়ঃ চিকিৎসা। অনুচ্ছেদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ঝাড়-ফুঁক হা/৫৭৪৩। মুসলিম, অধ্যায়ঃ সালাম অনুচ্ছেদঃ রুগীকে ঝাড়-ফুঁক করা মুস্তাহাব হা/২১৯১। এ বর্ণনাটি হযরত আয়েশা (রাঃ)এর। ইমাম বুখারী আনাস (রাঃ) থেকেও হাদীছটি বর্ণনা করেছেন, হা/৫৭৪২।

২ . মুসলিম, অধ্যায়ঃ সালাম, অনুচ্ছেদঃ চিকিৎসা, রোগ ও ঝাড়-ফুঁক। হা/২১৮৬। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত।

হবে। যেমন এই দুয়া পড়ে তাকে রক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

উচ্চারণঃ আউ-যু বিকালিমা-তিল্লাহিত তা-ম্মা-তি মিন শাররি মা খালাক্।

অর্থঃ আশ্রয় প্রার্থনা করছি আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণী সমূহের মাধ্যমে -তাঁর সৃষ্টির সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে।¹

এই দুয়াটি সকাল-সন্ধ্যা তিনবার করে পড়বে। পূর্ববর্তী শেষের তিনটি সূরা সকাল-সন্ধ্যা ফজর ও মাগরিবের পর তিনবার করে পড়বে, এবং আয়াতুল কুরসী পড়বে প্রত্যেক সালাতের পর ও ঘুমানোর সময়।

আরো মুস্তাহাব হচ্ছে, সকাল-সন্ধ্যায় এই দুয়াটি তিনবার পাঠ করা।

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

উচ্চারণঃ বিসমিল্লা-হিল্লাযী লা- ইয়াযুররু মাআসমিহি শাইয়্যুন ফিল আরযি ওয়ালাফিস সামায়ি ওয়াহুওয়াস সামী-উল আলী-ম।

অর্থঃ শুরু করছি সেই আল্লাহর নামে, যার নামের সাথে আসমান এবং যমীনের কোন বস্তুই কোন ক্ষতি করতে পারবে না, তিনি মহাশ্রোতা মহাজ্ঞানী।²

এই দুয়াগুলো পাঠ করার সাথে সাথে মহান আল্লার উপর

1 . মুসলিম, অধ্যায়ঃ যিকির ও দুয়া, অনুচ্ছেদঃ আশ্রয় প্রার্থনা করার দুয়া। হা/২৭০৮।

2 . আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ আদব, অনুচ্ছেদঃ সকালে কি দুয়া পড়বে। হা/৫০৮৮। তিরমিযী, অধ্যায়ঃ দুয়া, অনুচ্ছেদঃ সকালে পঠিতব্য দুয়া হা/৩৩৮৮। উহমান বিন আফফান (রাঃ) থেকে বর্ণিত।

সুধারণা পোষণ করতে হবে। এই বিশ্বাস রাখবে যে আল্লাহই সকল কারণ সৃষ্টিকারী। তিনিই একমাত্র রুগীকে আরোগ্য দিতে পারেন যদি ইচ্ছা করেন। এই দুয়া ও ঔষধ সমূহ শুধু উপকরণ। আল্লাহই হচ্ছেন প্রকৃত আরোগ্য দানকারী।

তাই এই উপকরণগুলোর উপর ভরসা না করে এককভাবে আল্লাহর উপরই ভরসা করবে। আর বিশ্বাস রাখবে যে আল্লাহ চাইলে এই উপকরণগুলো দ্বারা ফায়দা হতে পারে, তিনি চাইলে ফায়দা নাও হতে পারে। কেননা প্রত্যেক বস্তুতে আল্লাহর বিশেষ হেকমত আছে যা শুধু তিনিই জানেন, অন্য কেউ জানে না। তিনি সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। তিনি সবকিছু সম্পর্কে মহাজ্ঞানী। তিনি কিছু দিলে কেউ তা বাধা দেয়ার ক্ষমতা রাখে না, তিনি বাধা দিলে কেউ তা প্রদানের ক্ষমতা রাখে না। তিনি যা ফায়সালা করেন তা প্রতিরোধ করার শক্তি কারো নেই। সকল ক্ষমতার অধিকারী তিনি, সকল প্রশংসার মালিকও তিনি। তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। মহাপবিত্র তিনিই সকল তাওফীক দাতা।



حكم التمسح بحيطان الكعبة وكسوتها

কাবা ঘরের দেয়াল ও তার গিলাফ স্পর্শ করার হুকুমঃ¹

প্রশ্নঃ কাবা ঘরের দেয়াল, গিলাফ, মাকামে ইবরাহীম ও হজরে আসওয়াদ স্পর্শ করার হুকুম কি?

উত্তরঃ বিদআত। কেননা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরূপ করেননি। আর তিনি এরশাদ করেছেন,

যে ব্যক্তি এমন আমল করবে, যার পক্ষে আমার নির্দেশনা নেই তবে তা প্রত্যাখ্যাত।²

তিনি আরো বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার এই দ্বীনের মাঝে নতুন কিছু উদ্ভাবন করবে, যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়, তবে তা প্রত্যাখ্যাত।³

তিনি আরো বলেছেন,

দ্বীনের মাঝে নতুন উদ্ভাবন থেকে সাবধান। কেননা প্রত্যেক নতুন উদ্ভাবন বিদআত। আর প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা।⁴

1 . ফাতাওয়া নূরুন আলাদ দারব। বৈঠক নং ৫১৮।

2 . বুখারী, মুআল্লাক সনদে, অনুচ্ছেদঃ শাসক যদি বিচার করতে ইজতেহাদ করে। হা/৬৯১৭, ৯৬১৮। মুসলিম, অধ্যায়ঃ বিচার-ফায়সালা, অনুচ্ছেদঃ বাতিল হুকুমকে ভঙ্গ করা এবং নতুন উদ্ভাবিত বিষয় প্রত্যাখ্যান করা। হা/১৭১৮। আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত।

3 . বুখারী, অধ্যায়ঃ সুলহ বা মিমাংসা। অনুচ্ছেদঃ যদি জুলুমের উপর মিমাংসা হয়, তবে মিমাংসা প্রত্যাখ্যাত। হা/২৫৫০। মুসলিম, অধ্যায়ঃ বিচার-ফায়সালা, অনুচ্ছেদঃ বাতিল হুকুমকে ভঙ্গ করা এবং নতুন উদ্ভাবিত বিষয় প্রত্যাখ্যান করা। হা/১৭১৮। আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত।

4 . আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ সুন্নাত। অনুচ্ছেদঃ সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা। হা/৪৬০৭। তিরমিযী,

কাবা ঘরের দেয়াল ও গিলাফ স্পর্শ করা দ্বারা যদি ঐ দেয়াল ও গিলাফেরই বরকত পাওয়ার উদ্দেশ্য করে, তবে তা শিরকে আকবার। কিন্তু যদি ধারণা করে যে বস্তুগুলো বরকতপূর্ণ। তা স্পর্শ করা আল্লাহই বিধিবদ্ধ করেছেন এবং এই দেয়াল বা গিলাফ চুম্বন করা শরীয়ত সম্মত, তবে এই ধারণা ও কাজ বিদআত। কিন্তু স্পর্শ করে ঐ বস্তুর বরকত কামনা করে, তবে বড় শিরক হিসেবে গণ্য হবে। আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা চাই।

তবে হজরে আসওয়াদকে চুম্বন বা স্পর্শ করা শরীয়ত সম্মত। আর রুকনে ইয়ামানীকে চুম্বন ব্যতীত শুধু হাত দিয়ে স্পর্শ করা সুন্নাত। স্পর্শ করার সময় বলবে, বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার। কিন্তু রুকনে ইয়ামানীকে চুম্বন করবে না। ওমার (রাঃ) হজরে আসওয়াদকে চুম্বন করার সময় বলেছিলেন,

«إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ، لَا تَنْفَعُ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى

الله عليه وسلم يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ»

আমি জানি তুমি একটি পাথর, কোন উপকার বা অপকারের ক্ষমতা রাখ না। যদি না দেখতাম যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তোমাকে চুম্বন করছেন, তবে তোমাকে চুম্বন করতাম না।¹ এই কারণে আমরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর অনুসরণে শুধু হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করব, পাথর থেকে বরকত চাইব না। আমরা এই আমলগুলো করব শুধু নবী (সাল্লাল্লাহু

অধ্যায়ঃ ইলম। অনুচ্ছেদঃ সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা ও বিদআত বর্জন করা। হা/২৬৭৬।
এরবায় বিন সারিয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত।

- 1 . বুখারী, অধ্যায়ঃ হজ্জ, অনুচ্ছেদঃ হজরে আসওয়াদের আলোচনা। হা/১৫২০। মুসলিম, অধ্যায়ঃ হজ্জ, অনুচ্ছেদঃ তাওয়াফের সময় হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করা মুস্তাহাব। হা/১২৭০।

আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর আদর্শ মেনে এবং সুন্নাতের অনুসরণার্থে। কেননা তিনি বলেছেন, «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» তোমরা আমার নিকট থেকে হজ্জ-উমরার নিয়ম-কানুন শিখে নাও।¹ তিনি আরো বলেছেন, «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصْلَى» তোমরা ঠিক সেইভাবে সালাত আদায় কর, যেভাবে আমাকে আদায় করতে দেখছ।²

অতএব আমরা সালাত আদায় করব, হজ্জ করব ঠিক সেইভাবে যেভাবে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) করেছেন। তাই আমরা মাকামে ইবরাহীম, কাবা ঘরের দেয়াল, গিলাফ ইত্যাদি স্পর্শ করব না। এ সকল স্থান স্পর্শ করার কোন দলীল নেই। তাই এরূপ করা বিদআত। কিন্তু মূলতায়িমের সামনে দাঁড়িয়ে দুয়া করা ইবাদত। মূলতায়িম হচ্ছে হাজরে আসওয়াদ ও দরজার মধ্যবর্তী স্থানের নাম। সেখানে দাঁড়ানো সুন্নাত ও ইবাদত। তবে এই দাঁড়ানো কাবার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে নয় বা বরকত কামনার জন্য নয়; বরং আল্লাহর প্রতি বিনয় প্রকাশার্থে এরূপ করবে। অনুরূপভাবে কাবা ঘরের ভিতরে যদি প্রবেশ করে, তবে তার চার কোণায় তাওয়াফ করবে, তাকবীর পড়বে এবং বুক লাগিয়ে ও হাত দিয়ে ধরে দুয়া করবে। এরূপ কাজ কাবা ঘরের ভিতরে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) করেছেন। এতে কোন সমস্যা নেই। এগুলো আল্লাহর ইবাদত ও তাঁর নৈকট্য লাভের আমল।



-
- 1 . মুসলিম, অধ্যায়ঃ হজ্জ, অনুচ্ছেদঃ জামরা আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপ করা মুস্তাহাব। হা/১২৯৭। জাবের (রাঃ)থেকে বর্ণিত।
 - 2 . বুখারী, অধ্যায়ঃ আযান, অনুচ্ছেদঃ মুসাফিরের আযান। হা/৬০৫।

ওযুর পদ্ধতি ^১

ওযু সালাতের পূর্বশর্ত। ওযু ব্যতীত সালাত বিশুদ্ধ হবে না।
আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ
إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা নামাযের জন্য তৈরী হও, তখন
তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত দুটি কনুই পর্যন্ত ধুয়ে ফেলো,
তোমাদের মাথা মাসেহ কর এবং পা দুটি টাখনু পর্যন্ত ধুয়ে ফেলো।
(মায়েদাঃ ৬)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, **«لَا تُقْبَلُ»**
«صَلَاةٌ بِغَيْرِ طَهْوَرٍ» পবিত্রতা ব্যতীত সালাত কবুল হবে না।^২ তিনি
আরো বলেন, **«لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ»** ওযু
ভঙ্গ হলে ওযু না করা পর্যন্ত তোমাদের কারো সালাত আল্লাহ কবুল
করবেন না।^৩ অতএব ওযু একটি আবশ্যিক ইবাদত।

প্রথমতঃ কোন মানুষ যদি পেশাব-পায়খান করে তবে পানি
দ্বারা ইস্তেনজা করবে। কিন্তু পানি না পেলে পবিত্র ইট বা পাথর বা

১ . মাজমু ফাতাওয়া শাইখ বিন বায, ১১/২১-২৪।

২ . মুসলিম, অধ্যায়ঃ পবিত্রতা, অনুচ্ছেদঃ সালাতের জন্য পবিত্রতা অর্জন করা আবশ্যিক।
হা/২২৪। ইবনে ওমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত।

৩ . বুখারী, অধ্যায়ঃ ওযু, অনুচ্ছেদঃ পবিত্রতা ব্যতীত সালাত কবুল হবে না। হা/১৩৫
মুসলিম, অধ্যায়ঃ পবিত্রতা, অনুচ্ছেদঃ সালাতের জন্য পবিত্রতা অর্জন করা আবশ্যিক।
হা/২২৫। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত।

মাটি বা শুষ্ক টিসু দ্বারা কুলুখ নিবে। পেশাব-পায়খানার রাস্তা পরিস্কার করার জন্য তিনবার বা ততোধিকবার কুলুখ ব্যবহার করতে হবে। যাতে করে উভয় অঙ্গ পেশাব বা পায়খানার চিহ্ন থেকে পরিস্কার হয়ে যায়। কিন্তু পানি দ্বারা পরিস্কার করাই উত্তম। অবশ্য কুলুখ ও পানি একসাথে ব্যবহার করলে আরো পরিপূর্ণ হবে।

শরীয়ত সম্মত ওয়ুর পদ্ধতিঃ

১) ওয়ু শুরু করার সময় বলবে ‘বিসমিল্লাহ’। কোন কোন বিদ্বান ওয়ু শুরু করার সময় বিসমিল্লাহ বলা ওয়াজিব বলেছেন।



২) দুহাত কজ্জি পর্যন্ত ধৌত করবে। এরূপ ধৌত করা উত্তম।

৩) এরপর তিন চল্লু পানি নিয়ে তিনবার কুলি করবে ও নাক ঝাড়বে।



৪) মুখমণ্ডল ধৌত করবে তিনবার। উপরে কপালে চুল গজানোর স্থান থেকে নিয়ে থুতনীর নীচ পর্যন্ত এবং ডানে-বামে এক কানের লতি থেকে অপর কানের লতি পর্যন্ত ধৌত করবে।



৫) এরপর হাতের আগুলের প্রান্তভাগ থেকে নিয়ে কনুই পর্যন্ত (কনুইসহ) ধৌত করবে। প্রথমে ডান হাত তারপর বাম হাত। নারী-পুরুষ একই নিয়ম।



৬) তারপর সম্পূর্ণ মাথা মাসেহ করবে এবং দুকান মাসেহ করবে। নারী-পুরুষ একই নিয়ম।



৭) এরপর প্রথমে ডান পা ধৌত করবে
টাখনুসহ তিনবার অতঃপর বাম পা
টাখনুসহ তিনবার।



কুলি করা, নাক ঝাড়া, মুখমণ্ডল, দুহাত ও দুপা ধৌত করা
তিনবার করে করা সুন্নাত। কিন্তু দুকানসহ মাথা মাসেহ একবারই
হতে হবে।। কিন্তু কেউ যদি একবার করে ধৌত করে এবং নির্দিষ্ট
অঙ্গ ধৌত করা সম্ভব হয়, তবে একবারই যথেষ্ট। কিন্তু উত্তম হচ্ছে
তিনবার তিনবার করে।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে সহীহ সূত্রে
প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি কখনো একবার একবার করে, কখনো
দুবার দুবার করে, কখনো তিনবার তিনবার করে ধৌত করেছেন।
আরো প্রমাণিত আছে যে, তিনি একই ওয়ুতে কোন অঙ্গ তিনবার
ধৌত করেছেন, কোন অঙ্গ দুবার করে ধৌত করেছেন। আল
হামদুলিল্লাহ বিষয়টি কঠিন নয়; বরং সহজ।

ওয়াজিব হচ্ছে প্রত্যেক অঙ্গ সর্বনিম্ন একবার ধৌত করে
সর্বস্থানে পানি পৌঁছে দেয়া। মুখমণ্ডলকে ধৌত করার সময় কুলি
করবে ও নাক ঝাড়বে। হাতে এমনভাবে পানি পৌঁছাবে যাতে
কনুইসহ ধৌত করা সম্ভব হয়। একই নিয়মে বাম হাতেও পানি
পৌঁছাবে। মাথা এবং কান মাসেহ করার সময় সম্পূর্ণটাই মাসেহ
করবে। অতঃপর একবার পায়ে পানি ঢেলে টাখনুসহ সম্পূর্ণ অংশ
ধৌত করবে। প্রথমে ডান পা, পরে বাম পা। এতটুকু হচ্ছে
ওয়াজিব। কিন্তু এরূপ পানি ঢালা যদি দুবার করে আরো উত্তম। যদি

তিনবার করে তবে আরো উত্তম। আর এ নিয়মে ওয়ু সম্পন্ন হবে।

ওয়ু শেষ করে দুয়া পাঠ করবেঃ

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সাহাবীদের যে দুয়া শিক্ষা দিয়েছেন তা সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন,

« مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُسَبِّحُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ »

তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি পরিপূর্ণরূপে ওয়ু করবে তারপর পাঠ করবে, আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুলহু ওয়া রাসূলুহ।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত উপাসনার যোগ্য কোন মা'বুদ নেই। তিনি একক তাঁর কোন শরীক নেই। এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) তাঁর বান্দাহ ও রাসূল।” তবে তার জন্য বেহেস্তের আটটি দরজাই খুলে দেয়া হবে। যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।¹ এ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন ইমাম মুসলিম। ইমাম তিরমিযী এই কথাটিও সেই সাথে বর্ণনা করেছেন:

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ

“হে আল্লাহ্! আমাকে তওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর এবং

1 . মুসলিম, অধ্যায়ঃ তাহারাত বা পবিত্রতা, অনুচ্ছেদঃ ওয়ুর শেষে দুয়া। হা/২৩৪ উমার বিন খাতাব (রাঃ) থেকে উক্বাব বিন আমের (রাঃ) বর্ণনা করেছেন।

পবিত্রতা অর্জনকারীদের शामिल কর।”¹

যদি টয়লেটের মধ্যে ওযু করে তবে এই দুয়াগুলো বাইরে এসে পাঠ করবে।

এই আলোচনার মাধ্যমে ওযুর শরঈ পদ্ধতি জানা গেল। ওযু হচ্ছে সালাতের চাবি। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেন,

«مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ»

সালাতের চাবি হচ্ছে পবিত্রতা। সালাত শুরু হয় তাকবীরের মাধ্যমে এবং শেষ হয় সালামের মাধ্যমে।²



-
- 1 . তিরমিযী, অধ্যায়ঃ তাহরাত বা পবিত্রতা, অনুচ্ছেদঃ ওযুর সময় কি বলতে হয়। হা/৫৫ ওমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত।
 - 2 . তিরমিযী, অধ্যায়ঃ তাহরাত বা পবিত্রতা, অনুচ্ছেদঃ পবিত্রতা সালাতের চাবি। হা/৩ আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত।

আযানের সময় ও আযানের পর কি দুয়া ও যিকির পাঠ করতে হয়ঃ

১) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেন, **« إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ »** “যখন তোমরা মুআযযিনের আযান শুনবে তখন জবাবে আযানের শব্দগুলো অনুরূপভাবে মুখে উচ্চারণ করবে। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)^১

২) জাবের (রা:) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ ‘যে আযান শুনে এই দুআ পাঠ করবে:

**اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَ
الْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ**

অর্থঃ “হে আল্লাহ্ এই পরিপূর্ণ আহ্বান এবং এই প্রতিষ্ঠিত নামাযের তুমিই প্রভু। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে দান কর সর্বোচ্চ সম্মানিত স্থান এবং সুমহান মর্যাদা। তাঁকে প্রতিষ্ঠিত কর প্রশংসিত স্থানে যার অঙ্গিকার তুমি তাঁকে দিয়েছো।”^২

তার জন্য কিয়ামত দিবসে আমার শাফাআত আবশ্যক হয়ে যাবে। (বুখারী) হাসান সনদে ইমাম বাইহাকীর বর্ণনায় এই দুয়ার

১ . বুখারী, অধ্যায়ঃ আযান, অনুচ্ছেদঃ আযান শুনলে কি বলতে হয়। হা/৬১১। মুসলিম, অধ্যায়ঃ সালাত, অনুচ্ছেদঃ মুআযযিন আযানে যা বলে শ্রবণকারীর তাই বলা মুস্তাহাব, হা/৩৮৩।

২ . বুখারী, অধ্যায়ঃ সালাত, অনুচ্ছেদঃ আযানের সময় দুয়া। হা/৬১৪।

শেষে এই কথাটুকুও বর্ণিত আছেঃ **إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ** নিশ্চয় আপনি অঙ্গিকার ভঙ্গ করেন না।^১

৩) সাদ বিন আবু ওয়াক্কাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেন, যে ব্যক্তি মুয়াযযিনের আযান শুনে এই দুয়াটি পাঠ করবে,

**أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا،**

‘আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই। তিনি একক তাঁর কোন শরীক নেই। এবং নিশ্চয় মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। আমি আল্লাহকে প্রতিপালক, ইসলামকে জীবন ব্যবস্থা এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে রাসূল হিসেবে মেনে নিয়েছি। তার গুনাহ ক্ষমা করা হবে। (মুসলিম)^২

৪) ওমার বিন খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেন,

**« إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ أَحَدُكُمْ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ.
ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ
أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى
الصَّلَاةِ، قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَالَ: لَا**

১ . বাইহাকী সুনানে কুবরা। ১/৪১০ হা/১৭৯০।

২ . মুসলিম, অধ্যায়ঃ সালাত, অনুচ্ছেদঃ মুয়াযযিন আযানে যা বলে শ্রবণকারীর তাই বলা মুস্তাহাব, হা/৩৮৬।

حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ،
ثُمَّ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ»

মুয়াযযিন যখন বলে, আল্লাহ্ আকবার, আল্লাহ্ আকবার, তখন তোমাদের কেউ যদি বলে, আল্লাহ্ আকবার, আল্লাহ্ আকবার। সে যখন বলে, আশহাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ, তখন বলে, আশহাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ, যখন বলে, আশহাদু আল্লা মুহাম্মাদান রাসুলুল্লাহ, তখন বলে, আশহাদু আল্লা মুহাম্মাদান রাসুলুল্লাহ। যখন বলে, হাইয়া আলাসসালাহ, তখন বলে, লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। যখন বলে, হাইয়া আলাল ফালাহ, তখন বলে, লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। যখন বলে, আল্লাহ্ আকবার আল্লাহ্ আকবার, তখন বলে, আল্লাহ্ আকবার আল্লাহ্ আকবার। যখন বলে, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ, তখন অন্তর থেকে বলে, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ, তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।^১

৫) আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)কে একথা বলতে শুনেছেন,

« إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ »

১ . মুসলিম, অধ্যায়ঃ সালাত, অনুচ্ছেদঃ মুয়াযযিন আযানে যা বলে শ্রবণকারীর তাই বলা মুস্তাহাব, হা/৩৮৫।

‘যখন তোমরা মুয়াযযিনের আযান শুনবে তখন জবাবে আযানের শব্দগুলো অনুরূপভাবে মুখে উচ্চরণ করবে। তারপর আমার উপর দরুদ পাঠ করবে। কেননা যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ পাঠ করবে, আল্লাহ্ তার উপর দশবার রহমত নাযিল করবেন। অতঃপর আমার জন্য আল্লাহর কাছে ওসীলার প্রার্থনা কর। ওসীলা জান্নাতের একটি স্তরের নাম যা আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে শুধু একজনের জন্যই উপযুক্ত। আশা করি আমিই সে ব্যক্তি। যে লোক আমার জন্য ওসীলার প্রার্থনা করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত আবশ্যক হয়ে যাবে। (মুসলিম)¹



1 . মুসলিম, অধ্যায়ঃ সালাত, অনুচ্ছেদঃ মুয়াযযিন আযানে যা বলে শ্রবণকারীর তাই বলা মুস্তাহাব, হা/৩৮৪।

মসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময় যা বলতে হয়ঃ

১) আবু হুমাইদ অথবা আবু উসাইদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি যখন মসজিদে প্রবেশ করে, তখন সে যেন এই দুয়া বলে, **اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ** হে আল্লাহ! তোমার রহমতের দরজাসমূহ আমার জন্য খুলে দাও। আর যখন বের হবে তখন যেন এই দুয়া পাঠ করে, **اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ** ‘হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি।’ (মুসলিম, আবু দাউদ। এ বর্ণনাটি আবু দাউদের)^১

২) আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি যখন মসজিদে প্রবেশ করতেন বলতেন, **«أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، وَبِوَجْهِهِ، الْكَرِيمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ»** ‘মহান আল্লাহর নিকট তাঁর সম্মানিত সত্ত্বা এবং চিরস্থায়ী রাজত্বের উসিলায় বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।’ তিনি বলেন, কেউ এই দুয়া পাঠ করলে শয়তান বলে, সারা দিন এ ব্যক্তি আমার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ হয়ে গেল। (আবু দাউদ, সনদ হাসান)^২

৩) আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে

১ . মুসলিম, অধ্যায়ঃ মুসাফিরের সালাত ও কসর, অনুচ্ছেদঃ মসজিদে প্রবেশ করার দুয়া, হা/৭১৩। আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ সালাত, দঃ মসজিদে প্রবেশের সময় যা বলতে অনুচ্ছেদ হয় ৪৬৫/হা ,

২ . আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ সালাত, অনুচ্ছেদঃ মসজিদে প্রবেশের সময় যা বলতে হয়, হা/ ৪৬৬।

ওয়া সালাম) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করলে যেন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সালাম)এর উপর সালাম পেশ করে এবং এই দুয়াটি বলে, **اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ** হে আল্লাহ! তোমার রহমতের দরজাসমূহ আমার জন্য খুলে দাও। আর যখন বের হবে তখন যেন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সালাম)এর উপর সালাম পেশ করে এবং এই দুয়াটি বলে, **اللَّهُمَّ: اغْصِنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ** ‘হে আল্লাহ! বিতাড়িত শয়তান থেকে আমাকে নিরাপদ রাখ।’। (ইবনে মাজাহ, সনদ সহীহ।)¹



1 . ইবনে মাজাহ, অধ্যায়ঃ মসজিদ ও জামাআত, অনুচ্ছেদঃ মসজিদে প্রবেশের সময় দুয়া হা/৭৭৩।

صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)এর সালাতের পদ্ধতিঃ ¹

সকল প্রশংসা এককভাবে আল্লাহর জন্য নিবেদিত। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবার ও সাহাবায়ে কেরামের প্রতি।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর সালাতের পদ্ধতি বর্ণনা করার বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ। মুসলিম পুরুষ ও নারীদের জন্য আমি তা পেশ করছি, যাতে করে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)এর অনুসরণ করে তাদের সালাতকে আদায় করতে সচেষ্ট হয়। কেননা তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, «**صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصَلِّي**» তোমরা সেভাবে সালাত আদায় কর, যেভাবে আমাকে সালাত আদায় করতে দেখছো।² (বুখারী)

তাই সম্মানিত পাঠকদের সামনে নিম্নে বিষয়টি উপস্থাপন করা হলঃ

১) পরিপূর্ণ রূপে ওয়ু করবে। অর্থাৎ আল্লাহ যেভাবে আদেশ করেছেন, সেভাবে ওয়ু করবে। যেমনটি তিনি এরশাদ করেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

1 . মাজমু ফাতাওয়া শাইখ বিন বায। ১১/১-১৭।

2 . বুখারী, অধ্যায়ঃ আযান, অনুচ্ছেদঃ মুসাফিরের আযান হা/৬৩১। মালেক বিন হুওয়াইরিছ (রাঃ) থেকে বর্ণিত।

হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা নামাযের ইচ্ছা কর,তখন তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত দুটি কনুই পর্যন্ত ধুয়ে ফেলো,তোমাদের মাথা মাসেহ কর এবং পা দুটি টাখনু পর্যন্ত ধৌত কর। (মায়েদাঃ ৬)

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, «لَا تُقْبَلُ»^১ পবিত্রতা ব্যতীত কোন সালাত কবুল হবে না।^১

জনৈক সাহাবী ভুল পদ্ধতিতে সালাত আদায় করছিল, তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) তাকে সালাতের বিশুদ্ধ পদ্ধতি শিক্ষা দিতে গিয়ে বলেন, «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاسْبِغْ»^২ যখন সালাত আদায় করার ইচ্ছা পোষণ করবে, তখন পরিপূর্ণরূপে ওয়ু করবে।^২

২) মুসল্লী কিবলামুখী হবে। কিবলা হচ্ছে মক্কায় অবস্থিত কাবা শরীফ। মুসল্লী যেখানেই থাক ফরয বা নফল যে সালাতেরই ইচ্ছা অন্তরে পোষণ করুক, সমস্ত শরীর নিয়ে কিবলামুখী হবে।



নিয়ত মুখে উচ্চারণ করবে না। কেননা মুখে নিয়ত উচ্চারণ করা শরীয়ত সম্মত নয়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বা তাঁর সাহাবীদের মধ্যে কেউ নিয়ত মুখে উচ্চারণ করেননি।

১ মুসলিম, অধ্যায়ঃ পবিত্রতা, অনুচ্ছেদঃ সালাতের জন্য তাহরাত আবশ্যিক। হা/২২৪।

২ . বুখারী, অধ্যায়ঃ আযান, অনুচ্ছেদঃ ইমাম মুজাদী উভয়ের জন্য ফাতিহা পড়া ওয়াজিব। হা/৭৫৭। আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। মুসলিম, অধ্যায়ঃ সালাত, অনুচ্ছেদঃ প্রত্যেক রাকাতে ফাতিহা পড়া আবশ্যিক। হা/৩৯৭।

মুসল্লী যদি ইমাম বা একাকী সালাত আদায়কারী হয় তবে তার সম্মুখে একটি সুতরা রাখবে। (নামাযীর সম্মুখে সর্বনিম্ন অর্ধহাত পরিমাণ উঁচু বস্তু রাখাকে সুতরা বলে।)

সালাতের অন্যতম শর্ত হচ্ছে কিবলামুখী হওয়া। এ শর্তের শিথিলতা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আছে। তবে তার বিস্তারিত বিবরণ উলামাদের বই-পুস্তকে আছে।



৩) তাকবীরে তাহরীমা বলবে। সিজদার স্থানে দৃষ্টি রেখে সালাত শুরু করার জন্য বলবে, আল্লাহ আকবার।

৪) তাকবীর বলার সময় হাত দুটো দুকাঁধ অথবা দুকান বরাবর উত্তোলন করবে।

৫) ডান হাতকে বাম হাতের কজির উপর রেখে উভয় হাতকে বুকের উপর ধারণ করবে। কেননা হাত বাঁধার বিষয়টি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) থেকে এভাবেই প্রমাণিত হয়েছে।



৬) হাত বাঁধার পর প্রথম সুন্নাত হচ্ছে ছানা পাঠ করা। নিম্ন লিখত যে কোন একটি দুয়া ছানা হিসেবে পাঠ করতে পারে:

« اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ،
اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنْقَى الثُّوبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ
اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالتَّلْجِ وَالْبَرَدِ »

উচ্চারণঃ আল্লাহুমা বাএদ বাইনী ওয়া বায়না খাতাইয়ায়া,

কামা বাআদতা বায়নাল মাশরেকে ওয়াল মাগরেবে। আল্লাহুমা নাক্কেনী মিনাল খাতায়া, কামা ইউনাক্কাছ ছাওবুল আবইয়ায়ু মিনাদ দানাসী। আল্লাহুমাগ সিলনী মিন খাতাইয়ায়া বিল মাই ওয়াছ ছালজি ওয়াল বারদি।

অর্থঃ হে আল্লাহ আমার মাঝে এবং আমার গুনাহের মাঝে এমন দূরত্ব দিয়ে দাও যেমন দূরত্ব আছে পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে। হে আল্লাহ আমাকে গুনাহ থেকে পরিস্কার করে দাও, যেমন সাদা কাপড় ময়লা থেকে পরিস্কার করা হয়। হে আল্লাহ আমার গুনাহগুলো পানি, বরফ ও শিশির দিয়ে ধুয়ে পরিস্কার করে দাও।^১

অথবা এই দুয়াটি পড়বেঃ

« سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ

غَيْرُكَ »

সুবহানাকা আল্লাহুমা ওয়াবি হামদিকা ওয়া তাবারাকুসমুকা ওয়া তায়ালা জাদুকা ওয়া লা-ইলাহা গাইরুকা।

হে আল্লাহ তোমার প্রশংসার সাথে তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। তোমার নাম বরকতময়, তুমি সম্মানিত সুউচ্চ। তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই।^২

এছাড়া নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) থেকে ছানা

১. বুখারী, অধ্যায়ঃ সালাত, অনুচ্ছেদঃ তাকবীর দেয়ার পর কি বলবে হা/৭৪৪। মুসলিম, অধ্যায়ঃ মসজিদ, অনুচ্ছেদঃ তাকবীর তাহরিমিয়া দেয়ার পর কি বলবে হা/৭৪৪। আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত।
২. এই বর্ণনাটি মারফু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে আবু সাঈদ খুদরী ও আয়েশা (রাঃ) থেকে। আবু দাউদঃ অধ্যায়ঃ সালাত, অনুচ্ছেদঃ ছানা পড়ার বিবরণ হা/৭৭৫, ৭৭৬। হাদীছটি মাওকুফ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে ওমার বিন খাত্তাব (রাঃ) থেকে। মুসলিম, অধ্যায়ঃ সালাত, অনুচ্ছেদঃ বিসমিল্লাহ জোরে না বলার পক্ষে মতপোষণকারীদের দলীল। হা/৩৯৯।

হিসেবে প্রমাণিত অন্য কোন দুয়া যদি পাঠ করে, তবু কোন অসুবিধা নেই। তবে উত্তম হচ্ছে কখনো এটা পাঠ করবে, কখনো ওটা পাঠ করবে। তাহলে হাদীছের অনুসরণ সকল দিক থেকে হবে। তারপর বলবে, আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। এরপর পাঠ করবে সুরাতুল ফাতিহা। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, »

« لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَفْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ » যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পড়বে না তার সালাত হবে না।^১ ফাতিহা পাঠ শেষে ‘আমীন’ বলবে। সালাত উচ্চকণ্ঠের হলে স্বজোরে আমীন বলবে, নীচু কণ্ঠের হলে নীরবে আমীন বলবে। তারপর কুরআনে যে কোন স্থান থেকে সহজ কোন অংশ তেলাওয়াত করবে।

৭) তাকবীর দিয়ে রুকু করবে। এ সময় রফউল ইয়াদাইন করবে, তথা দুহাতকে দুকাঁধ অথবা দুকান পর্যন্ত উত্তোলন করবে। রুকুর সময় মাথা ও পিঠ বরাবর রাখবে। হাতের আঙ্গুলগুলো ছড়িয়ে দিয়ে তা দ্বারা দু’হাঁটুকে আঁকড়ে ধরবে।



রুকুতে ধীরঙ্গীরতা অবলম্বন করবে। পাঠ করবে, سبحان ربي العظيم সুবহানা রাব্বিয়্যাল আযীম। উত্তম হচ্ছে তিন বা ততোধিকবার পাঠ করবে। সেই সাথে এ দুয়াটি বলাও মুস্তাহাব: সুবহানাকা আল্লাহুমা রাব্বানা ওয়া বিহামদিকা, আল্লাহুমাগ ফিরলী।

১. বুখারী, অধ্যায়ঃ আযান, অনুচ্ছেদঃ ইমাম মুক্তাদী সকলের জন্য ফাতিহা পড়া আবশ্যিক। হা/৭৫৬। মুসলিম, অধ্যায়ঃ সালাত, অনুচ্ছেদঃ প্রতি রাকাতে ফাতিহা পড়া ওয়াজিব, হা/৩৯৪। উবাদা বিন সামেত রাঃ থেকে বর্ণিত।

৮) তাকবীর দিয়ে রুকু থেকে মাথা উঠাবে। এ সময় রফউল ইয়াদাইন করবে, তথা দুহাতকে দুকাঁধ অথবা দুকান পর্যন্ত উত্তোলন করবে। মুসল্লী যদি ইমাম হয় বা একাকী হয় তবে পাঠ করবে সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ।



আর দাঁড়ানো অবস্থায় বলবে,

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ

রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ। হামদান কাছীরান তাইয়েবান মুবারাকান ফীহ।

مِلءَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمِلءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ

মিল আস সামাওয়াতি ওয়া মিল আল আরযী ওয়া মিলআ মা বায়নাহুমা, ওয়া মিলআ মা শিতা মিন শাইয়িন বা'দু।

কিন্তু মুক্তাদী হলে শুধু রাব্বানা লাকাল হামদু... থেকে শেষ পর্যন্ত বলবে। ইমাম মুক্তাদী সকলের জন্যে মুস্তাহাব হচ্ছে রুকুর পর দুহাতকে বুকুর উপর ধারণ করা। কেননা ওয়ায়েল বিন হুজুর এবং সাহল বিন সা দ (রাঃ)বর্ণিত হাদীছ দুটোর বক্তব্য থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) রুকুর পর এরূপ করেছেন।¹

1. ওয়ায়েল বিন হুজরের হাদীছ বর্ণনা করেছেন ইমাম মুসলিম, অধ্যায়ঃ সালাত, অনুচ্ছেদঃ তাকবীরে তাহরিমার পর ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখা। হা/৪০১। সাহল বিন সাদ (রাঃ)এর হাদীছ বর্ণনা করেছেন বুখারী, অধ্যায়ঃ আযান, অনুচ্ছেদঃ ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখা। হা/৭৪০।

৯) তাকবীর দিয়ে সিজদা করবে। এ সময় দুহাত রাখার পূর্বে দুহাঁটু রাখবে। যদি কষ্ট হয় তবে হাঁটু রাখার পূর্বে হাত রাখতে পারে। সিজদা অবস্থায় দুপা ও দুহাতের আঙ্গুলগুলো কিবলামুখী করে রাখবে, হাতের আঙ্গুলগুলোকে একত্রিত করে রাখবে। সিজদা হবে সাতটি অঙ্গের উপর।



নাকসহ কপাল, দুহাত, দু হাঁটু, দু পায়ের আঙ্গুল সমূহের নিম্নভাগ।

এসময় পাঠ করবে: **সুবহানা রাব্বীয়াল আ'লা**। এ তাসবীহ তিন বা ততোধিকবার বলবে। সেই সাথে এ দুয়াটি বলাও মুস্তাহাব: সুবহানাকা আল্লাহুমা রাব্বানা ওয়া বিহামদিকা, আল্লাহুমাগ ফিরলী। সিজদা অবস্থায় বেশী বেশী দুয়া করতে সচেষ্ট থাকবে। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

«فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعِظَمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاَجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقِمْنِ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ»

রুকুতে পালনকর্তার মহত্ব বর্ণনা করবে, কিন্তু সিজদায় দুয়া করতে চেষ্টা করবে। কেননা এ অবস্থার কবুল হওয়ার উপযুক্ত।¹ তাই নামায ফরয হোক বা নফল সিজদায় গিয়ে পালনকর্তা আল্লাহর নিকট দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ প্রার্থনা করবে। সিজদা অবস্থায় দুবাহকে দু পার্শ্বদেশ থেকে দূরে রাখবে, পেটকে দুরান থেকে দূরে রাখবে, উভয় রানকে উভয় পায়ের নলা থেকে আলাদা রাখবে। আর হাত দুটো যমীন থেকে উঠিয়ে রাখবে। নবী

1 . মুসলিম, অধ্যায়ঃ সালাত, অনুচ্ছেদঃ রুকু-সিজদায় কুরআন পড়া নিষেধ হা/৪৭৯।
ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত।

«اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلَا (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেন, يَبْسُطُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ» তোমরা সঠিকভাবে সিজদা কর। তোমাদের কেউ যেন কুকুরের মত হাতের নলা মাটিতে বিছিয়ে না দেয়।¹

১০) তাকবীর দিয়ে সিজদা থেকে মাথা উঠাবে। বাম পা বিছিয়ে দিয়ে তার উপর বসবে এবং ডান পা খাড়া রাখবে। আর হাতদুটো দুইরু ও দুহাঁটুর উপর রাখবে।



এসময় পাঠ করবে,

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي وَعَافِنِي وَاجْبُرْنِي

রাব্বেরগফেরলী, ওয়ার হামনী, ওয়াহদেনী, ওয়ারযুকুনী ওয়া আফেনী, ওয়াজবুরনী। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, রহম করুন, হেদায়াত করুন, রিযিক দান করুন, নিরাপত্তা দান করুন ও ঘাটতি পূরন করুন।

সিজদা থেকে উঠে স্থির হয়ে বসবে।

১১) এরপর তাকবীর দিয়ে দ্বিতীয় সিজদা করবে। প্রথম সিজদায় যা করেছে এ সিজদাতেও তা করবে।

১২) দ্বিতীয় সিজদা থেকে তাকবীর দিয়ে মাথা উঠাবে, তারপর হালকা একটু বসবে, এটাকে জালসা ইসতেরাহা বা আরামের

1 . বুখারী, অধ্যায়ঃ সালাতের সময়, অনুচ্ছেদঃ মুসল্লী তার পালনকর্তার সাথে গোপনে কথা বলে, হা/৫৩২। মুসলিম, অধ্যায়ঃ সালাত, অনুচ্ছেদঃ সিজদায় ধীরস্থিরতা অবলম্বন করা। হা/৪৯৩। আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত।

বসা বলা হয়। এরূপ করা মুস্তাহাব। যদি না করে কোন অসুবিধা নেই। এই বসায় কোন দুয়া বা যিকির নেই। এরপর দুহাঁটুর উপর ভর রেখে দ্বিতীয় রাকাতের জন্য উঠে দাঁড়াবে। কিন্তু উঠার সময় দুহাঁটুর উপর ভর রাখতে কষ্ট হলে, দুহাতের উপর ভর করে দাঁড়াবে। তারপর সূরা ফাতিহা পাঠ করবে এবং তারপর কুরআনের সহজ কোন অংশ যেমন একটি সূরা বা কিছু আয়াত পাঠ করবে। অতঃপর প্রথম রাকাতে যা করেছিল এখানেও তা করবে।

- ১৩) নামায যদি দুরাকাত হয়, যেমন ফজর, জুমআ, ঈদ ইত্যাদি তবে দ্বিতীয় রাকাতের দ্বিতীয় সিজদা থেকে মাথা উঠিয়ে বসে যাবে। ডান পা খাড়া রেখে বাম পায়ের উপর বসবে।



ডান হাতকে ডান উরুর উপর রাখবে এবং সবগুলো আঙ্গুল মুষ্টিবদ্ধ করবে, কিন্তু শুধু তর্জনী আঙ্গুল খাড়া রেখে তা দ্বারা তাওহীদের ইশারা করবে। কিন্তু যদি কনিষ্ঠা ও অনামিকা দ্বারা মুষ্টিবদ্ধ করে বৃদ্ধাঙ্গুল দিয়ে মধ্যমার সাথে বৃত্তের মত বানিয়ে এবং তর্জনী খাড়া রেখে তা দ্বারা ইশারা করে, তবে সেটাও উত্তম। উভয় পদ্ধতি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) থেকে সহীহ সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে। তবে উত্তম হচ্ছে কখনো একটি পদ্ধতি গ্রহণ করা কখনো অন্যটি। আর বাম হাতকে বাম উরু ও হাঁটুর উপর রাখবে। এই বৈঠকে তাশাহুদ পড়বে।

« التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ۝

আন্তাহিয়াতু লিল্লাহি ওয়াস্ সালাওয়াতু ওয়াত্ তাইয়্যেবাতু
আস্ সালামু আলাইকা আইয়্যুহান্ নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া
বারাকাতুহু, আস্ সালামু আলাইনা ওয়া আলা ঈবাদিল্লাস্
সালেহীন। আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না
মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহ।

অর্থঃ সব রকম মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক এবাদত একমাত্র
আল্লাহ তা'আলার জন্য। হে নবী! আপনার প্রতি আল্লাহর শান্তি,
রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হোক। আমাদের উপর এবং আল্লাহর সৎ
কর্মশীল বান্দাদের উপরও শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি
যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন হক উপাস্য নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি
যে মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর বান্দা ও
রাসূল।^১

তারপর নিম্নের দরুদ শরীফ পাঠ করবে:

«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى
إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ،
وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ
حَمِيدٌ مَّجِيدٌ»

আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়ালা আলি মুহাম্মাদ, কামা
সাল্লায়তা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা আলি ইবরাহীমা, ইন্নাকা

1 . বুখারী, অধ্যায়ঃ সালাত, অনুচ্ছেদঃ শেষ তাশাহুদের দুয়া হা/৮৩১। মুসলিম, অধ্যায়ঃ
সালাত, অনুচ্ছেদঃ সালাতের তাশাহুদ হা/৪০২। আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) থেকে
বর্ণিত।

হামীদুম্ মাজীদ।

আল্লাহুমা বারিক আলা মুহাম্মাদ্ ওয়ালা আলি মুহাম্মাদ, কামা বারাকতা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা আলি ইবরাহীমা, ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ।

অর্থঃ ‘হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ (সাঃ) ও তাঁর পরিবারের উপর ঐরূপ রহমত নাযিল কর যে রূপ নাযিল করেছিলে ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর পরিবারের উপর, নিশ্চয় তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানিত। হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ (সাঃ) ও তাঁর পরিবারের উপর বরকত নাযিল কর যেমনটি বরকত নাযিল করেছিলে ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর পরিবারের উপর, নিশ্চয় তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানিত।¹

অতঃপর চারটি অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাইবে এই দুয়াটি পাঠ করার মাধ্যমেঃ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ وَمِنْ فِتْنَةِ
الْمَخِيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ

উচ্চারণঃ আল্লাহুমা ইন্নী আউযুবিকা মিন আযাবিল কাবরি ওয়ামিন আযাবিন্ নার, ওয়ামিন ফিতনাতিল মাহয়া ওয়াল্ মামাতি, ওয়ামিন ফিতনাতিল্ মাসীহিদজ্জাল। অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি কবরের শাস্তি হতে, জাহান্নামের শাস্তি হতে, জীবনের ও মরণ কালীন ফিতনা (কঠিন পরীক্ষা) হতে এবং দাজ্জালের ফিতনা (অনিষ্ট) হতে। (বুখারী)

এরপর দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ কামনা করে যে কোন

1 . বুখারী, অধ্যায়ঃ সালাতের সময়, অনুচ্ছেদঃ নং ১০ হা/৩৩৭৯। মুসলিম, অধ্যায়ঃ সালাত, অনুচ্ছেদঃ নবী (সাঃ) এর প্রতি দরুদ। হা/৪০২। কাব বিন উজরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত।

দুয়া পাঠ করবে। যদি পিতা-মাতার জন্য বা অন্যান্য মুসলিমদের জন্য দুয়া করে, তবে কোন অসুবিধা নেই। নামায ফরয হোক বা সুন্নাহ বা নফল সর্বাবস্থায় দুয়া করতে পারে। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)এর হাদীছ এ ব্যাপারে ব্যাপক অর্থবোধক। ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাশাহুদ শিক্ষা দেয়ার পর বলেছেন, এরপর তোমার নিকট পছন্দ হয় এরকম যে কোন দুয়া নির্বাচন করবে, এবং তা দ্বারা দুয়া করবে।¹

অন্য বর্ণনায় আছে, এরপর যা ইচ্ছা তা চাইবে।² এটা দুনিয়া ও আখেরাতের সকল কল্যাণকে শামিল করে।

তারপর ডানে ও বামে সালাম দিবে। বলবে, আস সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আস সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।



১৪) সালাত যদি তিন রাকাত বিশিষ্ট হয়, যেমন মাগরিব। অথবা চার রাকাত বিশিষ্ট হয়, যেমন যোহর, আসর ও ইশা, তবে উক্ত তাশাহুদ এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর দরুদ পাঠ করে তৃতীয় রাকাতের জন্য দু হাঁটুর উপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াবে।

এ সময় হাত দুটোকে কাঁধ বরাবর উত্তোলন (রফউল ইয়াদাইন) করবে। বলবে আল্লাহু আকবার। পূর্বের নিয়মে দুহাত

১ . আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ সালাত, অনুচ্ছেদ তাশাহুদ, হা/৯৬৮।

২ . মুসলিম, অধ্যায়ঃ সালাত, অনুচ্ছেদঃ সালাতের তাশাহুদ হা/৪০২। আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত।

বুকের উপর ধারণ করে শুধু সূরা ফাতিহা পাঠ করবে। তবে এই তৃতীয় রাকাতে ও চতুর্থ রাকাতে যদি কখনো কখনো ফাতিহা পাঠ করার পর অন্য কোন সূরা বা আয়াত পাঠ করে, তবে তাতে কোন অসুবিধা নেই। কেননা আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণিত নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)এর হাদীছ থেকে একথার দলীল পাওয়া যায়।¹

প্রথম তাশাহুদে যদি দরুদ না পড়ে, তাতেও কোন অসুবিধা নেই। কেননা প্রথম তাশাহুদে দরুদ পড়া মুস্তাহাব; ওয়াজিব নয়।

এরপর মাগরিবের তৃতীয় রাকাত এবং যোহর, আসর ও ইশার চতুর্থ রাকাত শেষে তাশাহুদের জন্য তাওয়াররুক করে বসবে। [অর্থাৎ- বাম পাকে ডান পায়ের নীচে দিয়ে নিয়ে বের করে দিবে, ডান পা খাড়া রাখবে এবং সম্পূর্ণ নিতম্ব মাটিতে রেখে বসবে। পূর্ব পৃষ্ঠার ছবি দ্রষ্টব্য] এবার পূর্ব বর্ণিত তাশাহুদ ও দুয়া সম্পূর্ণ পাঠ করবে এবং সবশেষে ডানে ও বামে সালাম ফেরাবে।



1 . দেখুন সহীহ মুসলিম, অধ্যায়ঃ সালাত, অনুচ্ছেদঃ যোহর ও আসর সালাতে কিরাত।
হা/৪৫১।

ফরয সালাতের পর দুয়া ও যিকিরঃ

প্রথমতঃ তিনবার পাঠ করবে আস্তাগফিরুল্লাহ। তারপর এই দুয়াগুলো পাঠ করবেঃ

«اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ»

উচ্চারণঃ আল্লাহুমা আস্তাস সালাম ওয়া মিনকাস সালাম তাবারাকতা ইয়া যাল জালালে ওয়াল ইকরাম।¹

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُغْطَى لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ»

উচ্চারণঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু, ওয়াহুওয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর।

আল্লাহুমা লা-মা-নেআ লেমা আত্বায়তা ওয়ালা মু'তিয়া লেমা মানা'তা ওয়ালা ইয়ানফাউ যাল জাদ্দি মিনকাল জাদু।

অর্থঃ ‘আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই। তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই। তারই জন্য রাজত্ব, তারই জন্য সমস্ত প্রশংসা। তিনি সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।

‘হে আল্লাহ! আপনি যা দান করেন তা রোধকারী কেউ নেই। এবং আপনি যা রোধ করেন তা দানকারী কেউ নেই। আর কোন মর্যাদাবানের মর্যাদা আপনার নিকট থেকে কোন উপকার আদায়

1 . মুসলিম, অধ্যায়ঃ মসজিদ ও সালাতের স্থান, অনুচ্ছেদঃ সালাতের পর যিকির করা মুস্তাহাব। হা/৫৯১, ৫৯২। ছাওবান ও আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত।

করে দিতে পারে না।^১

«لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ
النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ»

উচ্চারণঃ লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ওয়ালা না'বুদু ইল্লা ইয়্যাহ্ লাহ্লন্বিয়মাতু ওয়ালাহ্ল ফাযলু ওয়ালাহ্ল ছানাউল্ হাসানু, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ মুখলেসীনা লাহ্দ্দীন, ওয়ালাও কারেহাল কাফেরুন।

অর্থঃ আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত গুনাহ হতে বিরত থাকা ও অনুগত্য করার ক্ষমতা লাভ করা যায় না। আল্লাহ ব্যতীত কোন হক উপাস্য নেই। আর আমরা তাঁকে ছাড়া অন্যের ইবাদত করি না। একমাত্র তাঁর অধিকারে সমস্ত নেয়ামত, তাঁরই জন্য সমস্ত সম্মান মর্যাদা, আর তাঁরই জন্য উত্তম স্তুতি। আল্লাহ ব্যতীত কোন হক উপাস্য নেই। তার নিমিত্তে আমরা দ্বীন পালন করি একনিষ্ঠভাবে। যদিও কাফেররা তা মন্দ ভাবে।^২

তারপর ‘সুবহানাল্লাহ’ বলবে ৩৩ বার, ‘আলহামদুলিল্লাহ’ বলবে ৩৩ বার এবং ‘আল্লাহ্ আকবার’ বলবে ৩৩ বার এবং একশত পূর্ণ করার জন্য বলবে:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

১. বুখারী, অধ্যায়ঃ সালাতের পদ্ধতি, অনুচ্ছেদঃ ইমামের সালামের জবাবে নামাযের সালাম, হা/৮০৮। মুসলিম, অধ্যায়ঃ মসজিদ ও সালাতের স্থান, অনুচ্ছেদঃ সালাতের পর যিকির করা মুস্তাহাব। হা/৫৯৩, মুগীরা বিন শোবা (রাঃ) থেকে বর্ণিত।
২. মুসলিম, অধ্যায়ঃ মসজিদ ও সালাতের স্থান, অনুচ্ছেদঃ সালাতের পর যিকির করা মুস্তাহাব। হা/৫৯৪। আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রাঃ) থেকে বর্ণিত।

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু, ওয়াহুওয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর।¹

এরপর **আয়াতুল কুরসী** (সূরা বাক্বারা ২৫৫ নং আয়াত) পাঠ করবে।

প্রত্যেক নামাযের পর একবার করে পাঠ করবে: **সূরা ইখলাছ, সূরা ফালাক ও সূরা নাস**। তবে ফজর ও মাগরিব নামাযের পর সূরাগুলো তিনবার করে পাঠ করবে।²

ফজর ও মাগরিব সালাতের পর উল্লেখিত দুয়া-যিকিরগুলো পাঠ করে এই দুয়াটি **দশবার** পাঠ করবে: লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু, ওয়াহুওয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর।

যিনি ইমাম তার জন্যে সুন্নাত হচ্ছে সালাম ফেরানোর পর তিনবার আস্তাগফিরুল্লাহ এবং আল্লাহুমা আস্তাস সালাম... বলে মুসল্লীদের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসবে। তারপর উপরে উল্লেখিত যিকির সমূহ পাঠ করবে। যেমনটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) থেকে অনেকগুলো হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ, সহীহ মুসলিম।³

সালাতের পর এই দুয়া ও যিকিরগুলো পাঠ করা সুন্নাত; ফরয নয়।



-
- 1 . মুসলিম, অধ্যায়ঃ মসজিদ ও সালাতের স্থান, অনুচ্ছেদঃ সালাতের পর যিকির করা মুস্তাহাব। হা/৫৯৫। আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত।
 - 2 . হাদীছটি আবদুল্লাহ বিন হাবীব থেকে বর্ণিত। হাদীছটির রেফারেন্স সকাল-সন্ধ্যার যিকির সম্পর্কে আলোচনা করার সময় উল্লেখ করা হবে।
 - 3 . এই আলোচনাটি নেয়া হয়েছে তোহফাতুল ইখওয়ান কিতাব থেকে। পৃষ্ঠা নং ১৩। আরো আছে মাজমু ফাতাওয়া ও বিভিন্ন প্রবন্ধ ১১/১৮৮, ২৬/২৪

সুন্নাত-নফল নামাযের বিবরণঃ

প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য মুস্তাহাব হচ্ছে নিম্ন বর্ণিত নামাযগুলোর প্রতি গুরুত্ব দেয়া। যোহরের পূর্বে চার রাকাত, পরে দু রাকাত, মাগরিবের পর দু রাকাত, ইশার পর দু রাকাত এবং ফজরের পূর্বে দু রাকাত। মোট ১২ (বার) রাকাত। এগুলোকে বলা হয় সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) মুকীম অবস্থায় এগুলো সর্বদা আদায় করতেন। কিন্তু সফরে গেলে ফজরের দু রাকাত সুন্নাত ও বিতর ব্যতীত অন্যান্য সুন্নাত বাদ দিতেন। এই দু নামায (ফজরের দু রাকাত সুন্নাত ও বিতর) তিনি মুকীম ও সফর সর্বাবস্থায় যত্নের সাথে আদায় করতেন।

যাবতীয় সুন্নাত ও বিতর নামায বাড়ীতে আদায় করা উত্তম। অবশ্য মসজিদে আদায় করলেও কোন অসুবিধা নেই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ صَلَاةُ» «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ صَلَاةُ» ফরয নামায ব্যতীত মানুষের সেই নামায বেশী উত্তম যা গৃহে আদায় করা হয়।¹

এই নামাযগুলো নিয়োমিত আদায় করা জাহ্নাত লাভের অন্যতম উপায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, «مَنْ صَلَّى اثْنَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ تَطَوُّعًا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ» যে ব্যক্তি রাত-দিনে বার রাকাত নফল নামায আদায় করবে,

1 . বুখারী, অধ্যায়ঃ আযান, অনুচ্ছেদঃ রাতের সালাত হা/৭৩১। মুসলিম, অধ্যায়ঃ মুসাফিরের সালাত ও তা কসরের বিবরণ, অনুচ্ছেদঃ নফল নামায ঘরে আদায় করা মুস্তাহাব। হা/৭২১, যায়দ বিন ছাবেত (রাঃ) থেকে বর্ণিত।

আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন।¹

এ ছাড়া যদি আসরের পূর্বে চার রাকাত, মাগরিবের পূর্বে দু রাকাত ও ইশার পূর্বে দু রাকাত আদায় করে, তবে তা উত্তম। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদীছগুলোতে একথা প্রমাণিত। যদি যোহরের পর চার রাকাত এবং পূর্বে চার রাকাত পড়ে তবে তা বেশী উত্তম। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, «مَنْ حَافِظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ، قَبْلَ الظُّهْرِ، وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرُمَ عَلَى النَّارِ» যে ব্যক্তি যোহরের পূর্বে চার রাকাত এবং পরে চার রাকাত নিয়োমিত আদায় করতে যত্নবান হবে, তাকে জাহান্নামের জন্য হারাম করা হবে।²

অর্থাৎ যোহরের পর নিয়োমিত দু রাকাতের উপর আরো অতিরিক্ত দু রাকাত আদায় করতেন। কেননা নিয়মিত সুন্নাতে হচ্ছে যোহরের পূর্বে চার রাকাত পরে দু রাকাত। এখন পরে যদি আরো দু রাকাত বেশী পড়ে, তবে উম্মে হাবীবা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে যে ফযীলত বর্ণিত হয়েছে তা হাসিল করবে। আল্লাহই সকল তাওফীক দাতা।

ওয়া সাল্লাল্লাহু আলা নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি।



- 1 . মুসলিম, অধ্যায়ঃ মুসাফিরের সালাত ও তা কসরের বিবরণ, অনুচ্ছেদঃ নিয়োমিত সুন্নাতে নামাযের ফযীলত। হা/৭২৮, উম্মে হাবীবা বিনতে আবু সুফিয়ান (রাঃ) থেকে বর্ণিত।
- 2 . আহমাদ ৬/২৩৬। আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ সালাত অনুচ্ছেদঃ যোহরের পূর্বে ও পরে চার রাকাত। হা/১২৬৯। তিরমিযী, অধ্যায়ঃ সালাত, অনুচ্ছেদঃ নং ২০৫, হা/৪২৭। নাসাঈ, অধ্যায়ঃ সালাত, অনুচ্ছেদঃ কিয়ামুল্লায়ল ও দিনের নফল নামায, হা/১৮১৫। ইবনে মাজাহ, অধ্যায়ঃ সালাত কায়ম করা ও তার সুন্নাতে, অনুচ্ছেদঃ যোহরের পূর্বে চার রাকাত ও পরে চার রাকাতের আলোচনা, হা/১১৬০। উম্ম হাবীবা (রাঃ) থেকে বর্ণিত।

صفة صلاة الجنازة

জানাযা সালাতের পদ্ধতি^১

প্রশ্নঃ জনৈক ব্যক্তি এক সাথে পাঁচ জন মৃত ব্যক্তির উপর একটি মাত্র জানাযা নামায আদায় করেছে। এ ব্যক্তি কি প্রতিটি মৃত ব্যক্তির বিনিময়ে একটি করে ক্বীরাতের ছোয়াব পাবে? না প্রতিটি জানাযা সালাতের বিনিময়ে উক্ত ক্বীরাত পাওয়া যাবে?

উত্তরঃ প্রতিটি মৃত ব্যক্তির বিনিময়ে একটি করে ক্বীরাত ছোয়াব লাভের আশা করছি। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ وَلَمْ يَتَّبِعْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ فَإِنْ تَبِعَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ»

যে ব্যক্তি জানাযার সালাত আদায় করবে কিন্তু মৃতের সাথে কবরস্থানে যাবে না, সে এক ক্বীরাত ছোয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি জানাযার সাথে কবরস্থান পর্যন্ত যাবে এবং দাফন পর্যন্ত অপেক্ষা করবে, সে দু ক্বীরাত ছোয়াব পাবে।^২

এ অর্থ বোধক অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। সবগুলো থেকে প্রমাণ হয় যে, মৃত ব্যক্তির সংখ্যা অনুসারে ক্বীরাত লাভ করা যাবে। যে ব্যক্তি একজন মৃতের উপর জানাযা নামায পড়বে, সে এক ক্বীরাত

১ . সম্মানিত শাইখের একটি ফতোয়া, আদ দাওয়া ম্যাগাজিনে প্রকাশিত। সংখ্যা ১৬৬০, ৪ জুমাদাল উখরা ১৪১৯ হিজরী। দ্রঃ মাজমু ফাতাওয়া ও বিভিন্ন প্রবন্ধ, ১৩/১৩৬-১৩৭।

২ . মুসলিম, অধ্যায়ঃ জানাযা, অনুচ্ছেদঃ জানাযা নামাযের ফযীলত। হা/৯৪৬, আবু হুরাইরা (রাঃ)থেকে বর্ণিত।

ছোয়াব পাবে। আর যে শুধু লাশের অনুসরণ করে গোরস্থানে যায় এবং দাফন পর্যন্ত সেখানে থাকে, সে একটি কীরাত পাবে। আর যে ব্যক্তি জানাযা নামায পড়বে এবং কবরস্থানে গিয়ে দাফন হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে সে দুকীরাত ছোয়াব পাবে। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ। নিশ্চয় তিনি মহান দাতা ও বান্দাদের উপর করুণাকারী। সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা একমাত্র তাঁরই। তিনি ব্যতীত সত্য উপাস্য ও পালনকর্তা কেউ নেই। আল্লাহই সকল তাওফীক দাতা।

প্রশ্নঃ জানাযা সালাতের পদ্ধতি বিস্তারিতভাবে কিরূপ? এর জন্য কি পবিত্রতা আবশ্যিক?¹

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তির উপর জানাযা সালাতের ক্ষেত্রে অবশ্যই পবিত্রতা দরকার। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একে সালাত হিসেবে নামকরণ করেছেন। এটা এমন সালাত যা শুরু করার নিয়ম আছে, তাতে আছে তাকবীর ও সালাম। অতএব পবিত্রতা সহকারে এ সালাত আদায় করা আবশ্যিক। ওয়াজিব হচ্ছে ফাতিহা পাঠ করা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর দরুদ ও মৃতের জন্য দুয়া পাঠ করা। অতএব এটা নামায। পবিত্রতা ব্যতীত কেউ এ সালাত আদায় করলে বিশুদ্ধ হবে না।

জানাযার বিস্তারিত নিয়মঃ

১) প্রথমে তাকবীরে তাহরীমা বলবে, তারপর সূরা ফাতিহা ও তার সাথে ছোট একটি সূরা বা সহজ কোন আয়াত পাঠ করবে।



১ . দেখুনঃ ইসলামী ফাতাওয়া ২/২৬, সংকলনঃ মুহাম্মাদ আল মুসনেদ। আরো দেখুন, মাজমু ফাতাওয়া ও বিভিন্ন প্রবন্ধ ১৩/ ১৪১ ও ৩/২৯৬।

২) দ্বিতীয়বার তাকবীর দিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর দরুদ পড়বে। দরুদে ইবরাহীমঃ

«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ،
كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ،
إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ،
وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ،
وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ»



আল্লাহুমা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়ালা আলি মুহাম্মাদ, কামা সাল্লায়তা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা আলি ইবরাহীমা, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।



আল্লাহুমা বারিক আলা মুহাম্মাদ ওয়ালা আলি মুহাম্মাদ, কামা বারাক্তা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা আলি ইবরাহীমা, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

অর্থঃ ‘হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ (সাঃ) ও তাঁর পরিবারের উপর ঐরূপ রহমত নাযিল কর যে রূপ নাযিল করেছিলে ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর পরিবারের উপর, নিশ্চয় তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানিত। হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ (সাঃ) ও তাঁর পরিবারের উপর বরকত নাযিল কর যেমনটি বরকত নাযিল করেছিলে ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর পরিবারের উপর, নিশ্চয় তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানিত।’^১



১ . বুখারী, অধ্যায়ঃ সালাতের সময়, অনুচ্ছেদঃ নং ১০ হা/৩৩৭৯। মুসলিম, অধ্যায়ঃ

৩) তৃতীয় তাকবীর দিয়ে মৃতের জন্য দুয়া পাঠ করবে:

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَمِيَّتِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا وَشَاهِدِنَا
وَعَائِبِنَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِيمَانِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا
فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ»

‘হে আল্লাহ! তুমি আমাদের জীবিত ও মৃত, ছোট ও বড়, নর ও নারী, উপস্থিত ও অনুপস্থিতকে ক্ষমা কর। হে আল্লাহ! আমাদের মাঝে যাদের তুমি জীবিত রেখেছো তাদেরকে ঈমানের উপর জীবিত রাখ। এবং যাদের মৃত্যু দান কর তাদেরকে ইসলামের সাথে মৃত্যু দান কর। হে আল্লাহ! আমাদেরকে তার ছোয়াব হতে বঞ্চিত কর না এবং তার মৃত্যুর পর আমাদেরকে পথভ্রষ্ট কর না।’^১

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ
وَاعْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا، كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ
الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ،
وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، أَوْ مِنْ
عَذَابِ النَّارِ»

«وَأَفْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ. وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ».

‘হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা কর, তার প্রতি দয়া কর, তাকে পূর্ণ

সালাত, অনুচ্ছেদঃ নবী (সাঃ)এর প্রতি দরুদ। হা/৪০২। কাব বিন উজরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত।

১. মুসনাদে আহমাদ, ২/৩৬৮। আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ জানাযা, অনুচ্ছেদঃ মৃতের জন্য দুয়া। হা/৩২০১। ইবনে মাজাহ, অধ্যায়ঃ জানাযা, অনুচ্ছেদঃ জানাযায় পাঠ করার দুয়া। হা/১৪৯৮।

নিরাপত্তায় রাখ। তাকে মাফ করে দাও। তার আতিথেয়তা সম্মানজনক কর। তার বাসস্থানকে প্রশস্ত করে দাও। তুমি তাকে ধৌত কর পানি, বরফ ও শিশির দিয়ে। তাকে গুনাহ থেকে এমনভাবে পরিস্কার কর যেমন সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে পরিস্কার করা হয়। দুনিয়ার ঘরের পরিবর্তে তাকে উত্তম ঘর দান কর। দুনিয়ার পরিবার অপেক্ষা উত্তম পরিবার দান কর। আরো দান কর দুনিয়ার স্ত্রী অপেক্ষা উত্তম স্ত্রী। তাকে বেহেস্তে দাখিল কর। আর কবরের আযাব ও জাহান্নামের আযাব থেকে তাকে পরিত্রাণ দিন।¹

তার কবরকে প্রশস্ত করে দাও এবং আলোকিত করে দাও।²

৪) চতুর্থ তাকবীর দিবে, তারপর সামান্য একটু দেরী করেই ডান দিকে একবার সালাম ফেরাবে।

প্রতিটি তাকবীর বলার সময় দুহাত উত্তোলন করা মুস্তাহাব। মৃত ব্যক্তি মহিলা হলে বলবে, আল্লাহুম্মাগ ফির লাহা...। জানাযা যদি দুজন মৃতের উপর হয় তখন বলবে, আল্লাহুম্মাগ ফির লাহুমা...। আর দুয়ের অধিক হলে বলবে আল্লাহুম্মাগ ফির লাহুম...। জানাযা শিশুর হলে তার জন্য মাগফিরাতের দুয়া না করে এই দুয়াটি পাঠ করবে:

«اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ فَرَطًا وَذُخْرًا لِوَالِدَيْهِ، وَشَفِيعًا مُجَابًّا، اللَّهُمَّ ثَقِّلْ بِهِ مَوَازِينَهُمَا، وَأَعْظِمْ بِهِ أَجُورَهُمَا، وَالْحَقُّ بِصَالِحِ الْمُؤْمِنِينَ، وَاجْعَلْهُ

1 . মুসলিম, অধ্যায়ঃ জানাযা, অনুচ্ছেদঃ মৃতের জন্য জানাযায় দুয়া। হা/৯৬৩। আওফ বিন মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত।

2 . মুসলিম, অধ্যায়ঃ জানাযা, অনুচ্ছেদঃ মৃতের চোখ বন্ধ করে দেয়া তার জন্য দুয়া। হা/৯২০। আবু সালামার মুতু্যতে উম্মে সালাম (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ। ঐ দুয়াতে আরো এই কথাগুলো ছিল, «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ وَاخْلُقْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَائِبِينَ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبُّ الْعَالَمِينَ» হে আল্লাহ আবু সালামাকে ক্ষমা কর, হেদায়াত প্রাপ্তদের মধ্যে তার মর্যাদাকে উচ্চ করে দাও, অবশিষ্টদের মধ্যে তার প্রতিনিধি বানিয়ে দাও। আর আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও, হে সমস্ত জগতের পালনকর্তা।

فِي كَفَالَةِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَقِهِ بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ الْجَحِيمِ»

হে আল্লাহ এ শিশুকে তার পিতা-মাতার জন্য অগ্রগামী করে দাও, করে দাও সঞ্চিত সম্পদ। আরো বানিয়ে দাও মাকবুল সুপারিশকারী। হে আল্লাহ তার দ্বারা পিতা-মাতার হিসাবের পাল্লাকে ভারী করে দাও, তাদের প্রতিদানকে বিশাল করে দাও এবং তাকে নেক মুমিনদের মধ্যে শামিল করে দাও। তাকে ইবরাহীম (আঃ) এর তত্ত্বাবধানে রাখ এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে তাকে রক্ষা কর।¹

সুন্নাত হচ্ছে ইমাম জানাযার সালাতে পুরুষের মাথা বরাবর আর মহিলার শরীরের মধ্যবর্তী স্থান বরাবর দাঁড়াবে। কেননা এভাবেই তা প্রমাণিত হয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে। বর্ণনা করেছেন আনাস ও সামুরা বিন জুনদুব (রাঃ)।

কিন্তু কোন কোন বিদ্বান মত প্রকাশ করেছেন যে, পুরুষের বুক বরাবর দাঁড়ানো সুন্নাত। এটা দুর্বল মত। আমাদের জানা মতে এর পক্ষে কোন দলীল নেই।

মৃতের জানাযা পড়ার সময় তার মুখ কিবলামুখী করে রাখতে হবে। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাবা সম্পর্কে বলেছেন, কাবা তোমাদের কিবলা জীবিত অবস্থায় এবং মৃত অবস্থায়।²

জানাযা যদি একাধিক হয়, তবে পুরুষের লাশ ইমামের নিকটবর্তী দিকে রাখবে এবং তার পিছন দিকে তথা কিবলার দিকে রাখবে নারীর লাশ। যদি শিশুদেরও লাশ থাকে, তবে ছেলে শিশুকে

1 . এই দুয়াটির বিভিন্ন অংশ ইবনে আব্বাস ও আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তাঁদের থেকে বর্ণনা করেছেন, আবদুর রাজ্জাক তাঁর মুসান্নাফ গ্রন্থে। অধ্যায়ঃ জানাযা, অনুচ্ছেদঃ জানাযায় কেবরাত পাঠ ও মৃতের জন্য দুয়া। ৩/৪৯২ হা/৪৬৩৯।

2 . আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ ওসীযত, অনুচ্ছেদঃ ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাত করলে কঠোর শাস্তি। হা/২৮৭৫। উবাইদ বিন উমাইর তাঁর পিতা থেকে হাদীছটি বর্ণনা করেন।

নারীর আগে রাখবে। তারপর রাখবে মহিলার লাশ, তারপর রাখবে মেয়ে শিশুর লাশ। ছেলে শিশুর মাথা থাকবে পুরুষের মাথা বরাবর। আর মহিলার শরীরের মধ্যবর্তী স্থান থাকবে পুরুষের মাথা বরাবর। অনুরূপভাবে মেয়ে শিশুর মাথা থাকবে মহিলার মাথা বরাবর। সমস্ত মুসল্লী ইমামের পিছনে দাঁড়াবে। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি পিছনে দাঁড়ানোর জায়গা না পায়, তবে সে ইমামের ডান দিকে এসে দাঁড়াবে।



রামাযানের আমল

তারাবীহর নামায^১

যে সকল বিষয়ের হুকুম অনেক সময় কিছু মানুষের অজানা থাকে, তন্মধ্যে একটি ধারণা হচ্ছে, তারাবীহর নামায বিশ রাকাতের কম পড়া যাবে না। আবার কারো ধারণা মতে এগার বা তের রাকাতের বেশী পড়া যাবে না। এ সকল ধারণা অমূলক এবং দলীল বিরোধী ভুল কথা।

বিভিন্ন সহীহ হাদীছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, রাতের বেলায় নফল নামাযের বিষয়টি উন্মুক্ত। এটাকে কোন সীমা দিয়ে বেঁধে দেয়া হয়নি যে, তার বিপরীত করা জায়েয হবে না। প্রমাণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতে কখনো এগার রাকাত, কখনো তের রাকাত নামায পড়েছেন। কখনো এর চেয়ে কমও পড়েছেন রামাযান মাসে এবং অন্যান্য মাসে। রাতের নামায সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন,

«صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُؤْتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى»

রাতের নামায দু দু রাকাত করে, তোমাদের মধ্যে কেউ যখন সকাল (ফজর) হয়ে যাওয়ার আশংকা করবে, সে যেন এক রাকাত

১. দেখুনঃ মাজমু ফাতাওয়া ও বিভিন্ন প্রবন্ধ, ১৫/১৮, ২০।

নামায পড়ে। এটা তার পূর্ববর্তী নামাযকে বিতর বা বেজোড় করে দিবে।¹

রামাযান বা অন্য কোন সময়ের জন্য রাকাত সংখ্যাকে নির্ধারণ করে দেননি। সাহাবায়ে কেরাম ওমার (রাঃ) এর খেলাফত কালে কখনো তেইশ রাকাত পড়েছেন, কখনো এগার রাকাত পড়েছেন। উভয় বর্ণনা ওমার (রাঃ) থেকে এবং তাঁর যুগের সাহাবীদের থেকে প্রমাণিত হয়েছে।

সালাফে সালাহীনের কোন কোন বিদ্বান রামাযান মাসে ছত্রিশ রাকাত পড়েছেন এবং তিন রাকাত বিতর পড়েছেন। আবার কেউ পড়েছেন এগার রাকাত। একথাগুলো উল্লেখ করেছেন শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া ও অন্যান্য বিদ্বানগণ। ইবনে তাইমিয়া উল্লেখ করেছেন যে, বিষয়টি সুপ্রশস্ত। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, কেউ যদি কেরাত, রুকু, সিজদা দীর্ঘ করে তবে রাকাতের সংখ্যা কম করবে। আর কেরাত, রুকু, সিজদা হালকা করে, তবে রাকাতের সংখ্যা বৃদ্ধি করবে।

কিন্তু যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুনাত সমূহ নিয়ে গবেষণা করবে, সে জানতে পারবে যে, এগার বা তের রাকাত পড়াটাই উত্তম। রামাযানে হোক বা অন্য সময় হোক। কেননা এটাই হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অধিকাংশ হালতের সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাছাড়া এতে মুসল্লীদের প্রতি অধিক দয়া করা সম্ভব হয় এবং অধিক বিনয় ও প্রশান্তি পাওয়া যায়। কেউ যদি এই সংখ্যার বেশী পড়ে তবে কোন

1 . বুখারী, অধ্যায়ঃ বিতর সালাত, অনুচ্ছেদঃ বিতরের বিবরণ। হা/৯৯০। মুসলিম, অধ্যায়ঃ মুসাফিরের সালাত ও তা কসরের বিবরণ, অনুচ্ছেদঃ রাতের নামায দু দু রাকাত করে। হা/৭৪৯, আবদুল্লাহ বিন ওমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত।

অসুবিধা নেই, নাজায়েয নয়।

যে ব্যক্তি ইমামের সাথে তারাবীহ পড়বে তার জন্য উত্তম হচ্ছে, ইমামের পূর্বে নামায ছেড়ে চলে যাওয়া। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

« إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ »

কোন ব্যক্তি যখন ইমামের সাথে সালাত আদায় করে, তবে ইমাম সালাত শেষ করা পর্যন্ত সে যদি ফিরে না যায়, তবে পূর্ণ রাত্রি নফল পড়ার ছোয়াব লিখা হবে তার জন্য।¹



1 . আহমাদ ৫/১৫৯। আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ সালাত, অনুচ্ছেদঃ রামাযানে কিয়াম। হা/১৩৭৫। তিরমিযী, অধ্যায়ঃ রাসূলুল্লাহ সা. থেকে, অনুচ্ছেদঃ রামাযানে কিয়াম। হা/৮০৬। নাসাঈ, অধ্যায়ঃ রাতের কিয়াম ও দিনের নফল, অনুচ্ছেদঃ রামাযানে কিয়াম। হা/১৬০৫। ইবনে মাজাহ, অধ্যায়ঃ সালাত ও সুন্নাত কায়েম করা, রামাযানে কিয়াম। হা/১৩২৭।

ختم القرآن في رمضان রামাযানে কুরআন খতম

প্রশ্নঃ জিবরীল (আঃ)রামাযান মাসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কুরআন পড়াতেন তা থেকে কি এ শিক্ষা নেয়া যায় যে,রামাযানে কুরআন খতম দেয়া উত্তম?^১

উত্তরঃ ঐ হাদীছ থেকে শিক্ষা নেয়া যায় যে,কুরআন অধ্যয়ন ফযীলতপূর্ণ কাজ। আরো শিক্ষা পাওয়া যায় কুরআন এমন লোকের সাথে পড়া মুস্তাহাব যে তাকে উপকার দিতে পারবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপকার নেয়ার জন্যই জিবরীল (আঃ)এর কাছে কুরআন পড়েছেন। কারণ জিবরীল (আঃ)সরাসরি কুরআন আল্লাহ তায়ালায় নিকট থেকে নিয়ে আসতেন। তিনি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের মাঝে বার্তাবাহক বা দূত। অতএব তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এমন কিছু শিক্ষা দিবেন যা হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে। কুরআনের অক্ষর, অর্থ ও তাৎপর্য আল্লাহ যা ইচ্ছা করছেন তাই তো শিক্ষা দিবেন। এখন কেউ যদি কুরআন অধ্যয়ন করে এমন লোকের কাছে যে তাকে কুরআনের ভাবার্থ বুঝতে ও শব্দ সমূহের উচ্চারণ বিশুদ্ধ করতে সহযোগিতা করবে, তবে এটা ভাল কাজ। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআন অধ্যয়ন করেছেন জিবরাঈল (আঃ)এর নিকট।

১ . এই প্রশ্ন ও তার উত্তরটি আছে [সালাতুল লাইল ও তারাবীহ নামাযের বিধান] নামক কিতাবের ১২ নং পৃষ্ঠায়। দেখুন মাজমু ফাতাওয়া ১১/৩৩১-৩৩৩। ‘

অবশ্য এ কথা আবশ্যিক হয় না যে, জিবরাঈল (আঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে উত্তম হয়ে গেছেন। তিনি শুধু আল্লাহর একজন দূত হিসেবে কাজ করেছেন এবং কুরআনের বিষয়গুলো, কুরআনের শব্দ ও ভাবার্থগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ে এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। আর এ দিক থেকেই তিনি জিবরীল (আঃ) থেকে উপকৃত হয়েছেন। এ কারণে নয় যে, জিবরীল উত্তম ছিলেন তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। একথা অনস্বীকার্য যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানব জাতির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং ফেরেস্টাকুলের থেকেও শ্রেষ্ঠ। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। কিন্তু ঐ অধ্যয়নে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর উম্মত অনেক কল্যাণ লাভ করেছেন। কেননা এই শিক্ষা ছিল স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ থেকে।

এখানে আরেকটি শিক্ষা আছেঃ কুরআন অধ্যয়ন দিনের তুলনায় রাতের বেলায় উত্তম। কেননা তাঁদের ঐ অধ্যয়ন ছিল রাতের বেলায়। তাছাড়া রাতে অন্তরের উপস্থিতি ও একাগ্রতা থাকে বেশী, ফলে দিনের তুলনায় রাতের অধ্যয়নে উপকারও পাওয়া যায় বেশী।

আরেকটি শিক্ষাঃ কুরআন অধ্যয়ন একটি অন্যতম আমলে সালেহ বা নেক আমল। যদি রামাযান ব্যতীত অন্য সময়ও হয়। কেননা এতে উভয় ব্যক্তি উপকৃত হবে। অধ্যয়নকারীরা যদি দুয়ের অধিক হয়, তাতেও কোন অসুবিধা নেই। একজন অপরজনের নিকট থেকে উপকৃত হবে। একজন অপরজনকে অধ্যয়ন করতে উদ্বুদ্ধ করবে ও তাগিদ দিবে। মানুষ অনেক সময় একাকী থাকলে কর্মপ্রেরণা অনুভব করে না, কিন্তু যদি সহযোগী বন্ধু তাকে উদ্বুদ্ধ করতে থাকে, তবে অলসতা দূর হয়, প্রেরণা লাভ করে। কোন

বিষয় দুর্বোধ্য হলে বা বুঝতে সমস্যা হলে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে তার সমাধান বের হয়ে আসে।

এ থেকে বুঝা যেতে পারে যে, রামাযানে তারাবীহর নামাযে মুসল্লীদের সামনে ইমামের সম্পূর্ণ কুরআন পাঠ এক ধরনের কুরআন অধ্যয়নের অন্তর্ভুক্ত। কেননা সম্পূর্ণ কুরআন শুনিতে তিনি তাদেরকে উপকৃত করছেন। এই জন্যে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) এমন ইমাম পছন্দ করতেন যিনি তাদেরকে নিয়ে পুরা কুরআন নামাযে খতম করতেন। তাই সম্পূর্ণ কুরআন শোনার প্রতি সালাফদের যে ভালোবাসা ছিল, খতম তারাবীহ হচ্ছে সেরকম একটি আমল। তাই বলে কিন্তু তাড়াহুড়া করা যাবে না। কুরআন খতম করতে হবে তাই ধীরস্থির ভাবে পড়া দরকার নাই এমন ভাবা যাবে না। বরং কুরআন খতম করার চেয়ে বিনয় ও প্রশান্তির সাথে কুরআন তেলাওয়াত করাই অধিক উত্তম।



العمرة في رمضان

রামাযানে ওমরা পালন

প্রশ্নঃ হজ্জের মাস সমূহে উমরা পালনের কি আলাদা কোন বৈশিষ্ট্য আছে। অন্যান্য মাসে উমরা পালন এবং এই মাস সমূহে উমরা পালনের ফযীলতের মধ্যে কোন তারতম্য আছে কি?¹

উত্তরঃ উমরা আদায় করার শ্রেষ্ঠ মওসুম হচ্ছে রামাযান মাস। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “রামাযান মাসে উমরা পালন হজ্জের সমতুল্য।”²

বুখারীর অন্য বর্ণনায় আছে। “আমার সাথে হজ্জ পালন করার সমতুল্য।”³

মুসলিমের বর্ণনায় আছে, “একটি হজ্জের বা আমার সাথে একটি হজ্জ করার সমতুল্য।”

মর্যাদার দিক থেকে রামাযানের পর উমরার উত্তম মওসুম হচ্ছে যিল কাদাহ মাস। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সকল উমরা ছিল এই মাসে।⁴ আর আল্লাহ বলেছেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

নিশ্চয় আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম নমুনা। (আহযাবঃ ২১)

১ . ফতোয়া ইসলামিয়া, ২/৩০৩। সংকলনঃ শাইখ মুহাম্মাদ মুসনেদ। মাজমু ফাতাওয়া ১৭। ৪৩১/

২ . বুখারী, অধ্যায়ঃ উমরা, অনুচ্ছেদঃ রামাযানে উমরা পালন। হা/১৭৮২। মুসলিম, অধ্যায়ঃ হজ্জ, অনুচ্ছেদঃ রামাযানে উমরার ফযীলত। হা/১২৫৬। ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত।

৩ . বুখারী, অধ্যায়ঃ শিকারের বদলা, অনুচ্ছেদঃ নারীদের হজ্জ। হা/১৭৬৩।

৪ . দেখুন, বুখারী হা/১৭৭৮-১৭৮১ ও মুসলিম, হা/১২৫৩। আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। (

صفة العمرة وأعمال مناسكها

উমরার বিবরণ এবং তার কর্ম সমূহ^১

সকল প্রশংসা এককভাবে আল্লাহর জন্য।

এখানে উমরার পদ্ধতি ও নিয়ম সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলঃ

১) উমরা আদায় করার সংকল্পকারী যখন মীকাতে পৌঁছবে তখন মুস্তাহাব হচ্ছে গোসল করা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা। মহিলাও অনুরূপ কাজ করবে। যদিও সে হয়ে বা নেফাস অবস্থায় থাকে। কিন্তু পবিত্র হয়ে গোসল না করা পর্যন্ত হয়ে বা নেফাস নিয়ে কাবা ঘরের তাওয়াফ করবে না।

ইহরামের পূর্বে পুরুষ শরীরে আতর-সুগন্ধি ব্যবহার করবে। কিন্তু ইহরামের কাপড়ে যেন ব্যবহার না হয়। মীকাতে গোসল করা যদি সহজ না হয়, তবে কোন অসুবিধা নেই। মক্কা পৌঁছার পর সম্ভব হলে তাওয়াফের পূর্বে গোসল করা মুস্তাহাব।

২) পুরুষ উমরাকারী শরীরের সকল সেলাইকৃত (শরীরের মাপে বানানো) কাপড় খুলে একটি লুঙ্গি ও একটি চাদর পরিধান করবে। তবে কাপড় দুটি সাদা ও পরিচ্ছন্ন হওয়া মুস্তাহাব। (ওয়াজিব নয়) কিন্তু মহিলা তার সাধারণ পোষাকেই ইহরাম করবে। তবে ঐ পোষাকে যেন সৌন্দর্য প্রকাশ না হয় এবং পোষাকটি যেন প্রসিদ্ধ হওয়ার উদ্দেশ্যে পরিধান না করা হয়।

১ . মাজমু ফাতাওয়া ১৭/৪২৫।

৩) এরপর উমরায় প্রবেশ করার জন্য অন্তরে নিয়ত করবে। আর বলবে **লাব্বাইকা ওমরাতান**, অথবা **আল্লাহুমা লাব্বাইকা উমরাতান**। ইহরামকারী যদি উমরার কার্যাবলী সম্পন্ন করতে পারবে না বলে আশংকা করে- অসুস্থতার কারণে বা শত্রুর কারণে, তবে ইহরাম করার সময় এভাবে শর্ত করবেঃ **ফাইন হাবাসানী হাবেস, ফামাহেল্লী হায়ছু হাবাসতানী**। হে আল্লাহ! যদি কোন কারণে আমি বাধাগ্রস্থ হই, তবে যেখানে বাধাগ্রস্থ হব, সেখানেই হবে আমার ইহরাম খোলার স্থান।^১ তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পঠিত তালবিয়া পাঠ করবেঃ

«لَيْتِكَ اللَّهُمَّ لَيْتِكَ لَيْتِكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَيْتِكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ
لَكَ، وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ»

লাব্বাইকা আল্লাহুমা লাব্বাইকা,লাব্বাইকা লা-শারীকা লাকা লাব্বাইকা, ইন্নাল হামদা ওয়াল্লি যমাতা লাকা ওয়াল মুলকা,লা-শারীকা লাকা।^২

এই তালবিয়া খুব বেশী বেশী পাঠ করবে। এ ছাড়া আল্লাহর যিকির করবে এবং বিভিন্ন প্রকার দুয়ায় মাশগুল থাকবে। এভাবে কাবা শরীফ পৌঁছে যাবে।

৪) মসজিদে হারামে পৌঁছে ভিতরে প্রবেশ করার সময় প্রথমে ডান পা অগ্রসর করবে এবং এই দুয়া পাঠ করবেঃ

১ . বুখারী, অধ্যায়ঃ বিবাহ,অনুচ্ছেদঃ দ্বীনের দিক থেকে সমপর্যায়ের হওয়া। হা/৫০৮৯। মুসলিম, অধ্যায়ঃ হজ্জ, অনুচ্ছেদঃ ওযরের কারণে ইহরাম খোলার শর্ত করা জায়েয, হা/১২০৭। যুবাআ বিনতে যুবাইর থেকে বর্ণিত। হাদীছটি ইমাম মুসলিম ইবনে আব্বাস (রাঃ)থেকেও বর্ণনা করেছেন। হা/১০৮।

২ . বুখারী, অধ্যায়ঃ হজ্জ, অনুচ্ছেদঃ তালবিয়ার বিবরণ। হা/১৫৪৯। মুসলিম, অধ্যায়ঃ হজ্জ, অনুচ্ছেদঃ তালবিয়ার বিবরণ, তালবিয়ার বাক্য ও তার সময়। হা/১১৮৪।

«بِسْمِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ...» «أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ
وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي
أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ».

বিসমিল্লাহি ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসূলিল্লাহ।

‘মহান আল্লাহর নিকট তাঁর সম্মানিত সত্ত্বা এবং চিরস্থায়ী রাজত্বের উসিলায় বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি’।
হে আল্লাহ! তোমার রহমতের দরজাসমূহ আমার জন্য খুলে দাও।
(আবু দাউদ, সনদ হাসান)^১

৫) বাইতুল্লাহর কাছে পৌঁছে গেলে তালবিয়া পড়া বন্ধ করে
দিবে। তারপর হাজরে আসওয়াদের কাছে পৌঁছে সম্ভব হলে ডান
হাত দিয়ে স্পর্শ করে চুম্বন করবে। সে সময় বলবে **بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ**
أَكْبَرُ বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার। তবে ঠেলাঠেলি করে মানুষকে
কষ্ট দিবে না। চুম্বন করা কষ্টকর হলে হাত দ্বারা অথবা হাতের ছড়ি
বা অন্য কিছু দ্বারা স্পর্শ করবে, অতঃপর ঐ বস্তুকে চুম্বন করবে।
এভাবে স্পর্শ করাও যদি কষ্টকর হয়, তবে দূর থেকে ইশারা করবে
এবং বলবে, **আল্লাহু আকবার**। তখন ইশারাকৃত হাতকে চুম্বন
করবে না।

তওয়াফ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে, ছোট-বড় সব ধরনের
পবিত্রতা অর্জন করা। কেননা তওয়াফ সালাতের মত। তবে এ
অবস্থায় দরকারী কথাবার্তার অনুমতি আছে।

১. আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ সালাত, অনুচ্ছেদঃ মসজিদে প্রবেশের সময় যা বলতে হয়, হা/৪৬৬।

৬) তওয়াফের সময় কাবা ঘরকে হাতের বামে রাখবে এবং একাধারে সাত চক্কর পূর্ণ করবে। রুকনে ইয়ামানীর কাছে আসলে যদি সম্ভব হয়, তবে ডান হাত দ্বারা স্পর্শ করবে। তখন বলবে, বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার। তবে এখানে চুম্বন করবে না। যদি স্পর্শ করা সম্ভব না হয় তবে ইশারা না করে তাকবীর না দিয়ে তাওয়াফ চালিয়ে যাবে। কেননা এরূপ করা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত হয়নি। কিন্তু যতবার হজরে আসওয়াদের কাছে আসবে চুম্বন বা স্পর্শ করার চেষ্টা করবে। অথবা দূর থেকে ইশারা করবে এবং তাকবীর দিবে।

রমল করা মুস্তাহাব। রমল হচ্ছে ছোট ছোট কদম ফেলে দ্রুত হাঁটা। এই রমল তাওয়াফে কুদূমের প্রথম তিন চক্করে করবে - তথা প্রথম মক্কা আসার পর যে তাওয়াফ করতে হয় তাতে। রমল শুধু পুরুষরা করবে নারীরা করবে না। পুরুষের জন্য আরো মুস্তাহাব হচ্ছে প্রথমবার তাওয়াফের পূর্ণ সাত চক্করে ইজতেবা করা। ইজতেবা হচ্ছে, ইহরামের চাদরকে ডান বগলের নীচে দিয়ে নিয়ে বাম কাঁধের উপর রাখা এবং ডান কাঁধ খোলা রাখা।

তওয়াফ অবস্থায় প্রতি চক্করে বেশী বেশী দুয়া ও যিকির করবে। তাওয়াফের চক্করের জন্য বিশেষ কোন দুয়া নেই। বিশেষ কোন যিকির নেই। বরং দুয়া-যিকির যা সহজ হবে তাই বলবে। তবে রুকনে ইয়ামানী ও হজরে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থানে এই দুয়াটি বেশী করে বলবে,

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

‘রাব্বানা আতিনা ফিদুনিয়া হাসানাতাও ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাও ওয়া ক্বিনা আযাবান্নার।’ হে আমাদের পালনকর্তা আমাদেরকে দুনিয়ায় কল্যাণ দান কর এবং আখেরাতেরও দান কর

কল্যাণ। আর আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা কর। (বাকারাঃ ২০১) প্রত্যেক চক্রের এই দুয়া পাঠ করবে। কেননা এ আমল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সহীহ সূত্রে প্রমাণিত আছে।^১ সপ্তম চক্রের হজরে আসওয়াদকে তাকবীরসহ হাত দ্বারা স্পর্শ করে বা সম্ভব হলে চুম্বন করে বা ইশারা করে শেষ করবে। তাওয়াফ শেষ হলে চাদরকে স্বাভাবিক নিয়মে দুকাঁধ ঢেকে পরিধান করবে।

৭) এরপর সম্ভব হলে মাকামে ইবরাহীমের পিছনে গিয়ে দুরাকাত নামায় আদায় করবে। সম্ভব না হলে মসজিদে হারামের যে কোন স্থানে আদায় করবে। এ দুরাকাতের প্রথম রাকাতে ফাতিহার পর **কুল ইয়া আইয়ুহাল কাফেরুন..** সূরা পাঠ করবে। আর দ্বিতীয় রাকাতে পাঠ করবে **কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ**। এভাবে পড়াই উত্তম। কিন্তু যদি অন্য কোন সূরা পড়ে তাতেও কোন অসুবিধা নেই। সালাম ফিরানোর পর সম্ভব হলে হজরে আসওয়াদকে চুম্বন বা স্পর্শ করবে।

৮) তারপর সাঈ করার জন্য প্রথমে সাফা পর্বতে গমন করবে। উপরে উঠবে অথবা তার পাশে দাঁড়াবে, তবে সহজ হলে উপরে উঠা উত্তম। এ সময় এই আয়াতটি পাঠ করবে,

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ইন্নাস সাফা ওয়াল মারওয়াতা মিন শাআইরিলাহ..। নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া পর্বত দুটি আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অন্তর্ভুক্ত। (বাকারাঃ ১৫৮) মুস্তাহাব হচ্ছে কিবলা মুখী দাঁড়িয়ে বলবে আল হামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার। তারপর

১ . দ্রঃ আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ হজ্জ, অনুচ্ছেদঃ তাওয়াফের সময় দুয়া। হা/১৮৯২। নাসাঈ, অধ্যায়ঃ হজ্জ, অনুচ্ছেদঃ দু রুকনের মাঝের দুয়া হা/৩৯৩৪। আবদুল্লাহ বিন সায়েব (রাঃ) থেকে বর্ণিত।

এই দুয়াটি তিনবার বলবে:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي
وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ
وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ.

‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লাশারীকা লাহু,লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু,ইউহয়ি ওয়া যুমীতু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর।’ ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু আনজাযা ও’যাদাহু ওয়া নাসারা আবদাহু ওয়া হাযামাল আহযাবা ওয়াহদাহু।’^১ এরপর দু হাত উঠিয়ে জানা যে কোন দু আ পাঠ করবে।

তারপর মারওয়ার দিকে গমন করবে। যখন প্রথম চিহ্ন তথা সবুজ বাতির স্থানে পৌঁছবে তখন পুরুষরা দৌড়াবে পরবর্তী চিহ্ন তথা সবুজ বাতি শেষ হওয়া পর্যন্ত। কিন্তু নারীর জন্য দৌড়ানো শরীয়ত সম্মত নয়। তারপর বাকী পথ হেঁটে চলবে এবং মারওয়ার উপরে উঠবে অথবা তার পাশে দাঁড়াবে, তবে সম্ভব হলে উপরে উঠা উত্তম। এখানে তাই করবে ও বলবে যা করেছিল ও বলেছিল সাফা পর্বতে। তারপর সেখান থেকে সাফার দিকে চলা শুরু করবে। যে জায়গায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেঁটেছেন সেখানে হাঁটবে, যেখানে তিনি দৌড়িয়েছেন সেখানে দৌড়াবে। এভাবে সাফা পৌঁছে যাবে। এভাবে সাত চক্রর পুরা করবে। সাফা থেকে মারওয়া এক চক্রর, মারওয়া থেকে সাফা দ্বিতীয় চক্রর। সপ্তম চক্রর শেষ হবে মাওয়ায়।

কোন বাহনে চড়ে যদি সাঈ করে, তবে কোন অসুবিধা নেই।

১ . মুসলিম, অধ্যায়ঃ হজ্জ, অনুচ্ছেদঃ নবী (সাঃ)এর হজ্জের বিবরণ। হা/১২১৮। জাবের (রাঃ)থেকে (বর্ণিত।

দরকার থাকলে কোন কথাই নেই। সাঈ করার সময় বেশী বেশী যিকির ও দুয়ায় ব্যস্ত থাকা মুস্তাহাব। ছোট-বড় নাপাকী থেকে পবিত্র অবস্থায় সাঈ করবে। কিন্তু পবিত্রতা ছাড়াও সাঈ জায়েয আছে।

সাঈ শেষ করে পুরুষ তার মাথার চুল মুণ্ডন করবে অথবা ছোট করে কাটবে। তবে মুণ্ডন করা উত্তম। অবশ্য মক্কায় আগমণ যদি হজ্জের কাছাকাছি সময়ে হয়, তবে কসর তথা চুল ছোট করাই উত্তম, যাতে হজ্জের কার্যাদি শেষ করে অবশিষ্ট চুল মুণ্ডন করতে পারে। নারী তার চুলকে একত্রিত করে অগ্রভাগ থেকে আঙ্গুলের এক গিরা পরিমাণ কাটবে।

উল্লেখিত কাজগুলো সম্পন্ন হলে উমরা পূর্ণ হয়ে গেল। আল হামদুলিল্লাহ। এখন সে হালাল হয়ে যাবে তথা ইহরাম খুলে ফেলবে। ইহরামের কারণে তার উপর যে সকল কাজ হারাম হয়েছিল এখন তা হালাল হয়ে গেল।

আল্লাহ যেন আমাদেরকে ও সকল মুসলিমকে দ্বীনের সঠিক জ্ঞান দান করেন এবং তার উপর প্রতিষ্ঠিত রাখেন। সকলের নেক আমল সমূহ কবুল করেন। নিশ্চয় তিনি মহান দাতা ও অতি সম্মানিত।

সাল্লাল্লাহু আলা নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাঈন।



الاعتكاف

ইতেকাফ

প্রশ্নঃ পুরুষ-নারী উভয়ের জন্য ইতেকাফের হুকুম কি? ইতেকাফের জন্য কি রোযা রাখা শর্ত? ইতেকাফকারী কি কাজে মাশগুল থাকবে? কখন ইতেকাফে প্রবেশ করবে? এবং কখন বের হবে?'

উত্তরঃ ইতেকাফ পুরুষ-নারী সকলের জন্য সুন্নাহ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সহীহ সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি রামাযানে ইতেকাফ করেছেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর ইতেকাফ স্থির হয়েছে রামাযানের শেষ দশকে। তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁর সাথে ইতেকাফ করেছেন। অতঃপর তাঁর তিরোধানের পরও স্ত্রীরা ইতেকাফ করেছেন।^১ ইতেকাফের স্থান হচ্ছে মসজিদ। তবে যে মসজিদে জামাত প্রতিষ্ঠিত হয় সেখানে ইতেকাফ করবে। ইতেকাফের দিনগুলোতে যদি জুমআ উপস্থিত হয়, তবে এমন মসজিদে ইতেকাফ করবে যেখানে জুমআ প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিদ্বানদের বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী ইতেকাফের সময় সীমা নির্ধারণ নেই। এর জন্য রোযা রাখাও শর্ত নয়। কিন্তু রোযাসহ ইতেকাফ করা উত্তম। সুন্নাহ হচ্ছে যখন ইতেকাফের নিয়ত করবে, তখনই ইতেকাফের স্থানে প্রবেশ করবে। আর যতক্ষণ থাকার নিয়ত করেছিল তা অতিবাহিত হলে বের হবে। বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিলে ইতেকাফ ভঙ্গ করা জায়েয। কেননা ইতেকাফ সুন্নাহ।

১ . মাজমু ফাতাওয়া ১৫/৪৪১-৪৪৩।

২ . বুখারী, অধ্যায়ঃ ইতেকাফ, হা/২০৭২। মুসলিম, অধ্যায়ঃ ইতেকাফ, হা/১১৭২।
আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। (

ইতেকাফ শুরু করা ওয়াজিব নয়। তবে ইতেকাফের মান্নত করে থাকলে পুরা করা ওয়াজিব।

রামাযানের শেষ দশকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর অনুসরণে ইতেকাফ করা মুস্তাহাব। এ দিনগুলোতে এতেকাফ করতে চাইলে সুন্নাত হচ্ছে একুশ রামাযানের ফজর নামায পড়ে ইতেকাফে বসবে এবং দশ দিন সমাপ্ত হলে তথা ঈদের চাঁদ দেখা দিলে ইতেকাফ থেকে বের হবে। ইতেকাফে বসার পর যদি ভঙ্গ করে, কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু মান্নত থাকলে ভঙ্গ করা যাবে না। উত্তম হচ্ছে, মসজিদের একটি স্থান নির্ধারণ করে নেয়া, যাতে সেখানে দরকারে মাঝে মধ্যে বিশ্রাম নিতে পারে। ইতেকাফকারীর জন্য মুস্তাহাব হচ্ছে, বেশী বেশী যিকির, কুরআন তেলাওয়াত, ইস্তেগফার, দুয়া ও সালাতে মাশগুল থাকা। তবে নিষিদ্ধ সময়গুলোতে সালাত আদায় করা যাবে না। প্রিয়জন বা বন্ধু-বান্ধব তার ঘিয়ারতে যেতে পারবে। দরকারী কোন কথা থাকলে তাও বলতে পারবে। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এতেকাফ অবস্থায় কোন কোন স্ত্রী তাঁর সাথে দেখা করতে গেছেন, কথা বলেছেন। একদা রামাযানে সুফিয়া (রাঃ) তাঁর সাথে দেখা করতে গেছিলেন। সুফিয়া বিদায় নেয়ার সময় তিনি মসজিদের দরজা পর্যন্ত তাঁকে এগিয়ে দিয়েছেন।^১ এ থেকে প্রমাণ হয় এতে কোন অসুবিধা নেই।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর কাজ প্রমাণ করছে তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী এবং স্ত্রীদের সাথে সর্বোত্তম আচরণের অধিকারী। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম



১ . বুখারী, অধ্যায়ঃ ইতেকাফ, হা/২০৩৫। মুসলিম, অধ্যায়ঃ সালাম হা/২১৭৫।

ليلة القدر هي أفضل الليالي

লাইলাতুল কাদর শ্রেষ্ঠ রাত

প্রশ্নঃ মহিমাম্বিত রজনী লাইলাতুল কাদর উপলক্ষে সম্মানিত শাইখের নিকট সাধারণ মুসলিমদের উদ্দেশ্যে কিছু উপদেশ কামনা করছি।^১

উত্তরঃ লাইলাতুল কাদর হচ্ছে বছরের শ্রেষ্ঠ রাত্রি। আল্লাহ এ রাতে কুরআন নাযিল করেছেন। তিনি বলেছেন যে, এ রাত এক হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। বরকতময় রাত। এ সময় সকল বিজ্ঞ বিষয় বন্টন করা হয়। আল্লাহ সূরা দুখানের প্রথম কয়েকটি আয়াতে বলেন,

حم (১) وَالكِتَابِ الْمُبِينِ (২) إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ (৩) فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (৪) أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ (৫) رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

হা-মীম। এই সুস্পষ্ট কিতাবের শপথ,নিশ্চয় আমি এটি এক বরকত ও কল্যাণময় রাতে নাযিল করেছি। কারণ,আমি মানুষকে সতর্ক করতে চেয়েছিলাম। এটা ছিল সেই রাত যে রাতে আমার নির্দেশে প্রতিটি বিষয়ের বিজ্ঞোচিত ফায়সালা দেয়া হয়ে থাকে। আমি একজন রসূল পাঠাতে যাচ্ছিলাম,তোমার রবের রহমত স্বরূপ। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী। (সূরা দুখানঃ ১-৬)

আল্লাহ বলেন,

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (১) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (২) لَيْلَةُ
الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (৩) تَنْزِيلُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ
مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (৪) سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ (৫)

নিশ্চয় আমি এ (কুরআন) নাযিল করেছি কদরের রাতে। তুমি কি জানো, কদরের রাত কি? কদরের রাত হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। ফেরেশতারা ও রুহ (জিবরীল) এই রাতে তাদের রবের অনুমতিক্রমে প্রত্যেকটি হুকুম নিয়ে নাযিল হয়। এ রাতটি পুরোপুরি শান্তিময় ফজরের উদয় পর্যন্ত। (সূরা কাদরঃ ১-৫)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ছোয়াবের আশায় লাইলতুল কদরে কিয়াম করবে, তার পূর্বে সকল গুনাহ ক্ষমা করা হবে।^১

কিয়ামুল্লায়ল করার অর্থ হচ্ছে, রাতটিকে সালাত, যিকির, দুয়া, কুরআন তেলাওয়াত, সাদাকা প্রভৃতি নেক আমলের মাধ্যমে অতিবাহিত করা।

এই মহান সূরাটি থেকে প্রমাণ হচ্ছে, লাইলাতুল কাদরের আমল অন্য এক হাজার মাসের আমলের চেয়ে উত্তম। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর বান্দাদের প্রতি বিশাল অনুগ্রহ ও বিরাট দয়া। অতএব মুসলিমদের উচিত একে সম্মান জানানো এবং ইবাদতের

১ . বুখারী, অধ্যায়ঃ সিয়াম, অনুচ্ছেদঃ ঈমান ও ছোয়াবের আশায় রোযা পালন, হা/১৯০১। মুসলিম, অধ্যায়ঃ সিয়াম, অনুচ্ছেদঃ লায়লাতুল কদরের ফযীলত হা/১১৬৭।

মাধ্যমে জেগে কাটানো। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানিয়েছেন যে, ঐ রাতটি রামাযানের শেষ দশকে। আর তা বেজোড় রাতগুলোর কোন একটি হওয়া অধিক আশাশ্বিত। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, « التَّمِسُّوْهَا فِي الْعَشْرِ »
 «الْأَوَاخِرِ مِنَ رَمَضَانَ، التَّمِسُّوْهَا فِي كُلِّ وَتْرٍ» তোমরা তা অনুসন্ধান কর রামাযানের শেষ দশকে, উহা অনুসন্ধান কর প্রত্যেক বেজোড় রাতে।¹

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে একাধিক সহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, ঐ রাতটি বিভিন্ন সময় স্থানান্তর হয়। প্রতি বছর নির্দিষ্ট এক রাতে হয় না। তাই কখনো একুশের রাতে হতে পারে, কখনো তেইশের রাতে হতে পারে, কখনো পঁচিশের রাতে হতে পারে, কখনো সাতাশের রাতে হতে পারে। সাতাশের এ রাতটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কখনো উনত্রিশের রাতে হতে পারে। আবার কখনো জোড় রাতেও হতে পারে। এখন কেউ যদি শেষ দশকের প্রত্যেক রাতে কিয়াম করে ঈমানের সাথে এবং ছোয়াবের আশায়, তবে নিঃসন্দেহে সে ঐ রাতটি পেয়ে যাবে এবং আল্লাহ যে অঙ্গীকার বান্দাদের দিয়েছেন তা লাভ করে বিজয়ী হবে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই দশকের রাতগুলোতে বিশেষ গুরুত্বের সাথে ইবাদত করতে অতিরিক্ত প্রচেষ্টা চালাতেন, যেমন প্রচেষ্টা তিনি প্রথম বিশ রামাযানে করতেন না। আয়েশা (রাঃ) বলেন,

«كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ»

1 . বুখারী, অধ্যায়ঃ লায়লাতুল কদরের ফযীলত। হা/২০১৮। মুসলিম, অধ্যায়ঃ ইতেকাফ, অনুচ্ছেদঃ রামাযানের শেষ দশকে ইবাদত করার হা/১১৭৫।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রামাযানের শেষ দশকে ইবাদতের যে প্রচেষ্টা চালাতেন, সে প্রচেষ্টা অন্য সময় করতেন না।^১

তিনি আরো বলেন,

«كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ أَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، وَجَدَّ وَشَدَّ

«الْمِئْزَرَ»

যখন শেষ দশক শুরু হত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতগুলো জাগতেন, তাঁর পরিবারকে জাগাতেন এবং ইবাদতে খুব চেষ্টা করতেন ও স্ত্রীদের থেকে দূরে থাকতেন।^২ আর এই সময়গুলো বেশীরভাগ ইতেকাফে কাটাতে। আল্লাহ বলেন, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ নিশ্চয় আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ। (আহযাবঃ ২১)

আয়েশা (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন। বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি যদি লাইলাতুল কাদর পাই, তবে কি দুয়া পাঠ করব? তিনি বললেন, বলঃ اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ الْكَرِيمُ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي আল্লাহুমা ইন্নাকা আফুউবুন কারীমুন, তুহেব্বুল আফওয়া, ফাফু আন্নী। হে আল্লাহ! নিশ্চয় আপনি ক্ষমাকারী সম্মানিত, আপনি ক্ষমাকে ভালবাসেন, অতএব আমাকে ক্ষমা করে দিন।^৩ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর

১. মুসলিম, অধ্যায়ঃ ইতেকাফ, অনুচ্ছেদঃ রামাযানের শেষ দশকে ইবাদত করার ফযীলত, হা/১১৭৫।
২. বুখারী, অধ্যায়ঃ লাইলাতুল কদরের ফযীলত। হা/২০২৪। মুসলিম, অধ্যায়ঃ ইতেকাফ, অনুচ্ছেদঃ রামাযানের শেষ দশকে ইবাদত করার ফযীলত, হা/১১৭৪।
৩. তিরমিযী, অধ্যায়ঃ দুয়া, অনুচ্ছেদ নং ৮৫, হা/৩৫১৩। তিনি বলেন, হাদীছটি হাসান সহীহ।

সাহাবীগণ (রাঃ) এবং তাঁদের পরবর্তী সালাফে সালাহীন এই দশককে খুবই গুরুত্ব দিতেন এবং বিভিন্ন ধরনের ইবাদত করতে প্রচেষ্টা চালাতেন।

অতএব সর্বযুগে সর্বস্থানের মুসলিমদের উচিত হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে সালাহীনকে আদর্শরূপে গ্রহণ করা। এই রাতগুলো বিভিন্ন প্রকার ইবাদতের মাধ্যমে জেগে কাটানো। যেমন, সালাত, কুরআন তেলাওয়াত, বিভিন্ন প্রকারের যিকির এবং সকল ইবাদত ঈমানের সাথে ছোয়াবের আশায় করা। যাতে করে আল্লাহর মাগফিরাত লাভ করে বিজয় হতে পারে, গুনাহ মাফ ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করে ধন্য হতে পারে।

তবে কুরআন-সুন্নাহর দলীল সমূহ থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, এই অঙ্গিকার বাস্তবায়ন হবে এবং বিশাল এই প্রতিদান লাভে ধন্য হবে তখন যখন মানুষ যাবতীয় কাবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকবে। যেমন আল্লাহ বলেন,

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلَكُمْ مُدْخَلَ كَرِيمًا

তোমরা যদি নিষিদ্ধ কাবীরা গুনাহ সমূহ থেকে বিরত থাক, তবে তোমাদের যাবতীয় পাপ মার্জনা করে দিব এবং তোমাদেরকে সম্মানিত স্থানে (জান্নাতে) দাখিল করব। (নিসাঃ ৩১)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن، إذا اجتنبت الكبائر»

‘পাঁচ ওয়াক্ত নামায, এক জুমআ থেকে পরবর্তী জুমআ ও এক

রামাযান থেকে আরেক রামাযান পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহ মোচন করা হয়- যদি কাবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকে।^১

সতর্কতাঃ

অনেক মানুষ রামাযান মাস আসলে ইবাদতে অনেক বেশী পরিশ্রম করে, বিগত গুনাহের জন্য আল্লাহর কাছে তাওবা ইস্তেগফার করে। কিন্তু রামাযান শেষ হয়ে গেলেই পূর্বের অন্যায়-অনাচারে ফিরে যায়। এটা মারাত্মক বিষয়। এ থেকে সতর্ক থাকা প্রত্যেক মুসলিমের উপর আবশ্যিক। সকলের উপর আবশ্যিক হচ্ছে দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করা এবং সততার সাথে আল্লাহর ইবাদত চালিয়ে যাওয়া। সব ধরনের পাপাচার বর্জন করা। যেমন আল্লাহ বলেন, **وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ** চূড়ান্ত সময়টি (মৃত্যু) আসা অবধারিত, সেই সময় পর্যন্ত নিজের রবের বন্দেগী করে যেতে থাকো। (হিজরঃ ৯৯)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ

আল্লাহ আরো বলেন, হে ঈমানদারগণ! তোমরা যথাযথভাবে আল্লাহকে ভয় করো। (প্রকৃত) মুসলিম না হয়ে যেন তোমাদের মৃত্যু না হয়। (আল ইমরানঃ ১০২)

আল্লাহ আরো বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ (৩০) نَحْنُ

أُولَئِكَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ (۳۱) نُزْلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ

যারা ঘোষণা করেছে, আল্লাহ আমাদের রব, অতঃপর তার ওপরে দৃঢ় ও স্থির থেকেছে, নিশ্চিত তাদের কাছে ফেরেশতারা আসে এবং তাদের বলে, ভীত হয়ো না, দুঃখ করো না এবং সেই জান্নাতের সুসংবাদ শুনে খুশি হও তোমাদেরকে যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। আমরা এই দুনিয়ার জীবনেও তোমাদের বন্ধু এবং আখেরাতেও। সেখানে তোমরা যা চাবে তাই পাবে। আর যে জিনিসেরই আকাঙ্ক্ষা করবে তাই লাভ করবে। এটা সেই মহান সত্তার পক্ষ থেকে মেহমানদারীর আয়োজন যিনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (সূরা হা মীম সাজদাহঃ ৩০-৩২)

আয়াতের অর্থ হচ্ছে, যারা স্বীকার করেছে যে, তাদের পালনকর্তা আল্লাহ, তাঁর প্রতি ঈমান এনেছে, ইবাদতকে তাঁর জন্য নির্ভেজাল করেছে এবং তার উপর স্থির ও অটল থেকেছে, মৃত্যুর সময় ফেরেশতা তাদেরকে সুসংবাদ জানায় যে, তাদের কোন ভয় নেই চিন্তাও নেই। আর তাদের ঠিকানা হচ্ছে জান্নাত। এ জন্যে যে তারা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে, তাঁর আনুগত্যে অটল থেকেছে, পাপাচার বর্জন করেছে এবং ইবাদতকে তাঁর জন্য খালেস তথা নির্ভেজাল করেছে।

এ অর্থে অনেক আয়াত আছে, যা প্রমাণ করছে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ও অটল থাকা আবশ্যিক এবং পাপাচার বর্জন ও তা থেকে সতর্ক থাকা জরুরী।

আরো কয়েকটি আয়াত হচ্ছে। আল্লাহ বলেন,

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ

أَعَدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (۱۳۳) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ
 الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (۱۳۴) وَالَّذِينَ إِذَا
 فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ
 يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (۱۳۵)
 أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
 خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ

দৌড়ে চলো তোমাদের রবের ক্ষমার পথে এবং সেই পথে যা
 পৃথিবী ও আকাশের সমান প্রশস্ত জান্নাতের দিকে চলে গেছে, যা
 এমন সব আল্লাহভীরু লোকদের জন্য তৈরী করা হয়েছে, যারা সচ্ছল
 ও অসচ্ছল সব অবস্থায়ই অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে এবং যারা ক্রোধ
 দমন করে ও অন্যের দোষ-ত্রুটি মাফ করে দেয়। এ ধরনের
 সৎলোকদের আল্লাহ অত্যন্ত ভালোবাসেন। আর যারা কখনো কোন
 অশ্লীল কাজ করে ফেললে অথবা কোন গোনাহের কাজ করে
 নিজেদের ওপর জুলুম করে বসলে আবার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর কথা
 স্মরণ হয়ে তাঁর কাছে নিজেদের গোনাহ খাতার জন্য মাফ চায়-
 কারণ আল্লাহ ছাড়া আর কে গোনাহ মাফ করতে পারেন- এবং
 জেনে বুঝে নিজেদের কৃতকর্মের ওপর জোর দেয় না, এ ধরনের
 লোকদের যে প্রতিদান তাদের রবের কাছে আছে তা হচ্ছে এই যে,
 তিনি তাদের মাফ করে দেবেন এবং এমন বাগীচায় তাদের প্রবেশ
 করাবেন যার পাদদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে, সেখানে তারা
 চিরকাল থাকবে। সৎকাজ যারা করে তাদের জন্য কেমন চমৎকার
 প্রতিদান! (আল ইমরানঃ ১৩৩-১৩৬)

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানাই তিনি যেন আমাদেরকে এবং
 সমস্ত মুসলিমকে এই রাতগুলোতে এমন আমল করার তাওফীদ

দান করেন যা তিনি পছন্দ করেন ও সন্তুষ্ট থাকেন। তিনি সবাইকে নফসের অকল্যাণ ও খারাপ আমল থেকে রক্ষা করেন। নিশ্চয় তিনি মহান দাতা ও সম্মানিত।



যে সকল বিষয় সিয়াম নষ্ট করে না, কিন্তু তার হুকুম
অনেকেরই অজানা

أشياء لا تفسد الصيام قد يخفى حكمها على بعض الناس

الاحتلام لا يبطل الصوم، ولا تأخير الغسل

স্বপ্নদোষে সিয়াম নষ্ট হয় না, গোসল দেৱীতে
করলেও সিয়ামের ক্ষতি হয় নাঃ

প্রশ্নঃ রামাযানের দিনের বেলায় যদি রোযাদারের স্বপ্নদোষ হয়, তবে কি তার সিয়াম নষ্ট হয়ে যাবে? দ্রুত গোসল করা কি তার উপর ওয়াজিব? ফরয গোসল ও হায়য-নেফাসের গোসল কি ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত দেৱী করা জায়েয?¹

উত্তরঃ স্বপ্নদোষ সিয়াম ভঙ্গ করে না। কেননা এতে রোযাদারের কোন এখতিয়ার নেই। ফজরের পর বা দিনের বেলায় যদি স্বপ্নদোষ হয় এবং কাপড়ে বীৰ্য বা ভিজা দেখতে পায়, তবে ফরয গোসল করবে। কিন্তু যদি এই গোসলকে যোহর সালাতের পূর্ব পর্যন্ত দেৱী করে, তবে তা জায়েয আছে। তবে যোহর সালাতের পূর্বে অবশ্যই গোসল করতে হবে। অনুরূপ কোন লোক যদি রাতে স্ত্রী সহবাস করে এবং ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার পর গোসল করে, তাতেও কোন অসুবিধা নেই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বিশুদ্ধ

সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে, «كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جَمَاعٍ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ»^১ তিনি সহবাস করে নাপাক অবস্থায় ফজর করতেন। ফজর হওয়ার পর গোসল করতেন এবং রোযা রাখতেন।^১

অনুরূপ হায়েয ও নেফাস থেকে কোন নারী যদি রাতে পবিত্র হয় এবং রাতে গোসল না করে ফজরের সময় হওয়ার পর গোসল করে, তবু কোন অসুবিধা নেই। তাদের সিয়াম বিশুদ্ধ। কিন্তু তাদের জন্য এবং নাপাক ব্যক্তির জন্য গোসলকে দেরী করে সূর্য উঠার পর করা কোন ক্রমেই জায়েয নেই। কেননা গোসল দেরী করলে তাদের ফজরের নামায ছুটে যাবে। বরং সকলের উপর ওয়াজিব হচ্ছে দ্রুত গোসল সেরে নেয়া এবং সূর্যদয়ের পূর্বে ফজরের সালাত আদায় করে নেয়া। যে পুরুষের উপর গোসল ফরয (স্বপ্নদোষের কারণে বা স্ত্রী সহবাসের কারণে) তার উপর আবশ্যিক হচ্ছে দ্রুত গোসল সেরে নেয়া, যাতে করে ফজরের সালাত জামাআতের সাথে আদায় করা সম্ভব হয়।

কোন নারী যদি রাতের বেলায় হায়েয বা নেফাস থেকে পবিত্রতার চিহ্ন দেখতে পায়, তার উপর আবশ্যিক হচ্ছে অতিদ্রুত ফরয গোসল সেরে নেয়া, যাতে করে সে ঐ রাতের মাগরিব ও এশার সালাত আদায় করে নিতে পারে। যেমনটি ফতোয়া দিয়েছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর সাহাবীদের একটি জামাত। আর তারা যদি আসরের সময় পবিত্র হয়, তবে দ্রুত গোসল করা ওয়াজিব, যাতে ঐ দিনের যোহর ও আসর সালাত সূর্যাস্তের পূর্বে আদায় করতে সক্ষম হয়। (আল্লাহ সবাইকে তাওফীক দিন)

১ . বুখারী, অধ্যায়ঃ সিয়াম, অনুচ্ছেদঃ রোযাদারের গোসল হা/১৯৩০। মুসলিম, অধ্যায়ঃ সিয়াম, অনুচ্ছেদঃ নাপাক অবস্থায় ফজরের ওয়াক্ত হলে রোযা বিশুদ্ধ, হা/১১০৯। সিয়াম

لا يبطل الصوم بالاحتلام، ولا بخروج الدَّم والقيء

**স্বপ্নদোষের কারণে সিয়াম নষ্ট হয় না। রক্ত ও বমি
বের হলেও সিয়াম বাতিল হয় না।**

প্রশ্নঃ রোযা রেখে মসজিদে আমি ঘুমাচ্ছিলাম। জেগে দেখি স্বপ্নদোষ হয়েছে। স্বপ্নদোষ কি সিয়ামের ক্ষতি করবে? উল্লেখ্য যে আমি গোসল না করেই সালাত আদায় করেছি। আরেকবার মাথায় পাথরের আঘাত লেগে রক্ত গড়িয়ে বের হয়। রক্ত বের হওয়ার কারণে কি আমার রোযা ভেঙ্গে গেছে? আর বমি হলে কি রোযা নষ্ট হয়? দয়া করে জানান।¹

উত্তরঃ স্বপ্নদোষ রোযা নষ্ট করে না। এতে রোযার ক্ষতিও হয় না। কেননা এতে বান্দার কোন এখতিয়ার থাকে না। তবে বীর্য বের হলে ফরয গোসল করতে হবে। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, স্বপ্নদোষের কারণে যদি পানি (বীর্য) দেখতে পায় বা কাপড়ে ভিজা দেখতে পায়, তবে গোসল করতে হবে। আর বিনা গোসলে সালাত আদায় মারাত্মক ভুল, অনেক বড় গর্হিত কাজ। ফরয গোসল করে উক্ত সালাত পুনরায় আদায় করা তোমার উপর আবশ্যিক। সেই সাথে আল্লাহর কাছে তওবা করতে হবে।

পাথরের আঘাতে তোমার মাথা থেকে যে রক্ত বের হয়েছে, তার ফলে সিয়াম নষ্ট হবে না। আর অনিচ্ছাকৃতভাবে যদি তোমার বমি

1 . মাজমু ফাতাওয়া ১৫/২৭৫।

হয়, তবেও সিয়াম নষ্ট হবে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ، فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ»

অনিচ্ছাকৃত যার বমি হয়, তাকে ঐ রোযা কাযা আদায় করতে হবে না। আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত বমি করে, তার উপর কাযা আদায় করা আবশ্যিক।¹



1 . আহমাদ ২/৪৯৭। আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ সিয়াম/হা , অনুচ্ছেদঃ ইচ্ছাকৃত বমি করা , ২৩৮২। তিরমিযী, অধ্যায়ঃ সিয়াম, অনুচ্ছেদঃ ইচ্ছাকৃত বমি করা, হা/৭২০। ইবনে মাজাহ, অধ্যায়ঃ সিয়াম র বমি করলে অনুচ্ছেদঃ রোযাদা , হা/১৬৭৬।

حکم خروج المذی بشهوة لا يبطل الصوم

উত্তেজনার কারণে মযী বের হলে সিয়াম নষ্ট হয় নাঃ

প্রশ্নঃ রোযা রেখে কেউ যদি স্ত্রীকে চুম্বন করে, অথবা নেকেট ফিল্ম দেখে, ফলে তার মযী বের হয়, তবে কি সিয়াম ভঙ্গ হয়ে যাবে। এরূপ যদি ভিন্ন ভিন্ন দিন ঘটে থাকে, তবে কি লাগাতার রোযা রেখে কাযা আদায় করবে, না বিচ্ছিন্নভাবে রাখলেও চলবে? আল্লাহ আপনাকে জাযায়ে খাইর প্রদান করেন।¹

উত্তরঃ বিদ্বানদের বিশুদ্ধ মতানুযায়ী মযী বের হলে রোযা নষ্ট হয় না। চাই তা স্ত্রীকে চুম্বন করার মাধ্যমে বের হোক বা উলঙ্গ ফিল্ম দেখা বা অনুরূপ কোন উত্তেজনার কারণে বের হোক। কিন্তু কোন মুসলিমের জন্য উলঙ্গ ফিল্ম দেখা এবং গান-বাদ্য শ্রবণ করা জায়েয নয়।

কিন্তু উত্তেজনার কারণে যদি বীর্যপাত ঘটে। তবে সিয়াম নষ্ট হয়ে যাবে। চাই তা বের হোক জড়িয়ে ধরার কারণে বা চুম্বন বা ফিল্ম দেখা বা অন্য কোন কারণ যেমন হস্তমৈথুনের কারণে হোক। কিন্তু স্বপ্নদোষ হলে বা উত্তেজনাকর কোন বিষয় নিয়ে চিন্তা করার কারণে যদি বীর্যপাত হয়, তবে সিয়াম ভঙ্গ হবে না।

আর ভঙ্গ সিয়াম কাযা আদায় করার ক্ষেত্রে লাগাতার করা আবশ্যিক নয়। ভেঙ্গে ভেঙ্গে করতে কোন দোষ নেই। এজন্য যে আল্লাহ বলেছেন,

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ হয় বা সফরে থাকে, সে রোযা ভঙ্গ

করলে অন্য সময় তা কাষা আদায় করে নিবে। (বাকারাঃ ১৮৪)

অনিচ্ছাকৃতভাবে পেটে পানি প্রবেশ করলে রোযার হুকুমঃ

প্রশ্নঃ জনৈক রোযাদার পাইপের পানিতে গোসল করছিল, পানির প্রেসার বেশী থাকার কারণে অনিচ্ছাকৃতভাবে ভিতরে পানি চলে গেছে। তাকে কি রোযা কাষা আদায় করতে হবে?¹

উত্তরঃ রোযা কাষা আদায় করা তার উপর আবশ্যিক নয়। কেননা সে ইচ্ছাকৃতভাবে এরূপ করেনি। এ অবস্থায় তার হুকুম বাধ্যকৃত ব্যক্তি এবং ভুলকারীর ন্যায় হবে। অর্থাৎ তার রোযা বিশুদ্ধ হবে, তাকে কাষা আদায় করতে হবে না।

প্রশ্নঃ রোযাদারের নিজের মুখের লালা গিলে ফেলার হুকুম কি?²

উত্তরঃ মুখের লালা ভিতরে গেলে রোযার কোন ক্ষতি হবে না। কেননা তা থুথুর অন্তর্ভুক্ত। গিলে ফেললে কোন অসুবিধা নেই। যদি বাইরে ফেলে দেয় তাতেও কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু কফ, যা বুকুর ভিতর থেকে বা নাকের ভিতর থেকে বের হয় যাকে শ্লেষা বলা হয়। এই কফ কখনো মানুষের বুক থেকে কখনো মাথা থেকে বের হয়। এ ধরনের বস্তু নারী-পুরুষ সকলের উপর আবশ্যিক হচ্ছে বের করে ফেলা, গিলে না নেয়া।

কিন্তু মুখের সাধারণ লালা যা থুথুর মত, তাতে কোন অসুবিধা নেই। নারী-পুরুষ কোন রোযাদারের কোন ক্ষতি করবে না।

প্রশ্নঃ হাঁপানী প্রভৃতি রোগের জন্য রোযাদারের মুখে ধোঁয়া বা

1. মাজমু ফাতাওয়া ও বিভিন্ন প্রবন্ধ ৫/২৭৯

2. ইসলামী ফাতাওয়া, সংকলন: শাইখ মুহাম্মাদ মুসনেদ ২/১২৫ ও মাজমু ফাতাওয়া ও বিভিন্ন প্রবন্ধ ১৫/৩১৩

ইনহেলার ব্যবহার করার হুকুম কি?

উত্তরঃ উহা ব্যবহার করতে যদি একান্ত বাধ্য হয়, তবে তা ব্যবহার করা বৈধ। কেননা সূরা আনআমে আল্লাহ বলেন,

وَقَدْ فَضَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرَّرْتُمْ إِلَيْهِ

আল্লাহ তোমাদের উপর যা হারাম করেছেন তা তিনি বিস্তারিত বর্ণনা করে দিয়েছেন, তবে যে বিষয়ে তোমরা অপারগ হও, (তা হারাম হলেও অপারগতার কারণে সাময়িকভাবে হুকুম স্থগিত হয়ে যাবে। অর্থাৎ সাময়িকভাবে হালাল হবে।) (আনআমঃ ১১৯)

তাছাড়া এটা খাদ্য বা পানীয় বস্তুর সদৃশ্য নয়। পরীক্ষার জন্য শরীর থেকে রক্ত বের করলে এবং খাদ্যের কাজ করে না এমন সাধারণ ইঞ্জেকশন করলে যেমন রোযার ক্ষতি হয় না, ইনহেলার এগুলোর মতই তাতেও রোযার কোন ক্ষতি হবে না।

প্রশ্নঃ রোযা রেখে ভুলক্রমে কেউ যদি পানাহার করে ফেলে, তার রোযার হুকুম কি?¹

উত্তরঃ এ অবস্থায় তার কোন সমস্যা নেই। তার রোযা বিশুদ্ধ হবে। কেননা আল্লাহ তায়ালা সূরা বাকারার শেষাংশে বলেছেন,

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা যদি ভুলে যাই বা ভুল করে ফেলি তবে আমাদের পাকড়াও করো না। (বাকারাঃ ২৮৬) আর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে

1 . কিতাব তোহফাতুল ইখওয়ান প্রশ্ন নং ১৫। মাজমু ফাতাওয়া ও বিভিন্ন প্রবন্ধ ১৫/২৯১, ২৯২।

বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, আল্লাহ বলেছেন, আমি তাই করলাম। অর্থাৎ আমি এরূপ ভুলের কারণে পাকড়াও করব না।¹

আবু হারাইরা (রাঃ) থেকে আরো বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

রোযা রেখে যে ব্যক্তি ভুলক্রমে খায় বা পান করে, সে যেন তার রোযা পূর্ণ করে ফেলে। কেননা আল্লাহই তাকে খাইয়েছে ও পান করিয়েছে।²



-
- 1 . মুসলিম, অধ্যায়ঃ ঈমান। অনুচ্ছেদ: বান্দার সাধের বাইরে কোন কিছু আল্লাহ চাপিয়ে দেন না। হা/১২৬। হাদীছটি ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন।
 - 2 . বুখারী, অধ্যায়ঃ সওম। অনুচ্ছেদ: রোযাদার যদি ভুলক্রমে পানাহার করে। হা/১৯৩৩। আরো বর্ণনা করেছেন শপথ ও মাল্লত অধ্যায়ে, হা/৬৬৬৯। মুসলিম, অধ্যায়ঃ সিয়াম। অনুচ্ছেদ: ভুলক্রমে খেলে, পান করলে এবং স্ত্রী সহবাস করলে রোযা নষ্ট হবে না। হা/১১৫৫।

রোযাদারের শীরা ও পেশীতে ইঞ্জেকশন করার হুকুমঃ

প্রশ্নঃ রোযাদারের শীরা ও পেশীতে ইঞ্জেকশন ব্যবহার করার হুকুম কি? উভয় ইঞ্জেকশনের মধ্যে কি কোন পার্থক্য আছে?¹

উত্তরঃ বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে উভয় প্রকার ইঞ্জেকশনে রোযা নষ্ট হবে না। যে ইঞ্জেকশনে রোযা ভঙ্গ হবে তা হচ্ছে স্যালাইন যা খাদ্যের স্ফুলাভিষিক্ত। অনুরূপভাবে পরীক্ষার জন্য রক্ত নিলে রোযা ভঙ্গ হবে না। কেননা সেটা হাজামা বা শিঙ্গা লাগানোর অনুরূপ নয়। কিন্তু শিঙ্গা যে লাগাবে এবং যার লাগানো হবে, উভয়েরই রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। অবশ্য এ মতটি উলামাদের দুটির মতের মধ্যে সর্বাধিক বিশুদ্ধ। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে শিঙ্গা লাগায় এবং যার লাগানো হয়, উভয়ের রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে।²



-
- ১ . কিতাব তোহফাতুল ইখওয়ান পৃঃ ১৩। মাজমু ফাতাওয়া ও বিভিন্ন প্রবন্ধ ১৫/২৫৮।
 - ২ . হাদীছের এই বাক্যটি কয়েকজন সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে। যেমন ছাওবান রাঃ থেকে বর্ণিত হাদীছটি উল্লেখ করেছেন ইমাম আহমাদ ৫/২৭৬। ইমাম আহমাদ বলেন, এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীছগুলোর মধ্যে এটিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ।
অনুরূপ এই হাদীছটি ইমাম আহমাদ আরো বর্ণনা করেছেন রাফে' বিন খাদীজ (রাঃ) থেকে ৩/৪৬৫।
আরো বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ সিয়াম। অনুচ্ছেদঃ রোযাদারের শিঙ্গা লাগানো। হা/২৩৬৭-২৩৭১। তিরমিযী, অধ্যায়ঃ রাসূল সাঃএর সওম। অনুচ্ছেদঃ রোযাদারের শিঙ্গা লাগানো অনুচিত। হা/৭৭৪।

পেষ্টি দিয়ে দাঁত মাজা ও ঔষধের ড্রপ ব্যবহারের হুকুমঃ

প্রশ্নঃ রোযাদারে দাঁত মাজার পেষ্টি, কান, নাক ও চোখের ড্রপ ব্যবহার হুকুম কি? এগুলো ব্যবহার করতে গিয়ে যদি গলায় স্বাদ অনুভব করে, তবে কি করবে?^১

উত্তরঃ পেষ্টি দিয়ে দাঁত পরিস্কার করলে রোযা ভঙ্গ হবে না। তা মেসওয়াকের মতই। তবে যাতে পেটে কোন কিছু প্রবেশ না করে সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। অবশ্য অনিচ্ছাকৃতভাবে কোন কিছু ঢুকে গেলে তার জন্য রোযা কাযা করতে হবে না।

অনুরূপ হুকুম হচ্ছে চোখ ও কানে ড্রপ ব্যবহার করার ব্যাপারে। উলামাদের দুটি মতের মধ্যে বিশুদ্ধ মতানুযায়ী ড্রপ ব্যবহারে রোযার ক্ষতি হয় না। তবে গলায় যদি ড্রপের স্বাদ অনুভব করে সতর্কতা বশতঃ কাযা আদায় করা উত্তম। তবে ওয়াজিব নয়। কেননা ঐ দুটি স্থান (চোখ ও কান) খাদ্য ও পানীয় ভিতরে প্রবেশ করার রাস্তা নয়।

কিন্তু নাকে ড্রপ ব্যবহার করা জায়েয নয়। কেননা নাক হচ্ছে খাদ্য-পানীয় ভিতরে প্রবেশ করার রাস্তা। এ জন্যে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লাকীত বিন সাবুরা (রাঃ)কে বলেছেন, ওয়ু করার সময় নাকে অতিরিক্ত পানি প্রবেশ করাবে, তবে সিয়াম অবস্থায় থাকলে এরূপ করবে না।^২

১ . কিতাব তোহফাতুল ইখওয়ান পৃঃ ১৫। মাজমু ফাতাওয়া ও বিভিন্ন প্রবন্ধ ১৫/২৬০।

২ . আবু দাউদ। অধ্যায়ঃ তাহরাত বা পবিত্রতা। অনুচ্ছেদঃ নাক ঝাড়া। হা/৭৮৮। তিরমিযী, অধ্যায়ঃ রাসূলুল্লাহ সা,এর সওম। অনুচ্ছেদঃ রোযাদারের বেশী করে নাকে পানি প্রবেশ করানো মাকরুহ হা/৮৭। ইবনে মাজাহ, অধ্যায়ঃ পবিত্রতা ও তার সুন্নাত সমূহ। অনুচ্ছেদঃ বেশী করে নাকে পানি প্রবেশ করানো। হা/ ৪০৭।

অতএব কেউ যদি নাকে ড্রপ ব্যবহার করে তবে এই হাদীছের ভিত্তিতে সে রোযা কাযা আদায় করবে। একই হুকুম অন্যান্য বস্তুর ক্ষেত্রে যার কারণে গলায় স্বাদ অনুভব করবে। (আল্লাহই সকল তাওফীক দাতা)



حكم شَمِّ رائحة الطيب والعود

আতর-সুগন্ধি ও ধূপের ঘ্রাণ নেয়ার হুকুম

প্রশ্নঃ রোযাদারের আতর-সুগন্ধি ও ঘ্রাণযুক্ত কাঠ (ধূপ) জ্বালিয়ে তার সুঘ্রাণ নাকে নেয়ার হুকুম কি?¹

উত্তরঃ ধূপ ব্যতীত অন্যান্য সুগন্ধির সুবাস গ্রহণ করা রোযাদারের জন্য কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু ধূপ জ্বালিয়ে তার ঘ্রাণ নাকে নেয়া যাবে না। কেননা কোন কোন বিদ্বান মনে করেন, এতে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। এই সুগন্ধি অনেক শক্তিশালী, এটা মগজ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। কিন্তু অনিচ্ছাকৃতভাবে দূর থেকে ধূপের ঘ্রাণ নাকে পৌঁছলে রোযার ক্ষতি হবে না।

প্রশ্নঃ রামাযানে দিনের বেলায় আতর-সুগন্ধি ব্যবহার ও (ধূপ) জ্বালিয়ে ঘ্রাণ নাকে নেয়ার হুকুম কি?²

উত্তরঃ আতর-সুগন্ধি ব্যবহার করা জায়েয, তবে শর্ত হচ্ছে ঘূপের ঘ্রাণ সরাসরি নাকে নিবে না।



1 . মাজমু ফাতাওয়া ও বিভিন্ন প্রবন্ধ ১৫/২৬৬-২৬৭।

2 . মাজমু ফাতাওয়া ও বিভিন্ন প্রবন্ধ ১৫/২৬৭। ফতোয়া ইসলামিয়াঃ ২/১২৮।

حكم استعمال الكحل وأدوات التجميل في نهار رمضان

রামাযানের দিনের বেলায় সুরমা ও প্রসাধনী ব্যবহার করার হুকুমঃ¹

প্রশ্নঃ রোযা রেখে নারীদের দিনের বেলায় সুরমা ও সাজগোজের প্রসাধনী ব্যবহার করার হুকুম কি? এগুলো কি রোযা নষ্ট করবে?

উত্তরঃ উলামাদের দুটি মতের মধ্যে বিশুদ্ধ মতটি হচ্ছে, সুরমা ব্যবহার নারী-পুরুষ কারো জন্যই রোযা ভঙ্গের কারণ নয়। কিন্তু রোযাদারের জন্য সুরমা রাতে ব্যবহার করা উত্তম।

একই হুকুম হচ্ছে সাবান, তৈল প্রভৃতি দ্বারা মুখের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা। কেননা এগুলো চামড়ার বাইরের সাথে সম্পর্কিত। একই হুকুম প্রসাধনী ও মেহদী প্রভৃতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে। এসব কিছু রোযাদার নারী-পুরুষের জন্য কোন অসুবিধা নেই। তবে সাবধান! প্রসাধনীতে মুখমণ্ডলের যদি ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে তা থেকে দূরে থাকাই বাঞ্ছনীয়। আল্লাহই তাওফীক দাতা।



1 . আদ দাওয়া পত্রিকায় উত্তরটি প্রকাশিত হয়। এটা পাওয়া যাবে, মাজমু ফাতাওয়া ও বিভিন্ন প্রবন্ধ পুস্তকে ১৫/২৫৯-২৬০

الغيبة والنميمة والسب معاصي تخرج الصوم وتضعف الأجر

গীবত, চুগলখোরী, গালিগালাজ প্রভৃতি অন্যায় কাজ রোযাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং রোযার ছোয়াবকে দুর্বল করে দেয়।

প্রশ্নঃ মানুষের গীবত করলে কি রোযা নষ্ট হয়ে যাবে?¹

উত্তরঃ গীবত করলে রোযা নষ্ট হয় না। গীবত বলা হয়, মানুষের দোষ-ত্রুটি তার অসাম্প্রদায়িকতার অন্যের কাছে উল্লেখ করা। এটা বড় গুনাহের কাজ। কেননা আল্লাহ বলেছেন,

وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا

তোমাদের একজন আরেকজনের গীবত করবে না। (হুজুরাতঃ ১২)

অনুরূপ কথা হচ্ছে, চুগোলখোরী, গালিগালাজ, মিথ্যাচারিতা প্রভৃতি অপরাধের ক্ষেত্রে। এগুলো রোযা ভঙ্গ করে না। কিন্তু অনেক বড় বড় অপরাধ। রোযা অবস্থায় এবং সাধারণ অবস্থায় এসব থেকে বিরত ও সতর্ক থাকা অপরিহার্য। এ অপরাধগুলো রোযা ভঙ্গ না করলেও রোযাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে অর্থাৎ তার ছোয়াবকে নষ্ট করে দেয়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, **مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ**, **أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ** যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা, মিথ্যার কারবার এবং অজ্ঞতা পরিহার না করবে, তার পানাহার ত্যাগ করার কোন দরকার নেই আল্লাহর কাছে।² (বুখারী)

১ . মাজমু ফাতাওয়া ও বিভিন্ন প্রবন্ধ ১৫/৩২০।

২ . বুখারী, অধ্যায়ঃ সওম, অনুচ্ছেদঃ রোযা রেখে যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও তার কারবার

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আরো বলেছেন,
 «الصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَزُفْتُ وَلَا
 يَصْحَبُ، فَإِنْ سَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، فَلْيُقِلْ: إِنِّي صَائِمٌ»

সিয়াম হচ্ছে ঢাল স্বরূপ। যখন কারো সওমের দিন হবে, তখন সে যেন স্ত্রী সহবাস না করে, বাজে কাজে লিপ্ত না হয়, কেউ যদি গালিগালাজ করে অথবা মারামারি করতে আসে, তাকে বলবে আমি রোযাদার। (বুখারী ও মুসলিম)^১ এ অর্থবোধক অনেক হাদীছ আছে।

রোযাদারের পরনারীর প্রতি দৃষ্টিপাত ও তাদের সাথে মুসাফাহা

প্রশ্নঃ কোন রোযাদার যদি ইচ্ছাকৃতভাবে পরনারীর সৌন্দর্য, তার পোষাক ও শরীরের দিকে তাকায়, তবে কি তার রোযা ভেঙ্গে যাবে? নাকি এই দৃষ্টিপাত এমন মাকরুহ পর্যায়ের যে আল্লাহ তার রোযা কবুল করবেন এবং তার দৃষ্টিকে ক্ষমা করে দিবেন। আমরা এ বিষয়ে ফতোয়া চাই। আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন।^২

উত্তরঃ রোযাদার বেরোযাদার সকলের জন্য পরনারীর দিকে তাকানো হারাম। এই তাকানো যদি উত্তেজনার সাথে হয়, তবে এই হারাম আরো কঠোর পর্যায়ের। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন,

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى
 لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

বর্জন না করে। হা/১৯০৩।

১ . বুখারী, অধ্যায়ঃ সওম, অনুচ্ছেদঃ কেউ কি বলতে পারে আমি রোযাদার? হা/১৯০৪।
 মুসলিম, অধ্যায়ঃ সিয়াম, অনুচ্ছেদঃ সিয়ামের ফযীলত। হা/১১৫১। আবু হুরাইরা (রাঃ)
 থেকে বর্ণিত।

২ . মাজমু ফাতাওয়া ও বিভিন্ন প্রবন্ধ ১৫/৩২০।

আপনি মুমিন পুরুষদের বলুন, তারা যেন পরনারী থেকে তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং যৌনাঙ্গের হেফাযত করে। তথা ব্যভিচারে লিপ্ত না হয়। (নূরঃ ৩০)

তাছাড়া অবাধভাবে তাকানো অশ্লীলতায় পতিত হওয়ার উপকরণ। অতএব দৃষ্টি নত রাখা ওয়াজিব এবং ফেতনার কারণ থেকে সতর্ক থাকা অপরিহার্য। কিন্তু এই দৃষ্টিপাত রোযা ভঙ্গ করবে না। অবশ্য দৃষ্টিপাতের কারণে কারো যদি বীর্যপাত ঘটে যায়, তবে বীর্যপাত রোযা ভঙ্গ করে দিবে। তখন রোযা ফরয হলে কাযা করা আবশ্যিক হয়ে যাবে। (আল্লাহই তাওফীক দাতা)

প্রশ্নঃ রামাযানে রোযা রেখে পরনারীর সাথে মুসাফাহা ও তার সাথে কথা বলার হুকুম কি? এতে কি রোযাদার পুরুষ-নারী উভয়েরই রোযা নষ্ট হয়ে যাবে এবং রোযা ক্ষতিগ্রস্ত হবে? এ ব্যাপারে দিক নির্দেশনা কামনা করছি। এত কি কাফফারা আবশ্যিক হবে?^১

উত্তরঃ পরনারীর সাথে মুসাফাহা করা জায়েয নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, «إِنِّي لَا أَصَافِحُ النِّسَاءَ» আমি নারীদের সাথে মুসাফাহা করি না।^২

আয়েশা (রাঃ) বলেন,
«وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ،

১ . মাজমু ফাতাওয়া ও বিভিন্ন প্রবন্ধ ১৫/২৬৯।

২ . মুসনাদে আহমাদ, ৬/৩৫৭। উমাইমা বিনতে রুকাইয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নাসাঈ, অধ্যায়ঃ নারীদের বাইয়াত, হা/৪১৮১। ইবনে মাজাহ, অধ্যায়ঃ নারীদের বাইয়াত, হা/২৮৭৪। আলবানী হাদীছটিকে সহীহ বলেছেন, সিলসিলা সহীহা, হা/৫২৯।

مَا كَانَ يُبَايِعُهُنَّ إِلَّا بِالْكَلامِ»

আল্লাহর কসম রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর হাত কোন পরনারী হাত স্পর্শ করেনি। তিনি মৌখিকভাবে নারীদের থেকে বাইয়াত নিতেন।¹

তবে মাহরাম নারী যেমন ভগ্নি, ফুফু, খালা ইত্যাদির সাথে মোসাফাহা করতে কোন অসুবিধা নেই।

পরনারীর সাথে কথা বলা যাবে। তবে শর্ত হচ্ছে, কথা বৈধ হতে হবে। কোন সন্দেহ ও সংশয়ের সুযোগ থাকা চলবে না। যেমন তার পিতা বা সন্তানদের অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাওয়া। অথবা প্রতিবেশী হিসেবে বিশেষ কোন প্রয়োজনের কথা জিজ্ঞেস করা ইত্যাদি। এতে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু কথা যদি ফেতনা-ফাসাদ তথা প্রেম-ভালোবাসা সংক্রান্ত হয়, অথবা কোন অবৈধ ডেটিং হয়, অথবা তার সামনে নারীর শরীরের কোন অঙ্গ উন্মোচন করা হয়, তবে এসব কিছুই নাজায়েয ও হারাম।

কিন্তু কথা-বার্তা যদি পর্দা রক্ষা করে হয়, সন্দেহ-সংশয় থেকে মুক্ত থাকে এবং সেখানে প্রবৃত্তির চাহিদা না থাকে, তবে উভয়ের কোন অসুবিধা নেই। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) নারীদের সাথে কথা বলেছেন, নারীরাও তাঁর সাথে কথা বলেছেন।

তবে কথা বললে, সিয়াম বিশুদ্ধ থাকবে। মুসাফাহা বা কথা-বার্তা সিয়ামের ক্ষতি করবে না। কিন্তু ঐ কারণে যদি বীর্যপাত ঘটে তাহলে রোযার ক্ষতি হবে, সিয়াম বাতিল হয়ে যাবে এবং গোসল

1 . বুখারী, অধ্যায়ঃ তাফসীর, অনুচ্ছেদঃ আল্লাহর বাণী, তোমাদের নিকট যদি মুমিন নারীগণ হিজরত করে আগমণ করে.. (মুমতাহানাঃ ১০)এর তাফসীর। হা/৪৮৯১। মুসলিম, অধ্যায়ঃ ইমারত, অনুচ্ছেদঃ নারীদের থেকে বাইয়াত নেয়ার নিয়মঃ হা/১৮৬৬।

ওয়াজিব হবে। আর সিয়াম ওয়াজিব হলে তা কাযা আদায় করা আবশ্যিক হবে।

আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা থেকে সতর্ক থাকা সকল মুমিনের উপর ওয়াজিব। অতএব সে কোন পরনারীর সাথে মুসাফাহা করবে না, যৌন উত্তেজনা মূলক কোন কথা বলবে না, তার সৌন্দর্যের দিকে তাকাবে না। কেননা আল্লাহ বলেছেন,

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى
لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

হে নবী! মুমিন পুরুষদের বলে দাও তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি সংযত করে রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। এটি তাদের জন্য বেশী পবিত্র পদ্ধতি। যা কিছু তারা করে আল্লাহ তা জানেন। (নূরঃ ৩০)

অতএব মুমিন যেখানেই থাক ফেতনা ও অকল্যাণের সকল উপায়-উপকরণ থেকে নিজেকে হেফায়ত রাখবে। সকল মুসলিমের জন্য আল্লাহর নিকট শান্তি ও নিরাপত্তা কামনা করছি।



زكاة الفطر صاع من قوت البلد

ফিতরা শহরের প্রধান খাদ্য থেকে এক সা পরিমাণঃ

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূল তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবায়ে কেরামের প্রতি।

ফিতরা সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, চাউল দিয়ে ফিতরা আদায় করা যাবে কি না? আর খাদ্য বস্তুর পরিবর্তে নগদ অর্থ দেয়া যাবে কি?¹

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি যাকাতুল ফিতর মুসলিমদের উপর ফরয করেছেন। আর তা হচ্ছে এক সা' পরিমাণ খেজুর অথবা এক সা' পরিমাণ যব। আর নির্দেশ দিয়েছেন মানুষের ঈদের নামাযে বের হওয়ার পূর্বেই তা আদায় করা।² বুখারী ও মুসলিমে আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)এর যুগে যাকাতুল ফিতর আদায় করতাম এক সা পরিমাণ খাদ্য অথবা এক সা পরিমাণ যব বা এক সা পরিমাণ খেজুর বা এক সা পরিমাণ পণির অথবা এক সা পরিমাণ কিসমিস।³ একদল বিদ্বান ব্যাখ্যা করেছেন

-
- 1 . মাজমু ফতোয়া শাইখ বিন বায ৫/৯২, ৯৩। সংকলন, ত্বাইয়্যার ও আহমাদ বায। মাজমু ফাতাওয়া ও বিভিন্ন প্রবন্ধ ১৪/২০০।
 - 2 . বুখারী, অধ্যায়ঃ যাকাত, অনুচ্ছেদঃ যাকাতুল ফিতর। হা/১৫০৩। মুসলিম, অধ্যায়ঃ যাকাত, অনুচ্ছেদঃ মুসলিমদের উপর যাকাতুল ফিতর খেজুর, যব ইত্যাদি দিয়ে। হা/৯৮৪। ইবনে ওমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত।
 - 3 . বুখারী, অধ্যায়ঃ যাকাত, অনুচ্ছেদঃ যাকাতুল ফিতর ফরয। হা/১৫০৬। মুসলিম, অধ্যায়ঃ যাকাত, অনুচ্ছেদঃ মুসলিমদের উপর যাকাতুল ফিতর খেজুর, যব ইত্যাদি দিয়ে। হা/৯৮৫।

যে এই হাদীছে খাদ্য বলতে গমকে বুঝানো হয়েছে। বিদ্বানদের আরেকটি দল ব্যাখ্যা করেছেন যে, তা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে শহরের প্রসিদ্ধ বা প্রধান খাদ্য। তা যাই হোক গম বা ভুট্টা বা অন্য কিছু।

এটাই সঠিক নিয়মঃ কেননা যাকাতুল ফিতর হচ্ছে ধনীদের পক্ষ থেকে গরীবদের প্রতি সহমর্মিতা। আর শহরের প্রধান খাদ্য ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা সহমর্মিতা প্রকাশ করা মুসলিমের উপর ওয়াজিব নয়। সন্দেহ নেই যে চাউল সউদী আরবের প্রধান খাদ্য। এটা একটা উত্তম খাদ্য। হাদীছে যে যবের কথা এসেছে তার চেয়ে চাউল উত্তম। এ থেকে জানা গেল যে, যাকাতুল ফিতর হিসেবে চাউল প্রদান করলে কোন অসুবিধা নেই।

ওয়াজিব হচ্ছে যে কোন প্রকার খাদ্য এক সা পরিমাণ হতে হবে। আর তা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)এর যুগের সা'এর অনুরূপ হতে হবে। বর্তমানে প্রায় তিন কেজি পরিমাণ।

মুসলিম যদি চাউল প্রভৃতি দেশের প্রধান খাদ্য থেকে এক সা পরিমাণ যাকাতুল ফিতর প্রদান করে, তবে তা যথেষ্ট হবে। হাদীছে খাদ্যের যে সকল প্রকার উল্লেখ করা হয়েছে তা ছাড়া অন্য খাদ্য দ্বারাও ফিতরা আদায় করা বিশুদ্ধ মতানুযায়ী জায়েয। আর এক সা বা তার পরিমাণ প্রায় তিন কেজি খাদ্য প্রদান করলে কোন অসুবিধা নেই।

ওয়াজিব হচ্ছে মুসলিম নারী-পুরুষ, ছোট-বড়, স্বাধীন-কৃতদাস সকলের পক্ষ থেকে যাকাতুল ফিতর আদায় করা। তবে গর্ভস্থ সন্তানের পক্ষ থেকে ফিতরা আদায় করা সকল বিদ্বানের ঐক্যমতে ওয়াজিব নয়। তবে তা মুস্তাহাব। কেননা উছমান বিন আফফান (রাঃ)এরূপ করেছিলেন।

আরো ওয়াজিব হচ্ছে, ঈদের সালাত আদায় করার পূর্বে

ফিতরা আদায় করা। ঈদের সালাতের পর আদায় করা জায়েয নয়। তবে ঈদের এক দিন বা দুদিন পূর্বে ফিতরা আদায় করতে কোন বাধা নেই। এ থেকে জানা গেল, বিদ্বানদের বিশুদ্ধ মতানুযায়ী ফিতরা আদায় করার প্রথম ওয়াক্ত হচ্ছে আটাশ রামাযানের রাত। কেননা মাস কখনো ঊনত্রিশ দিনে হয়, কখনো তিরিশ দিনে হয়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)এর সাহাবীগণ ঈদের একদিন বা দুদিন পূর্বে ফিতরা বের করতেন।

ফিতরা বন্টনের খাত হচ্ছে ফকীর ও মিসকীন শ্রেণির মানুষ। ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন,

« فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ فَمَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ »

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) যাকাতুল ফিতর রোযাদারকে অশ্লীলতা ও বাজে বিষয় থেকে পবিত্র করার জন্য এবং মিসকীনদের জন্য খাদ্য স্বরূপ ফরয করেছেন। যে ব্যক্তি ঈদের সালাতের পূর্বে আদায় করবে তার ফিতরা যাকাত হিসেবে কবুল হবে। আর যে ব্যক্তি সালাতের পর আদায় করবে, তার জন্য উহা একটি সাধারণ সাদকা হিসেবে গণ্য হবে।¹

অধিকাংশ বিদ্বানদের মতে যাকাতুল ফিতরের মূল্য তথা নগদ অর্থ আদায় করা জায়েয নয়। দলীলের ভিত্তিতে এ মতটিই অধিক বিশুদ্ধ। ওয়াজিব হচ্ছে ফিতরা হিসেবে খাদ্য বস্তু প্রদান করবে।

1 . আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ যাকাত, অনুচ্ছেদঃ যাকাতুল ফিতর হা/১৬০৯। ইবনে মাজাহ, অধ্যায়ঃ যাকাত, অনুচ্ছেদঃ যাকাতুল ফিতর হা/১৮২৭।

যেমনটি করেছেন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর সাহাবীগণ। তাই এ মত পোষণ করেছেন উম্মতে মুহাম্মাদীর অধিকাংশ বিদ্বান।

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি আমাদেরকে এবং সকল মুসলিমকে তাঁর দ্বীনের সঠিক জ্ঞান দান করেন এবং তার উপর অটল থাকার তাওফীক প্রদান করেন। তিনি আমাদের অন্তর ও আমলগুলো বিশুদ্ধ করে দেন। নিশ্চয় তিনি মহান দাতা সম্মানিত। সাল্লাল্লাহু আলা নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি।



أحكام الزيارة وآدابها যিয়ারতের নিয়ম ও আদব^১

মদীনা শরীফে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)এর মসজিদ হজ্জের পূর্বে পরে সকল সময় যিয়ারত করা সুন্নাত। কেননা বুখারী ও মুসলিমে এসেছে, আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

আমার এই মসজিদে এক নামায মসজিদে হারাম ব্যতীত অন্যান্য মসজিদে এক হাজার নামাযের চেয়ে উত্তম।^২

ইবনে ওমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আমার এই মসজিদে এক নামায মসজিদে হারাম ব্যতীত অন্য মসজিদে এক হাজার নামাযের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। (মুসলিম)^৩

আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আমার এই মসজিদে এক নামায অন্য মসজিদে এক হাজার নামাযের চেয়ে উত্তম। তবে মসজিদে হারাম ব্যতীত। মসজিদে হারামে এক নামায এ মসজিদে একশত নামাযের চেয়ে বেশী উত্তম।^৪

১ . দ্রঃ মাজমু ফাতাওয়া ১৬/৯৯-১১৭

২ . বুখারী, অধ্যায়ঃ দরুদ পড়ার ফযীলত। অনুচ্ছেদঃ মক্কা ও মদীনার মসজিদে নামায পড়ার ফযীলত। হা/১১৯০। মুসলিম, অধ্যায়ঃ হজ্জ, অনুচ্ছেদঃ মক্কা ও মদীনার মসজিদে নামায পড়ার ফযীলত। হা/১৩৯৪।

৩ . মুসলিম, অধ্যায়ঃ হজ্জ, অনুচ্ছেদঃ মক্কা ও মদীনার মসজিদে নামায পড়ার ফযীলত। হা/১৩৯৫।

৪ . আহমাদ (৪৫) ইবনে হিব্বান হা/১৬১৮।

জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, **« صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيْمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيْمَا سِوَاهُ »** আমার এই মসজিদে এক নামায অন্য মসজিদে একহাজার নামাযের চেয়ে উত্তম, মসজিদে হারাম ব্যতীত। কেননা মসজিদে হারামে এক নামায অন্য মসজিদে এক লক্ষ নামাযের চেয়ে উত্তম।¹

এ অর্থে অনেক হাদীছ আছে।

মসজিদে নববীর যিয়ারতকারী মসজিদে প্রবেশ করার সময় প্রথমে ডান পা আগে বাড়াবে এবং এই দুয়াটি পড়বে:

« أَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ »

অর্থঃ মহান আল্লাহর নিকট তাঁর সম্মানিত সত্ত্বা এবং চিরস্থায়ী রাজত্বের উসিলায় বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! তোমার রহমতের দরজাসমূহ আমার জন্য খুলে দাও।

অন্যান্য মসজিদে প্রবেশ করার মতই মসজিদে নববী প্রবেশ করার দুয়া। এর জন্য আলাদা বিশেষ কোন দুয়া নেই।

তারপর দু রাকাত সালাত আদায় করবে। এরপর দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ চেয়ে যে কোন দুয়া করবে। যদি রওযা শরীফে গিয়ে সালাত পড়তে পারে, তবে আরো উত্তম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, **« مَا بَيْنَ بَيْتِيْ وَمَنْبَرِيْ رَوْضَةٌ مِنْ »**

1 আহমাদ ৩/৩৪৩, ২৯৮। ইবনে মাজাহ, অধ্যায়ঃ নামায কায়েম করা এবং তাতে সুনাত, অনুচ্ছেদঃ মসজিদে হারামে সালাতের ফযীলত। হা/ ১৪০৬।

«رِيَاضِ الْجَنَّةِ» আমার গৃহ ও মিসরের মধ্যবর্তী স্থান হচ্ছে জান্নাতের একটি বাগিচা।¹

সালাতের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কবর ও তাঁর দু সাহাবী আবু বকর ও ওমার (রাঃ)এর কবর যিয়ারত করবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কবরের সামুখে আদব, সম্মানের সাথে দাঁড়াবে এবং নীচু আওয়াজে তাঁকে সালাম দিবে। বলবে, আস সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। হাসান সনদে আবু দাউদে এভাবেই সালামের বিবরণ বর্ণিত হয়েছে। আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, «مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدُّ عَلَيْهِ السَّلَامَ» «যে কেউ আমাকে যখন সালাম দিবে, তখন আল্লাহ আমার রুহ ফিরিয়ে দিবেন, তখন আমি তার সালামের জবাব দিব।²

যিয়ারতকারী যদি এভাবে সালাম বলে তাতেও কোন অসুবিধা নেইঃ

আস সালামু আলাইকা ইয়া নাবিয়্যালাহ, আস সালামু আলাইকা ইয়া খিয়ারাতালাহি মিন খালকিহি, আস সালামু আলাইকা ইয়া সাইয়েদুল মুরসালিন, ইমামুল মুত্তাকীন। আশহাদু আন্নাকা বাল্লাগতার রিসালাহ, ওয়া আদায়তাল আমানাহ, ওয়া নাসাহতাল উম্মাহ। ওয়া জাহাদতা ফিল্লাহি হাক্কাজ্জাহাদিহি।

এগুলো সবই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর

1 বুখারী, অধ্যায়ঃ নফল নামায, অনুচ্ছেদঃ কবর ও মিসরের মাঝে সালাতের মর্যাদা। হা/১১৩৭, ১৩৮। মুসলিম, অধ্যায়ঃ হজ্জ, অনুচ্ছেদঃ কবর ও মিসরের মাঝে জান্নাতের একটি বাগিচা। হা/১৩৯০, ১৩৯১। আবদুল্লাহ বিন যায়েদ আল মাযেনী (রাঃ) থেকে বর্ণিত।

2 . আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ মানাসেক, অনুচ্ছেদঃ কবর যিয়ারত। হা/২০৪১।

গুণাবলী। তাঁর উপর দরুদ পাঠ করবে। তাঁর জন্য দুয়া করবে। দরুদ ও সালাম একত্রিত বলাটাই শরীয়তের সিদ্ধান্ত। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

নিশ্চয় আল্লাহ এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর উপর দরুদ পড়েন। হে মুমিনগণ তোমরাও তাঁর উপর দরুদ পাঠ কর এবং সালাম দাও। (আহযাবঃ ৫৬)

তারপর আবু বকর ও ওমার (রাঃ)কে সালাম দিবে। তাঁদের জন্য দুয়া করবে এবং তাঁদের উপর আল্লাহর সন্তুষ্টির দুয়া করবে।

ইবনে ওমার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে এবং তাঁর দু সাহাবীকে সালাম দেয়ার সময় বলতেনঃ

আস সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আস সালামু আলাইকা ইয়া আবাবাকর, আস সালামু আলাইকা ইয়া আবাতাহ।^১ তারপর তিনি চলে যেতেন।

এই যিয়ারতের অনুমতি শুধু পুরুষদের জন্য। নারীদের কোন ধরনের কবর যিয়ারতে যাওয়া যাবে না। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সহীহ সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে, «لَعَنَ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَالْمَتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالشُّرُجَ» তিনি কবর যিয়ারতকারীনী এবং যারা কবরে মসজিদ বানায় ও বাতি জালায় তাদেরকে লানত করেছেন।^২

১ . বাইহাকী সুনানে কুবরা। হা/ ১০৫৭০, (২/২৪৬)

২ . আহমাদ, ১/৩৩৭। আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ জানাযা, অনুচ্ছেদঃ নারীদের কবর যিয়ারত, হা/৩২৩৬। তিরমিযী, অধ্যায়ঃ সালাতের সময়, অনুচ্ছেদঃ কবরে মসজিদ বানানো নিষেধ, হা/৩২০। নাসাঈ, অধ্যায়ঃ রাতের ও দিনের নফল নামায, অনুচ্ছেদঃ কবরে

কিন্তু মদীনার মসজিদে সালাত আদায় করা ও সেখানে দুয়া প্রভৃতি যা অন্যান্য মসজিদেও জায়েয সে উদ্দেশ্যে মদীনা গমন করা পুরুষ-নারী সকলের জন্যেই জায়েয।

যিয়ারতকারীর জন্য সুন্নাতে হচ্ছে মসজিদে নববীতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায যতদূর সম্ভব জামাআতের সাথে আদায় করা, বেশী বেশী দুয়া ও যিকির করা এবং অন্যান্য নফল নামায সমূহও আদায় করা।

রওযা শরীফে বেশী বেশী নফল নামায পড়া মুস্তাহাব। কেননা রওযার ফযীলত সম্পর্কে পূর্বে হাদীছ বর্ণনা করা হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, «مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِثْبَرِي» «رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ» আমার গৃহ ও মিস্বরের মধ্যবর্তী স্থান হচ্ছে জান্নাতের একটি বাগিচা।¹

কিন্তু ফরয নামাযের জন্য যিয়ারতকারী এবং অন্য মুসল্লীদের জন্য উচিত হচ্ছে, সামনের দিকে অগ্রসর হওয়ার এবং সাধ্যানুযায়ী প্রথম কাতারের দিকে নামায পড়তে আগ্রহী থাকা।

অনেক সহীহ হাদীছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথম কাতারে সালাত আদায় করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। যেমন: তিনি বলেছেন,

«لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهْمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهْمُوا»

বাতি জালানো নিষেধ, হা/২০৪৩। ইবনে মাজাহ, অধ্যায়ঃ জানাযা, অনুচ্ছেদঃ নারীদের কবর যিয়ারত নিষেধ। হা/১৫৭৫।

- বুখারী, অধ্যায়ঃ নফল নামায, অনুচ্ছেদঃ কবর ও মিস্বরের মাঝে সালাতের মর্যাদা। হা/১১৩৭, ১৩৮। মুসলিম, অধ্যায়ঃ হজ্জ, অনুচ্ছেদঃ কবর ও মিস্বরের মাঝে জান্নাতের একটি বাগিচা। হা/১৩৯০, ১৩৯১। আবদুল্লাহ বিন য়ায়েদ আল মাযেনী (রাঃ) থেকে বর্ণিত।

মানুষ যদি জানত আযান দেয়ায় এবং প্রথম কাতারে নামায আদায় করলে কি ফযীলত আছে, তবে (কে আযান দিবে আর কে প্রথম কাতারে নামায পড়বে তা নির্ধারণ করার জন্য) লটারী করা ছাড়া তারা কোন উপায় পেত না, তখন লটারী করতে বাধ্য হত। (বুখারী ও মুসলিম)¹

তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীদেরকে বলেছেন,

«تَقَدَّمُوا فَأَتَيْتُمَا بِي وَلِيَأْتِمَنَّ بِكُمْ مِّنْ بَعْدِكُم لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللَّهُ»

তোমরা সামনে অগ্রসর হয়ে আমার অনুসরণ কর, তোমাদের পরবর্তীরা তোমাদের অনুসরণ করবে। কোন জাতি পিছনে থাকাকে পছন্দ করলে, আল্লাহও তাদেরকে পিছনে রেখে দিবেন। (মুসলিম)²

আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন হাসান সনদে হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ عَنِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ»

কোন জাতি যদি প্রথম কাতার থেকে পিছনে থাকতেই থাকে, তবে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাদেরকে পেছনেই রেখে দিবেন এবং পরিশেষে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।³

1. বুখারী, অধ্যায়ঃ আযান, অনুচ্ছেদঃ আযানের জন্য লটারী করা। হা/ ৬১৫। মুসলিম, অধ্যায়ঃ সালাত, অনুচ্ছেদঃ কাতার সোজা করা, হা/৪৩৭। আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত।

2. মুসলিম, অধ্যায়ঃ সালাত, অনুচ্ছেদঃ কাতার সোজা করা, হা/৪৩৮। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত।

3 আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ সালাত, অনুচ্ছেদঃ নারীদের কাতার এবং প্রথম কাতার থেকে দূরে

তিনি তাঁর সাহাবীদের আরো বলেছেন, ফেরেশতারা যেভাবে তাদের পালনকর্তার সামনে কাতারবদ্ধ হয়, তোমরা কি সেভাবে কাতার করবে না? আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! ফেরেশতারা কিভাবে তাঁদের পালনকর্তার সামনে কাতারবদ্ধ হয়? তিনি বললেন, প্রথম দিকের কাতারগুলো তাঁরা পূর্ণ করেন এবং কাতারকে মিলিত করে দাঁড়ান। মুসলিম।¹

এ অর্থের হাদীছ অনেক রয়েছে। এ হাদীছগুলো যেমন মসজিদে নববীর জন্য প্রযোজ্য, অন্যান্য মসজিদের জন্যও তেমন প্রযোজ্য। সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীদেরকে কাতারের ডান দিকে দাঁড়াতে উদ্বুদ্ধ করতেন। আর এ কথা সকলের জানা যে, মসজিদে নববীতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে কাতারের ডান দিক ছিল রওয়া শরীফের বাইরের অংশ। এ থেকে জানা গেল, প্রথম কাতার ও কাতারের ডান দিকে দাঁড়ানোকে রওয়া শরীফে নামায আদায় করার চেয়ে অধিক প্রাধান্য দিতে হবে। রওয়া শরীফের চেয়ে এ দুটি বিষয়ের প্রতি যত্ন বেশী নিতে হবে। এ সংক্রান্ত হাদীছগুলো গভীরভাবে বুঝার চেষ্টা করলে যে কেউ একথা বুঝতে পারবে।

মসজিদে নববীতে গিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হুজরা শরীফকে স্পর্শ করা বা চুম্বন করা বা তার তাওয়াফ করা কোন মুসলিমের জন্য জায়েয নয়। কেননা এগুলো সালাফে সালেহীন থেকে প্রমাণিত নয়। তাই তা বিদআত ও গর্হিত কাজ।

নবীজীর কবরের কাছে গিয়ে কারো জন্য জায়েয নেই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে প্রয়োজন মেটানোর জন্য, বিপদ দূর করার জন্য বা রোগ মুক্তি ইত্যাদির জন্য

থাকা অপছন্দনীয় হওয়ার বর্ণনা, হা/৬৭৯। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত।

1 মুসলিম, অধ্যায়ঃ সালাত, অনুচ্ছেদঃ সালাতে স্থির থাকা, হা/৪৩০।

প্রার্থনা করা। কেননা এ সকল বিষয়ে প্রার্থনা করতে হবে একমাত্র আল্লাহর কাছে। আল্লাহ ব্যতীত কারো কাছে এগুলো প্রার্থনা করা আল্লাহর সাথে শিরক এবং তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যের ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। দীন ইসলাম দুটি মূল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিতঃ

প্রথমঃ আল্লাহ ব্যতীত কারো ইবাদত না করা।

দ্বিতীয়ঃ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল যে নিয়ম প্রণয়ন করেছেন তার বাইরে ইবাদত না করা।

এটাই হচ্ছে কালেমায়ে শাহাদতের অর্থ। আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল।

অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট শাফায়াত চাইবে না। কেননা শাফায়াতের মালিক একমাত্র আল্লাহ। তাই তিনি ব্যতীত কারো নিকট তা চাইবে না। আল্লাহ বলেন, **قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا** আপনি বলে দিন, সকল প্রকার শাফায়াত আল্লাহর অধিকারে। (যুমারঃ ৪৪)

এভাবে বলা যেতে পারেঃ হে আল্লাহ আমার ব্যাপারে তোমার নবীর শাফায়াত কবুল কর। হে আল্লাহ আমার ব্যাপারে তোমার ফেরেশতা এবং তোমার মুমিন বান্দাদের শাফায়াত কবুল কর। হে আল্লাহ আমার ব্যাপারে আমার ছোট শিশুদের শাফায়াত কবুল কর... ইত্যাদি।

কিন্তু মৃতের নিকট থেকে শাফায়াত বা অন্য কিছু চাইবে না। চাই তিনি নবী হোক বা অন্য কেউ। কেননা তা শরীয়ত সম্মত নয়। তাছাড়া মৃত ব্যক্তির সকল আমল বন্ধ হয়েছে, কয়েকটি ব্যতীত যা সহীহ হাদীছে বর্ণিত আছে।

আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ»

মানুষ মৃত্যু বরণ করলে তিনটি আমল ব্যতীত তার সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়। সাক্ষ্যে জারিয়া, উপকারী ইলম, সৎ সন্তানের দুয়া। (মুসলিম)^১

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবদ্দশায় ও কিয়ামত দিবসে তাঁর নিকট থেকে শাফায়াত তলব করা জায়েয। কেননা তিনি তা দিতে সক্ষম। তিনি আল্লাহর সামনে গিয়ে তলবকারীর জন্য তা চাইতে পারবেন। কিন্তু দুনিয়াতে ‘জীবিত’ মানুষের কাছে সুপারিশ চাওয়াটা স্বাভাবিক বিষয়। এটা তাঁর জন্য খাস নয়। যে কোন মানুষের কাছে যে কোন বিষয়ে আপনি সুপারিশ চাইতে পারেন। যে বিষয়ে ঐ ব্যক্তির ক্ষমতা আছে। যেমন কোন মুসলিম তার ভাইকে বলল, আপনি আমার জন্য আল্লাহর কাছে এই এই বিষয়ে সুপারিশ করুন। অর্থাৎ ঐ বিষয়ে আপনি আমার জন্য আল্লাহর কাছে দুয়া করুন। আর যার কাছে এটা তলব করা হল তার জন্য জায়েয আছে সে তার ভাইয়ের জন্য আল্লাহর কাছে চাইবে এবং সুপারিশ করবে। তবে শর্ত হচ্ছে ঐ বিষয়টি বৈধ হতে হবে।

কিন্তু কিয়ামত দিবসে আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কেউ কারো জন্য সুপারিশ করতে পারবে না। যেমন আল্লাহ বলেন, مَنْ ذَا الَّذِي

১ মুসলিম, অধ্যায়ঃ ওসিয়ত, অনুচ্ছেদঃ মানুষের মৃত্যুর পর যে ছোয়াব তার কাছে পৌঁছবে, হা/১৬৩১।

يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ “আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কে এমন আছে যে তাঁর কাছে সুপারিশ করবে।” (বাকারাঃ ২৫৫)

মানুষের মৃত্যুর পরের অবস্থাকে মৃত্যুর আগের অবস্থার সাথে তুলনা করা জায়েয নেই। এমনকি পুনরুত্থানের অবস্থার সাথেও তুলনা করা ঠিক নয়। কেননা মৃত্যুর সাথে সাথে আমল বন্ধ হয়ে গেছে এবং তার আমল নিয়ে সে চলে গেছে। তবে শরীয়ত যে সমস্ত আমলের কথা ব্যতীক্রম বলেছে তার কথা ভিন্ন। যেমনটি পূর্বের হাদীছে বলা হয়েছে। এখন মৃতের কাছ থেকে শাফায়াত তলব করাটা শরীয়তে ব্যতীক্রমী বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। অতএব অনুমদিত বিষয়গুলোর মধ্যে শাফায়াতকে शामिल করাটা জায়েয হবে না।

সন্দেহ নেই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যুর পর বারযাখী জীবনে শহীদদের চেয়েও উত্তম ও পরিপূর্ণ অবস্থায় আছেন। কিন্তু তাঁর ঐ জীবন মৃত্যুর পূর্বের জীবনের অনুরূপ নয়। এমনকি তাঁর বারযাখী জীবন কিয়ামত দিবসের জীবনেরও অনুরূপ নয়। তাঁর এই জীবনটার প্রকৃত অবস্থা ও পদ্ধতি কিরূপ তা আল্লাহ সুবহানাহু ছাড়া কেউ জানে না। এ জন্যে পূর্বে একটি হাদীছ উল্লেখ হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, «مَا

يَمْنَعُ أَحَدٌ يَسْلِمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ» যে কেউ আমাকে যখন সালাম দিবে, তখন আল্লাহ আমার রুহ ফিরিয়ে দিবেন, আর তখন আমি তার সালামের জবাব দিব।^১

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন। তাঁর রুহ মোবারক তাঁর শরীর মোবারক থেকে বের হয়ে গেছে। কিন্তু সালামের সময় তাঁর রুহ ফিরিয়ে দেয়া হয়। কুরআন-সুন্নাহতে

১ . আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ মানাসেক, অনুচ্ছেদঃ কবর যিয়ারত। হা/২০৪১।

অসংখ্য দলীল রয়েছে যা দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মৃত্যু সুপ্রমাণিত। এতে বিদ্বানগণ ঐক্যমত। কিন্তু এই মৃত্যু বারযাখী বা কবরের জীবনকে প্রত্যাখ্যান করে না। যেমন শহীদদের মৃত্যু তাদের বারযাখে বা কবরের মধ্যে জীবিত থাকাকে অস্বীকার করে না। যেমন আল্লাহ কুরআনে বলেছেন,

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

যারা আল্লাহর পথে (জিহাদে) নিহত হয় তাদেরকে তোমরা মৃত ধারণা করো না; বরং তারা আল্লাহর কাছে জীবিত, রিযিকপ্রাপ্ত। (আল ঈমরানঃ ১৬৯)

আমরা বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত কথা বললাম। কারণ দরকার আছে, অনেক মানুষ এ নিয়ে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করে মানুষকে শিরকের দিকে আহ্বান জানায় এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে মৃতদের ইবাদত করতে প্রয়াস চালায়।

শরীয়তের খেলাফ প্রতিটি বিষয় থেকে আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য এবং মুসলিমদের জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। সব বিষয়ে তিনি অধিক জ্ঞানী।

কোন কোন যিয়ারতকারী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কবরের কাছে উচ্চস্বরে দুয়া করে এবং সেখানে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকে, তাদের এ কাজ শরীয়তের খেলাফ। কেননা আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের নিষেধ করেছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কণ্ঠস্বরের উপর তাদের কণ্ঠস্বরকে উঁচু করতে এবং আরো নিষেধ করেছেন তারা যেমন পরস্পরে সাথে জোরে জোরে কথা বলে তেমনভাবে যেন নবীর সামনে কথা না বলে। তিনি তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছেন নবীর সামনে কণ্ঠস্বরকে নীচু রাখতে। আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (۲) إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ

হে মুমিনগণ! নিজেদের আওয়াজ রসূলের আওয়াজের চেয়ে উঁচু করো না এবং উচ্চস্বরে নবীর সাথে কথা বলো না, যেমন তোমরা নিজেরা পরস্পর বলে থাকো। এমন যেন না হয় যে, (নবীর সাথে আদব রক্ষা না করার কারণে) তোমাদের অজান্তেই তোমাদের সব আমল ধ্বংস হয়ে যায়। যারা আল্লাহর রসূলের সামনে তাদের কণ্ঠ নিচু রাখে তারাই সেসব লোক, আল্লাহ যাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য বাছাই করে নিয়েছেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও বড় পুরস্কার। (হুজুরাতঃ ২-৩)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর কবরের নিকট দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকলে এবং বেশী সালাম দেয়ার জন্য বারবার সেখানে গমন করলে নিঃসন্দেহে ভীড় বৃদ্ধি হবে, শোর-গোল হবে বেশী এবং তাঁর কবরের কাছে আওয়াজও উঁচু হবে। তখন তা আল্লাহর শরীয়তের খেলাফ হয়ে যাবে, যা আল্লাহ এই আয়াতগুলোতে উল্লেখ করেছেন। নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবিত ও মৃত সর্বাবস্থায় সম্মানিত। অতএব তাঁর কবরের কাছে শরীয়তের নির্ধারিত আদবের খেলাফ করা কোন মুমিনের জন্য উচিত নয়।

কোন কোন যিয়ারতকারী কবরের কাছে দুয়া করতে আগ্রহী থাকে এই আশায় যে এখানে দুয়া করলে কবুল হবে। তারা কবরকে সামনে রেখে দুহাত তুলে দুয়া করে। তাদের এ কাজ সালাফে

সালেহীন সাহাবায়ে কেরাম ও সঠিক নিয়মে তাঁদের অনুসারীদের নীতির খেলাফ। বরং এরূপ করা বিদআত। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ، وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»

তোমাদের উপর আবশ্যক হচ্ছে আমার সুন্নাহ এবং খোলাফায়ে রাশেদার সুন্নাহকে অনুসরণ করা। তোমরা তা আঁকড়ে ধরবে এবং চাবলের দাঁত দিয়ে শক্ত করে ধরে রাখবে। দ্বীনের মাঝে নতুন উদ্ভাবন থেকে সাবধান। কেননা দ্বীনের মধ্যে উদ্ভাবিত প্রতিটি বিষয় বিদআত। আর প্রতিটি বিদআত বিভ্রান্তি। [হাসান সনদে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ ও নাসাঈ]^১

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন, «مَنْ أَحَدَّثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ» যে ব্যক্তি আমার এই দ্বীনের মাঝে নতুন কিছু সৃষ্টি করবে, যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়, তবে তা প্রত্যাখ্যাত।^২ মুসলিমের বর্ণনায় আছে, «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ» যে ব্যক্তি এমন আমল করবে, যার পক্ষে আমার নির্দেশনা নেই, তবে তা প্রত্যাখ্যাত।^৩

১ . মুসনাদে আহমাদ ৪/১২৬। আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ সুন্নাহ, অনুচ্ছেদঃ সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা। হা/৪৬০৭

২ বুখারী, অধ্যায়ঃ সুলহ বা মিমাংসা। অনুচ্ছেদঃ যদি অন্যায়ের উপর মিমাংসা করে। হা/২৬৯৭। মুসলিম, অধ্যায়ঃ বিচার ফায়সালা, অনুচ্ছেদঃ বাতিল হুকুম প্রত্যাখ্যান করা। হা/১৭১৮।

৩ মুসলিম, অধ্যায়ঃ বিচার ফায়সালা, অনুচ্ছেদঃ বাতিল হুকুম প্রত্যাখ্যান করা। হা/১৭১৮।

আলী বিন হুসাইন যায়নাল আবেদীন (রাঃ) একদা দেখতে পেলেন জনৈক লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কবরের কাছে দূয়া করছে। তিনি তাকে নিষেধ করলেন এবং বললেন, আমি কি তোমাকে এমন একটি হাদীছ বর্ণনা করব না, যা আমি শুনেছি আমার পিতা থেকে তিনি বর্ণনা করেছেন আমার দাদা থেকে, তিনি বর্ণনা করেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে। তিনি বলেন,

«لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيْدًا، وَلَا يُبَوِّتُكُمْ قُبُورًا، فَإِنَّ تَسْلِيْمَكُمْ يَبْلُغُنِي
أَيْنَمَا كُنْتُمْ»

“তোমরা আমার কবরকে ঈদ উৎসব স্থল বানায়ে না। আর তোমাদের গৃহগুলোকে কবরস্থান করো না। (গৃহেও মাঝে-মধ্যে সালাত আদায় করো) তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তোমাদের সালাম আমার কাছে পৌঁছে যায়।” হাদীছটি বর্ণনা করেছেন হাফেয আবদুল ওয়াহেদ মাকদেসী গ্রন্থ [আহাদীছ মুখতার]¹

অনুরূপে কিছু কিছু লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর কবরে সালাম দেয়ার সময় নামাযে হাত বাঁধার মত করে ডান হাতকে বাম হাতের উপর রেখে দাঁড়ায়। সালাম দেয়ার জন্য এ ধরনের পদ্ধতিতে দাঁড়ানো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর কবরের সামনে বা অন্য কোন রাজা-বাদশা বা নেতার সামনে জায়েয নয়। কেননা এটা এমন পদ্ধতির দাঁড়ানো যাতে আছে বিনয়, নিজেকে তুচ্ছ করার অনুভূতি এবং দাসত্ব। যা আল্লাহ

1 . আহাদীছ মুখতার, হা/৪২৮, পৃষ্ঠা ২৪৪। মুসনাদ আবু ইয়ালা হা/৪৬৯, ১/৩৬১। ইমাম আহমাদ হাদীছটি আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। ২/৩৬৭। আরো বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ সুন্নাহ, অনুচ্ছেদঃ সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা। হা/২০৪২। তবে তাদের হাদীছের বাক্য ভিন্ন। অচিরেই তার বিবরণ উল্লেখ করা হবে।

ব্যতীত কারো জন্য সমিচীন নয়। যেমনটি হাফেয ইবনে হাজার রহ. উলামাদের উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেছেন। কেউ যদি গভীরভাবে চিন্তা করে তবেই বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারবে- যদি তার টার্গেট থাকে সালাফে সালেহীনের নীতিকে অনুসরণ করা।

কিন্তু কেউ যদি গোঁড়ামী, প্রবৃত্তির অনুসরণ ও অন্ধ তাকলিদের কাছে পরাজিত হয় আর সালাফে সালেহীনের নীতির অনুসরণকারী দাঈদের প্রতি কুধারণা পোষণ করে, তবে তার বিষয়টি আল্লাহর উপর ছেড়ে দিলাম। তার জন্য ও আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে হেদায়াত ও তাওফীক চাই। যাতে আমরা হককে প্রাধান্য দিতে পারি।

আবার কোন কোন লোক মসজিদে নববীর মধ্যে দূর থেকেই কবর মুখী হয়ে দাঁড়ায়, আর ঠোঁট নাড়িয়ে সালাম দেয় ও দুয়া পাঠ করে। এটাও পূর্বে বর্ণিত বিদআতের মতই আরেকটি বিদআত। কোন মুসলিমের জন্য জায়েয নয় দ্বীনের মাঝে নতুন কিছু সৃষ্টি করা, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি। এই আমলের মাধ্যমে সে ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব প্রকাশ করার চেয়ে রুঢ়তাই অধিক প্রকাশ করছে। ইমাম মালেক (রহঃ) এ ধরনের আমলকে প্রতিবাদ করেছেন। তিনি বলেছেন, এই উম্মাতের পরবর্তী যুগের লোকেরা সঠিক পথের সন্ধান কখনই পাবে না, যে পর্যন্ত তারা অনুসরণ না করবে ঐ নীতির যার মাধ্যমে প্রথম যুগের লোকেরা সঠিক পথ পেয়েছিলেন।^১

জ্ঞাতব্য যে, প্রথম যুগের লোকেরা সঠিক পথ পেয়েছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, খোলাফায়ে রাশেদা ও সাহাবায়ে কেরাম এবং সঠিকভাবে তাঁদের অনুসরণকারীদের রীতি-নীতিকে আঁকড়ে ধরার মাধ্যমে। অতএব এই যুগের লোকেরা সঠিক পথ পাবে না, যে পর্যন্ত সালাফদের রীতি-নীতিকে আঁকড়ে ধরবে এবং

১ . কাযী এয়ায বর্ণনা করেছেন আশ শিফা বেহকুকিল মুস্তাফা, ১/৮৮।

তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করবে।

আল্লাহ মুসলিমদের এমন কাজের তাওফীক দিন যাতে আছে
তাদের নাজাত ও কামিয়াবী এবং দুনিয়া ও আখেরাতে ইজ্জত।
নিশ্চয় তিনি মহানদাতা অতি সম্মানিত।



تنبيه সতর্কতা^১

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর কবর যিয়ারত করা ওয়াজিব নয় এবং হজ্জ ও উমরার জন্য শর্তও নয়। যেমনটি সাধারণ মানুষ ধারণা করে থাকে। বরং যে ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মসজিদে যিয়ারত করতে গেছে বা যারা মদীনায় বসবাস করে তাদের জন্য কবর যিয়ারত করা মুস্তাহাব।

কিন্তু যারা মদীনার বাইরে দূরে বসবাস করে, তাদের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদীনা সফর করা জায়েয নয়। তার জন্য সুন্নাত হচ্ছে মসজিদে নববীতে সালাত আদায় করার জন্য সফর করা। যখন সে মদীনায় পৌঁছে যাবে এবং মূল উদ্দেশ্য (সালাত) বাস্তবায়ন হবে, তখন কবর শরীফ এবং দু সাহাবীর কবর যিয়ারত করবে। অর্থাৎ কবর যিয়ারতের বিষয়টি মসজিদে নববী যিয়ারতের উপর ভিত্তি করে হতে হবে। সহীহ সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, « لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: »

« الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى »
ব্যতীত ইবাদতের উদ্দেশ্যে কোথায় সফর করা যাবে না। মসজিদে হারাম, আমার মসজিদ এবং মসজিদে আকসা।^২

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর কবর বা অন্য কারো কবরের উদ্দেশ্যে যিয়ারত করা যদি শরীয়ত সম্মত হত, তবে

১ . মাজমু ফাতাওয়া ১৬/১১১-১১৪।

২ . বুখারী, অধ্যায়ঃ হজ্জ, অনুচ্ছেদঃ নারীদের হজ্জ। হা/১৮৬৪। মুসলিম, অধ্যায়ঃ হজ্জ, অনুচ্ছেদঃ তিনটি মসজিদ ব্যতীত সফর করা যাবে না। হা/১৩৯৭।

অবশ্যই তিনি তাঁর উম্মতকে এ বিষয়ে নির্দেশনা দিতেন এবং তার ফযীলত বর্ণনা করতেন। কেননা তিনি মানুষকে সবচেয়ে বেশী নসীহত করেছেন, আল্লাহ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী জ্ঞান রাখতেন, সবচেয়ে বেশী তাঁকে ভয় করতেন। তিনি রিসালত সুস্পষ্টভাবে মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। তাঁর উম্মতকে যাবতীয় কল্যাণের দিক নির্দেশনা দিয়েছেন এবং যাবতীয় অকল্যাণ থেকে সতর্ক করেছেন। অথচ তিনিই মানুষকে উক্ত তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে সফর করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরো বলেছেন,

«لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِ عِيْدًا، وَلَا يُبُوتَكُمْ قُبُورًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ»

“তোমরা আমার কবরকে ঈদ উৎসব স্থল বানাও না। আর তোমাদের গৃহগুলোকে কবরস্থান করো না। (গৃহেও মাঝে-মধ্যে সালাত আদায় করো) তোমরা আমার উপর দরুদ পাঠ কর, তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তোমাদের দরুদ আমার কাছে পৌঁছে যায়।”¹

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করাকে জায়েয বললে, তাঁর কবরকে ঈদ উৎসব স্থল বানানো হল এবং যে সকল বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জনের আশংকা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করতেন সেই নিষিদ্ধ কাজ সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা থেকেই গেল। যেমন অনেক মানুষ এ ধরনের নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হয়ে গেছে এই কারণে যে, তাদের বিশ্বাস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা বৈধ।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর কবর যিয়ারতের

1 . ইমাম আহমাদ হাদীছটি আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। ২/৩৬৭। আরো বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ সুন্নাহ, অনুচ্ছেদঃ সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা। হা/২০৪২। তবে তাদের হাদীছের বাক্য ভিন্ন। অচিরেই তার বিবরণ উল্লেখ করা হবে।

উদ্দেশ্যে সফর করা বৈধ হওয়ার পক্ষে যে সকল হাদীছ দিয়ে দলীল পেশ করা হয়, সেগুলোর সনদ দুর্বল অথবা হাদীছগুলো বানোয়াট। ঐ হাদীছগুলোর অগ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে সতর্ক করেছেন হাদীছের হাফেযগণ। যেমন ইমাম দারাকুতনী, বাইহাকী, হাফেয ইবনে হাজার প্রমুখ।^১ অতএব সেগুলো দ্বারা সহীহ হাদীছের বিরোধিতা করা যাবে না। যাতে ঐ তিনটি মসজিদ ব্যতীত সফর করতে নিষেধ করা হয়েছে।

এ ক্ষেত্রে যে সকল যঈফ ও বানোয়াট হাদীছ পেশ করা হয় পাঠকের জ্ঞাতার্থে নীচে তার কিছু নমুনা উল্লেখ করা হল। উদ্দেশ্য হচ্ছে তা জেনে সতর্ক থাকা এবং ধোকাই না পড়া।

(১) যে ব্যক্তি হজ্জ করবে, কিন্তু আমার যিয়ারত করবে না, সে আমার সাথে রুতু আচরণ করবে।^২

(২) আমার মৃত্যুর পর যে আমার যিয়ারত করবে, সে যেন জীবিত অবস্থাতেই আমার যিয়ারত করল।^৩

(৩) যে ব্যক্তি একই বছর আমার কবর ও আমার পিতা ইবরাহীমের কবর যিয়ারত করবে, আমি তার জন্য আল্লাহর কাছে জান্নাতের জিম্মাদার হয়ে যাব।^৪

(৪) যে আমার কবর যিয়ারত করবে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে।^৫

১ . দেখুন, তালখীসুল হাবীর, হাফেয ইবনে হাজার ৩/৯০৪।

২ দেখুন, আল কামেল, ইবনু আদী ৮/২৪৮, আল ঈলাল- দারাকুতনী, দেখুন আদ দুররুল মানছুর ১/২৩৭।

৩ দেখুন, দারাকুতনী নং ২৬৬৫।

৪ হাদীছটি জাল বা বানোয়াট। যেমনটি বলেছেন ইমাম নববী। দ্রঃ আল মাজমু ৭/২৬১। মাজমু ফাতাওয়া শাইখুল ইসলাম ২৭/২৫।

৫ দেখুন, আল কামেল, ইবনু আদী ৮/৬৯, আল ঈলাল- দারাকুতনী ২৬৫৮। উকাইলী, যোআফা গ্রন্থে ৪/১৭০।

এই হাদীছগুলো বা এরকম আরো যে সমস্ত হাদীছ রয়েছে, তার কোন কিছুই নবী থেকে সহীহ সূত্রে প্রমাণিত হয়নি।

হাফেয ইবনে হাজার তালখীসুল হাবীর গ্রন্থে এ সংক্রান্ত অধিকাংশ রেওয়ায়াত উল্লেখ করে বলেন, এ হাদীছের সবগুলো সনদ যঈফ বা দুর্বল। হাফেয উকাইলী বলেন, এ সংক্রান্ত কোন হাদীছই সহীহ নয়।¹

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, এ হাদীছগুলো সবই জাল বা বানোয়াট।² তোমার একথা জানা ও মুখস্ত রাখা যথেষ্ট যে, এ সংক্রান্ত কোন কথা সঠিক থাকলে সাহাবায়ে কেরাম উক্ত আমল করার জন্য সবার আগে থাকতেন এবং মুসলিম জাতির জন্য তা বর্ণনা করতেন এবং মানুষকে আহ্বান জানাতেন। কেননা নবী-রাসুলদের পর তাঁরাই হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহর সীমারেখা ও তাঁর শরীয়ত সম্পর্কে সবেচেয়ে বেশী জ্ঞানী, আল্লাহর বিধান অনুযায়ী চলতে সবেচেয়ে বেশী আগ্রহী এবং আল্লাহর সৃষ্টির জন্য সবেচেয়ে বেশী কল্যাণকামী। অতএব তাঁদের থেকে যখন এ ব্যাপারে কোন কিছু বর্ণিত হয়নি, তখন একথা প্রমাণিত হল যে এগুলো শরীয়ত সম্মত নয়।

কোন কিছু যদি সহীহ হয়ও, তবে তা দ্বারা উদ্দেশ্য হবে শরীয়ত সম্মত যিয়ারত। যাতে শুধু কবরের উদ্দেশ্যে সফর করা হবে না। আর এভাবে উভয় প্রকার হাদীছের সাথে সামঞ্জস্য হবে। (আল্লাহই সঠিক জ্ঞান রাখেন)



1 দেখুন, তালখীসুল হাবীর, হাফেয ইবনে হাজার ৮/৯০৭, উকাইলী, যোআফা গ্রন্থে ৪/১৭০।

2 মাজমু ফাতাওয়া, শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ৭/২৫।

استحباب زيارة مسجد قباء والبقيع

মসজিদে কুবা ও বাকী গোরস্থান যিয়ারত করা মুস্তাহাব^১

মদীনা শরীফ যিয়ারতকারীর জন্য মুস্তাহাব হচ্ছে মসজিদে কুবা যাওয়া এবং সেখানে সালাত আদায় করা। বুখারী ও মুসলিমে ইবনে ওমার (রাঃ) থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন,

«كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَزُورُ مَسْجِدَ قُبَاءٍ رَاكِبًا وَمَاشِيًا فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ»

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে কুবা যিয়ারত করতেন। কখনো উটে চড়ে যেতেন কখনো পায়ে হেঁটে যেতেন। অতঃপর সেখানে দু রাকাত সালাত আদায় করতেন।^২

সাহল বিন হুнайফ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءٍ فَصَلَّى فِيهِ صَلَاةً كَانَ لَهُ كَأَجْرِ عُمْرَةٍ»

যে ব্যক্তি নিজ বাড়ীতে পবিত্রতা অর্জন করবে, অতঃপর মসজিদে কুবায় গিয়ে দু রাকাত নামায আদায় করবে, তাকে একটি উমরার ছোয়াব দেয়া হবে।^৩

১ দেখুন, মাজমু ফাতাওয়া ১৬/১১৪-১১৭।

২ দেখুন, বুখারী, অধ্যায়ঃ জুমআ, অনুচ্ছেদঃ মসজিদে কুবায় যাওয়া হেঁটে অথবা বাহনে চড়ে হা/ ১১৯৪, মুসলিম, অধ্যায়ঃ হজ্জ, অনুচ্ছেদঃ মসজিদে কবার ফযীলত হা/১৩৯৯।

৩ দেখুন, ইবনে মাজাহ, অধ্যায়ঃ নামায কায়েম করা, অনুচ্ছেদঃ মসজিদে কুবায় নামাযের বিবরণ, হা/১৪১।

আরো মুস্তাহাব হচ্ছে বাকী গোরস্থান, শহীদদের কবর ও হামযা (রাঃ)এর কবর যিয়ারত করা। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের কবর যিয়ারত করতেন এবং তাঁদের জন্য দুয়া করতেন। তিনি এরশাদ করেছেন, **«زُورُوا الْقُبُورَ، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ»**

الْآخِرَةُ তোমরা কবর যিয়ারত কর, কেননা কবর তোমাদেরকে পরকালের কথা স্মরণ করাবে।¹ (মুসলিম)নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীদেরকে কবর যিয়ারতের দুয়া শিক্ষা দিতেনঃ

«السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ»

আস সালামু আলাইকুম আহলাদ দিয়ারে মিনাল মুমেনীনা ওয়াল মুসলিমীন। ওয়া ইন্না ইন শা আল্লাহু বিকুম লাহেকুন। নাস আলুল্লাহা লানা ওয়া লাকুমুল আফিয়াহ।²

হে কবরের অধিবাসী মুমিন মুসলিমগণ তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। নিশ্চয় আমরা অচিরেই তোমাদের সাথে মিলিত হব। আমরা আমাদের ও তোমাদের জন্য আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি।

ইমাম তিরমিযী ইবনে আক্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনার কিছু কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি তাদের সম্মুখে

1 মুসলিম, অধ্যায়ঃ জানাযা, অনুচ্ছেদঃ নবী (সা.)এর আল্লাহর কাছে অনুমতি প্রার্থনা তাঁর মায়ের কবর যিয়ারতের জন্য। হা/৯৭৬। আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত।

2 মুসলিম, অধ্যায়ঃ জানাযা, অনুচ্ছেদঃ কবরস্থানে প্রবেশের সময় কি বলতে হয়। হা/৯৭৫। আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত।

দাঁড়িয়ে এই দুয়াটি পড়লেনঃ

«السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ، يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ أَنْتُمْ سَلَفُنَا
وَنَحْنُ بِالْآثِرِ»

আস সালামু আলাইকু ইয়া আহলাল কুবুর, ইয়াগফেরুল্লাহু লানা ওয়া লাকুম, আনতুম সালাফুনা ওয়া নাহনু বিল আছারি।

হে কবরের অধিবাসীগণ, তোমার উপর শান্তি নাযিল হোক। আল্লাহ তোমাদের ও আমাদেরকে ক্ষমা করুন। তোমরা আমাদের অগ্রজ, আমরা তোমাদেরই অনুসরণ করব।¹

এ থেকে জানা গেল, শরীয়ত সম্মত কবর যিয়ারত হচ্ছেঃ যিয়ারতের উদ্দেশ্য হবে আখেরাতকে স্মরণ করা, মৃতদের প্রতি ইহসান করা, তাদের জন্য দুয়া করা ও তাদের উপর রাহমত নাযিল হওয়ার আবেদন করা।

কিন্তু যদি উদ্দেশ্য হয়, কবরের কাছে গিয়ে দুয়া করলে দুয়া কবুল হবে, অথবা সেখানে কিছু সময় কাটানো এই উদ্দেশ্যে যে এটা পবিত্র স্থান, অথবা তাদের কাছে প্রয়োজন মেটানোর জন্য আবেদন করা, বা রোগ মুক্তির দরখাস্ত পেশ করা অথবা তাদের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা ইত্যাদি তাহলে তা হবে বিদআতী যিয়ারত ও গর্হিত কাজ। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল যার অনুমতি দেননি। সালাফে সালেহীনও তা করেননি। বরং এটা হাদীছে নিষিদ্ধ [খারাপ কথার] অন্তর্ভুক্ত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, «رُزُوا الْقُبُورَ، وَلَا تَقُولُوا هُجْرًا» তোমরা কবর

1 তিরমিযী, অধ্যায়ঃ জানাযা, অনুচ্ছেদঃ কবরস্থানে প্রবেশ করলে কি বলতে হয়। হা/১০৫৩। কিন্তু হাদীছটি যঈফ।

যিয়ারত কর, কিন্তু খারাপ কথা বলো না।¹

যিয়ারতের উল্লেখিত উদ্দেশ্যগুলো নিঃসন্দেহে বিদআত তথা নবান্ডাবিত বিষয়। কিন্তু প্রতিটির স্তর আলাদা আলাদা। কোনটি বিদআত কোনটি শিরক। যেমন কবরের কাছে গিয়ে আল্লাহর কাছে দুয়া করা, মৃত ব্যক্তি উসীলায় বা তার সম্মানের খাতিরে আল্লাহর কাছে দুয়া প্রভৃতি হচ্ছে বিদআত। কিন্তু মৃত ব্যক্তিকে সরাসরি আহ্বান করা, তাদের কাছে সাহায্য চাওয়া প্রভৃতি হচ্ছে শিরকে আকবার বা বড় শিরক। আর বড় শিরক করলে মানুষ ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়।

শিরকের এ বিষয়টি পূর্বে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব সাবধান সাবধান। তোমার পালনকর্তার কাছে হেদায়াত ও তাওফীকের প্রার্থনা কর। কেননা তিনিই একমাত্র হেদায়াতকারী, তিনি ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই। তিনি ব্যতীত প্রকৃত কোন পালনকর্তা ও মালিক নেই।

ওয়া সাল্লাল্লাহু আলা নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদ ওয়া আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাঈন।



1 আহমাদ ৩/২৩৭। মুয়াত্তা ইমাম মালেক অধ্যায়ঃ কুরবানী, অনুচ্ছেদঃ কুরবানীর গোস্ত জমা রাখার বর্ণনা। হা/১০৪৮। আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত।

وجوب الأمر بالمعروف على الحاج وغيرهم

হাজী সাহেব ও অন্যদের উপর আবশ্যক হল আমার
বিল মারুফ করা।¹

হাজী সাহেবদের উপর বিশাল যে কাজটি অত্যাবশ্যকীয় তা হচ্ছে, আমার বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার তথা সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করা, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের যত্ন নেয়া, জামাআতের সাথে যথাসময়ে আদায় করা। যেমনটি আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন তাঁর কিতাবের মাধ্যমে এবং তাঁর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাধ্যমে।

কিন্তু মক্কা এবং অন্য জায়গার অধিবাসীরা যে মসজিদে না গিয়ে গৃহে নামায পড়ে, তাদের এ কাজ মারাত্মক ভুল এবং শরীয়তের খেলাফ। মানুষকে এ থেকে বাধা দেয়া উচিত এবং এ আদেশ করা দরকার যে, তারা যেন নামাযগুলোকে মসজিদে আদায় করতে যত্নবান হয়।

সহীহ হাদীছে এসেছে যে, আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রাঃ) অন্ধ হওয়ার কারণে এবং বাড়ী মসজিদ থেকে দূরে হওয়ার কারণে যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে গৃহে নামায পড়ার অনুমতি চাইলেন, তখন নবীজী প্রশ্ন করলেন, «هَلْ تَسْمَعُ النَّدَاءَ»² তুমি কি নামাযের আযান শুনতে পাও? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, তাহলে মসজিদে হাযির হওয়া ওয়াজিব।²

1 মাজমু ফাতাওয়া ১৬/৯০।

2 মুসলিম, অধ্যায়ঃ মসজিদ ও সালাতের স্থান, অনুচ্ছেদঃ আযান শুনলে মসজিদে আসা

অপর বর্ণনায় আছে, তিনি বললেন, তাহলে গৃহে নামায পড়ার জন্য আমি অনুমতি পাচ্ছি না।¹

আরেক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ أَمُرَ رَجُلًا فَيُؤَمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أَنْطَلِقُ إِلَى رِجَالٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحْرِقَ عَلَيْهِمْ بَيْتَهُمْ بِالنَّارِ»

আমি সংকল্প করছি যে সালাত কায়েম করার হুকুম দিব, তারপর একজন লোককে বলব মানুষের ইমামতি করতে। অতঃপর আমি উপস্থিত হব সেই সমস্ত পুরুষদের কাছে যারা সালাতের জামাআতে হাযির হয়নি, তারপর আগুন দিয়ে তাদেরসহ বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দিব।²

ইবনে মাজাহ হাসান সনদে ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, «مَنْ سَمِعَ» য়ে বক্তা আযান শুনবে, «النِّدَاءِ، فَلَمْ يَأْتِهِ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ» অতঃপর মসজিদে হাযির হবে না, তবে ওযর না থাকলে তার নামায হবে না।³

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

ওয়াজিব। হা/ ৬৫৩।

- 1 আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ সালাত, অনুচ্ছেদঃ জামাত পরিত্যাগকারীদের উপর কঠোরতা হা/৫২২। ইবনে মাজাহ, হা/৭৯২।
- 2 বুখারী, অধ্যায়ঃ ঝগড়া-ফাসাদ, অনুচ্ছেদঃ অপরাধী ও ঝগড়াকারীদের বাড়ী থেকে বের করে দেয়া হা/২৪২০। মুসলিম, অধ্যায়ঃ মসজিদ ও সালাতের স্থান, অনুচ্ছেদঃ জামাতে নামাযের ফযীলত এবং জামাত ছাড়ার ব্যাপারে কঠোরতা হা/৬৫১
- 3 ইবনে মাজাহ অধ্যায়ঃ মসজিদ ও জামাআত, অনুচ্ছেদঃ জামাতে উপস্থিত না হলে কঠোরতা। হা/৭৯৩

যে ব্যক্তি আগামীকাল (কিয়ামত দিবসে) মুসলিম অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করার আনন্দ পেতে চায়, সে যেন যখনই আযান দেয়া হবে তখনই এই নামাযগুলোর প্রতি যত্নবান হয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্যে হেদায়েতের পথ দেখিয়ে দিয়েছেন এবং এই নামাযগুলো হচ্ছে তাঁর হেদায়েতের পথ। তোমরা যদি এই নামাযগুলো বাড়িতে আদায় কর যেমন জামাআত পরিত্যাগকারী এই ব্যক্তি নিজ বাড়িতে নামায আদায় করে থাকে, তবে তোমরা তোমাদের নবীর অনুসরণ ছেড়ে দিলে। আর তোমরা যদি তোমাদের নবীর অনুসরণ ছেড়ে দাও তাহলে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে।

আর যখন কোন ব্যক্তি পবিত্রতা অর্জন করে এবং সুন্দর রূপে পবিত্রতার (ওযুর) কাজগুলো সম্পাদন করে, তারপর যে কোন একটি মসজিদের উদ্দেশ্যে গমন করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার প্রতিটি পদের জন্য একটি নেকী লিখে দেন, একটি মর্যাদা উন্নীত করেন এবং একটি গুনাহ মোচন করেন। আমরা দেখেছি আমাদের যুগে প্রকৃত মুনাফেক ছাড়া কেউ জামাআতে অনুপস্থিত থাকতো না। আমাদের মধ্যে অসুস্থ ব্যক্তিকেও দুই ব্যক্তির কাঁধে ভর করে মসজিদে আনা হতো এবং নামাযের কাতারে দাঁড় করিয়ে দেয়া হতো।¹

হাজী সাহেব ও সকল মুসলিমদের উপর আবশ্যিক হচ্ছে আল্লাহর হারামকৃত বিষয় থেকে দূরে থাকা, তাতে লিপ্ত হওয়া থেকে সতর্ক থাকা। যেমন, ব্যভিচার, সমকামিতা, চুরি-ডাকাতি, সুদ-ঘুষ, ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাত, ধোকাবাজী, আমানতের খিয়ানত, মদ্যপান বা মাদকদ্রব্য সেবন, ধূমপান, পুরুষের টাখনুর নীচে

1 . মুসলিম, অধ্যায়ঃ মসজিদ ও সালাতের স্থান, অনুচ্ছেদঃ জামাআতের সাথে নামায হেদায়েতের পথ। হা/ ৬৫৪।

কাপড় ঝুলিয়ে পড়া, অহংকার, হিংসা, রিয়া, গীবত, চুগলখোরী, মুসলিমদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ, গান-বাদ্য এবং তার সরঞ্জাম ব্যবহার যেমন ঢোল-তবলা, হারমুনিয়াম, বাঁশি ইত্যাদি। গান শোনা, পাশা খেলা, দাবা খেলা, জুয়া খেলা, প্রাণীর ছবি উঠানো, এগুলো সবই গর্হিত ও হারাম এবং এতে সন্তুষ্টি প্রকাশও হারাম। আল্লাহ এগুলো সকল যুগে সকল স্থানে সকল মানুষের উপর হারাম করেছেন।

অতএব এ সকল বিষয়ে সকল মুসলিমের সতর্ক থাকা জরুরী, বিশেষ করে হাজী সাহেব এবং মক্কার অধিবাসীদের অন্যদের চেয়ে সতর্ক থাকা বেশী জরুরী। কেননা এই সম্মানিত নিরাপদ শহরে পাপাচারের গুনাহ ও শাস্তি অন্য স্থানের চেয়ে কঠিন ও বেশী। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ

এখানে (মসজিদে হারামে) যে-ই সত্যতা থেকে সরে গিয়ে বেদ্বীনী ও জুলুমের পথ অবলম্বন করার ইচ্ছা পোষণ করবে, তাকেই আমি যন্ত্রণাদায়ক আযাবের স্বাদ আশ্বাদান করাবো। (সূরা হজ্জঃ ২৫)

অতএব মসজিদে হারামে এসে বেদ্বীনী ও জুলুমের ইচ্ছা পোষণ করলেই যদি আল্লাহ তাকে এই ধমকী দিয়ে থাকেন, তাহলে যে ব্যক্তি এরকম কিছু ঘটাবে তার শাস্তি কিরূপ হতে পারে? নিঃসন্দেহে তা হবে ভয়ানক ও কঠিন। অতএব সবধরনের অপরাধ থেকে সতর্ক থাকা আবশ্যিক।

হাজী সাহেবগণ যতক্ষণ এই অপরাধগুলো থেকে সতর্ক না থাকবে, আল্লাহর যাবতীয় হারাম থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে না রাখবে, তাদের হজ্জ পূণ্যময় হবে না, গুনাহ সমূহের মার্জনা হবে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, «مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَزُفْ»

«وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» যে ব্যক্তি হজ্জে গিয়ে স্ত্রী সহবাস, অশ্লীলতা ও ফাসেকী কাজ করবে না, সে হজ্জ থেকে ফিরে যাবে এমন নিস্পাপ হয়ে, যেভাবে তার মায়ের গর্ভ থেকে সে ভুমিষ্ট হয়েছিল।¹

উক্ত পাপাচার ও গর্হিত কাজগুলোর চেয়ে অধিক নিকৃষ্ট কাজ হচ্ছেঃ আল্লাহর সাথে শিরক করা তথা মৃত মানুষকে (নবী, পীর, ওলী প্রভৃতি) আহ্বান করা, তাদের কাছে দুয়া করা, তাদের কাছে সাহায্য ও উদ্ধার কামনা করা, তাদের উদ্দেশ্যে নযর মান্নত করা ও পশু যবেহ করা এই আশায় যে তারা আল্লাহর কাছে তাদের জন্য সুপারিশ করবে, রোগ মুক্তির ব্যবস্থা করবে অথবা হারিয়ে যাওয়া মানুষকে হাযির করে দিবে। এগুলো সবই শিরকে আকবার, যা আল্লাহর হারামকৃত বিষয়ের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন। এ কাজগুলোই ছিল মুশরিকদের ধর্ম-কর্ম।

আল্লাহ তায়ালা রাসূল প্রেরণ করেছেন, কিতাব নাযিল করেছেন এই শিরককে প্রতিহত করার জন্যই। অতএব প্রত্যেক হাজী এবং প্রত্যেক মুসলিমের উপর ওয়াজিব হচ্ছে শিরক থেকে সতর্ক থাকা। অতীতে শিরকে লিপ্ত হওয়ার মত অপরাধ ঘটে গেলে তা থেকে পূর্ণরূপে তাওবা করা আবশ্যিক। তাওবা করে নতুন করে হজ্জের কার্যাদী শুরু করা অপরিহার্য। কেননা শিরক সকল আমলকে বাতিল করে দেয়। আল্লাহ বলেন,

«وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ»

তারা যদি শিরক করত, তবে তাদের যাবতীয় আমল বরবাদ হয়ে যেত। (আনআমঃ ৮৮)

1 . বুখারী, অধ্যায়ঃ হজ্জ, অনুচ্ছেদঃ মাবরুর হজ্জের ফযীলত হা/১৫২১। মুসলিম, অধ্যায়ঃ হজ্জ, অনুচ্ছেদঃ হজ্জ, উমরা ও আরাফাতের ফযীলত, হা/১৩৫০।

আর ছোট শিরকের উদাহরণ হচ্ছেঃ গাইরুল্লাহর নামে কসম বা শপথ করা। যেমন নবী, কাবা, প্রভৃতির নামে শপথ করা।

রিয়া ও শ্রুতির উদ্দেশ্যে আমল করা। আল্লাহ যা চান এবং আপনি যা চান বলা। আল্লাহ এবং আপনি যদি না থাকতেন বলা। এটা আল্লাহর এবং আপনার পক্ষ থেকে বলা ইত্যাদি। এগুলো সবই শিরকী গর্হিত কাজ। এ থেকে সতর্ক থাকা আবশ্যিক এবং বর্জন করার জন্য পরস্পরকে নসীহত করা উচিত।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, **«مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ»** যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত কারো নামে কসম খাবে বা শপথ করবে, সে কুফরী করবে বা শিরক করবে।¹

ইবনে ওমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, **«مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيُحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيُضْمَتْ»** কারো যদি হলফ (কসম) করার দরকার পড়ে, সে যেন আল্লাহর নামেই কসম করে নতুবা নীরব থাকে।²

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন, **«مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا»** যে আমানতের নামে কসম করবে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।³

তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন, **«إِنَّ أَخَوْفَ»**

1 আহমাদ, ২/৭৬, ১২৫। আবু দাউদ, হা/৩২৫৩। তিরমিযী, অধ্যায়ঃ নযর ও কসম অনুচ্ছেদঃ গাইরুল্লাহর নামে কসম করা নিষেধ, হা/১৫৩৫।

2 বুখারী, অধ্যায়ঃ স্বাক্ষর, অনুচ্ছেদঃ কিভাবে কসম করবে। হা/২৬৭৯। মুসলিম, অধ্যায়ঃ কসম, অনুচ্ছেদঃ গাইরুল্লাহর নামে কসম করা নিষেধ, হা/১৬৪৬।

3 আহমাদ, ৫/৩৫২। আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ কসম ও মানত, অনুচ্ছেদঃ আমানতের নামে কসম করা নিষেধ। হা/৩২৫৩।

«مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكَ الْأَصْغَرَ».. فَسُئِلَ عَنْهُ فَقَالَ: «الرِّيَاءُ» আমি যে বিষয়ে তোমাদের ক্ষতির ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী আশংকা করি তা হচ্ছে শিরকে আসগার বা ছোট শিরক। তাঁকে প্রশ্ন করা হল (উহা কি?) তিনি বললেন, রিয়া।¹

তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন, তোমরা এরূপ বল না যে, আল্লাহ যা চায় এবং উমুক যা চায়। বরং বলবে, আল্লাহ যা চান অতঃপর উমুক যা চায়।²

ইমাম নাসাঈ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, জনৈক লোক বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ যা চান এবং আপনি যা চান। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, «أَجَعَلْتَنِي لِلَّهِ نِدًّا ، بَلْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ» তুমি কি আমাকে আল্লাহর সমকক্ষ বানিয়ে দিলে? বরং বলবে, এককভাবে আল্লাহ যা চান তাই হবে।³

এ সকল হাদীছ থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাওহীদের অধিকারকে সংরক্ষণ করার জন্য কত সচেষ্ট ছিলেন। কিভাবে তাঁর উম্মতকে ছোট-বড় শিরক থেকে সতর্ক করেছেন। মানুষের ঈমান যেন নিরাপদ থাকে এবং তারা আল্লাহর গযব ও আযাব থেকে মুক্তি লাভ করে, তার প্রতি আগ্রহী ছিলেন।

তাই এ সকল কারণে আল্লাহ তাঁকে উত্তম প্রতিদান দিন। তিনি আল্লাহর রিসালত যথাযথভাবে পৌঁছিয়েছেন, মানুষকে সতর্ক

1 আহমাদ, ৫/৪২৮। মাহমুদ বিন লাবীদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত।

2 আহমাদ, ৫/৩৮৪। হুযায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ আদব, অনুচ্ছেদঃ আমি খবীছ হয়ে গেছি এরূপ কথা না বলা, হা/৪৯৮০।

3 আহমাদ, ৫/৩৯২।

করেছেন। আল্লাহর বান্দাদের নসীহত করেছেন। কিয়ামত পর্যন্ত অবিরাম নাযিল হোক তাঁর উপর দরুদ ও সালাম।

হাজীদের মধ্যে যারা বিদ্বান তাদের উপর এবং মক্কা-মদীনায় বসবাসকারীদের উপর আবশ্যিক হচ্ছে মানুষকে আল্লাহর শরীয়ত সম্পর্কে তালীম দেয়া, যে সকল শিরক ও পাপাচার আল্লাহ হারাম করেছেন, তা থেকে জনগণকে সতর্ক ও সাবধান করা। বিস্তারিত দলীল-প্রমাণসহ সকল বিষয় পরিস্কারভাবে খোলাখোলি বর্ণনা করে দেয়া, যাতে মানুষ জাহেলিয়াতের অন্ধকার থেকে ঈমানের পথ লাভ করতে পারে। আর এভাবেই তাদের উপর তাবলীগের যে দায়িত্ব আল্লাহ অর্পণ করেছেন তা তারা আদায় করতে পারবে।

আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ

যখন আল্লাহ অঙ্গিকার নিয়েছিলেন তাদের থেকে যাদেরকে কিতাব দিয়েছেন, মানুষের নিকট কিতাবের শিক্ষাকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে দিবে, কোন কিছুই গোপন করবে না। (আল ইমরানঃ ১৮৭)

এ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, উম্মতের উলামাদের সতর্ক করা আহলে কিতাবদের পন্থা অনুসরণ না করার ব্যাপারে। যাদের চরিত্র ছিল সত্য গোপন করা এবং আখেরাতের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয়া। আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ (১০৭) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُّوا فَأُولَٰئِكَ أَثُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

নিশ্চয় যারা আমার অবতীর্ণ উজ্জ্বল শিক্ষাবলী ও বিধানসমূহ

গোপন করে, অথচ সমগ্র মানবতাকে পথের সন্ধান দেবার জন্য আমি সেগুলো আমার কিতাবে বর্ণনা করে দিয়েছি, জেনে রাখো, আল্লাহ তাদের ওপর অভিশাপ বর্ষণ করেন এবং সকল অভিশাপ বর্ষণকারীরাও তাদের ওপর অভিশাপ বর্ষণ করে। তবে যারা এই নীতি পরিহার করে, নিজেদের কর্মনীতি সংশোধন করে নেয় এবং যা কিছু গোপন করে যাচ্ছিল সেগুলো বিবৃত করতে থাকে, তবে তাদেরকে আমি ক্ষমা করে দেবো আর আসলে আমি বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়। (বাকারাঃ ১৫৯-১৬০)

কুরআনের অনেক আয়াত ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনেক হাদীছ একথা প্রমাণ করে যে, আল্লাহর পথে দাওয়াত এবং মানুষকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে তার তালীম দেয়া, আল্লাহর নৈকট্য লাভের অন্যতম উপায় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা এটাই নবী-রাসূল ও কিয়ামত পর্যন্ত তাঁদের অনুসারীদের পথ। আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

ঐ ব্যক্তির চেয়ে কার কথা উত্তম হতে পারে, যে মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করে এবং সৎ আমল করে ও বলে যে নিশ্চয় আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত। (হা মীম সাজদাহঃ ৩৩)

আল্লাহ আরো বলেন,

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

তাদেরকে পরিষ্কার বলে দাওঃ আমার পথ তো এটাই, আমি আল্লাহর দিকে ডাকি, পরিপূর্ণ জ্ঞানসহকারে আমি এবং আমার অনুসারীরা। আল্লাহ পাক-পবিত্র এবং শিরককারীদের সাথে আমার

কোন সম্পর্ক নেই। (ইউসুফঃ ১০৮)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, **«مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ»** যে ব্যক্তি কল্যাণের পথ দেখাবে, সে (ঐ কল্যাণের উপর) আমলকারীর ন্যায় ছোয়াব লাভ করবে।¹ (মুসলিম)

তিনি আলী (রাঃ)কে বলেছেন, **«لَأَنْ يُهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ»** তোমার মাধ্যমে আল্লাহ যদি একজন লোককেও হেদায়াত করেন, তবে তা তোমার জন্য একটি লাল উট পাওয়ার চেয়েও উত্তম।² মুত্তাফাকুন আলাইহি।

অতএব আল্লাহর পথে দাওয়াতী কাজের প্রচেষ্টাকে বৃদ্ধি করার ব্যাপারে আলেমগণই উপযুক্ত মানুষ। তারাই মানুষকে নাজাতের পথ দেখাবে, ধ্বংসের পথ থেকে সতর্ক করবে। বিশেষ করে এই শেষ যুগে, যখন মানুষ প্রবৃত্তির অনুসরণে মত্ত। যখন ধ্বংসাত্মক নীতি সম্প্রচার হচ্ছে, বিভ্রান্তিকর দাবি-দাওয়া উত্থাপিত হচ্ছে। সঠিক পথের দিকে আহ্বানকারীর সংখ্যা কম, কিন্তু কুফরী ও অশ্লীলতার পথের দিকে আহ্বানকারীর সংখ্যাই বেশী। আল্লাহর কাছে সাহায্য চাই, তাঁর শক্তি ও সামর্থ্য ব্যতীত কারো কোন উপায় নেই।



-
- 1 মুসলিম, অধ্যায়ঃ ইমারত, অনুচ্ছেদঃ গাযীকে সাহায্য করার ফযীলত, হা/১৮৯৩। আবু মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত।
 - 2 বুখারী, অধ্যায়ঃ জিহাদ, অনুচ্ছেদঃ নবী সা.এর দুয়া, হা/২৯৪২। মুসলিম, অধ্যায়ঃ ইমারত, অনুচ্ছেদঃ গাযীকে সাহায্য করার ফযীলত, হা/১৮৯৩। সাহল বিন সাদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত।

مشروعية السلام بدءاً وإجابة

وتشميت العاطس إذا حمد الله، وعيادة المريض.

সালাম ও সালামের জবাব, হাঁচির জবাব এবং
রোগির সুশ্রুশা^১

১) আবদুল্লাহ্ বিন আমর বিন আ'স (রাঃ) থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে প্রশ্ন করল, ইসলামের কোন কাজটি সবচেয়ে উত্তম?

তিনি বললে: «تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ»
“অভুক্তকে খানা খাওয়াবে এবং চেনা-অচেনা সবাইকে সালাম দিবে।”^২

২) আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

«لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوْ لَا أَدْرِكُكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفَسُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ»

“তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যে পর্যন্ত ঈমানদার না হবে। ঈমানদার হতে পারবে না যে পর্যন্ত তোমরা পরস্পরকে ভাল না বাসবে। আমি কি তোমাদেরকে একটি বিষয় বলে দিব না

১ . মাজমু ফাতাওয়া ২৬/৪৯-৫২।

২ . বুখারী, অধ্যায়ঃ ঈমান, অনুচ্ছেদঃ খাদ্য প্রদান ইসলামের কাজ, হা/১২। মুসলিম, অধ্যায়ঃ ঈমান, অনুচ্ছেদঃ ইসলামের কোন বিষয় উত্তম, হা/৩৯।

যা করলে তোমরা পরস্পরকে ভালবাসতে পারবে? তোমরা পরস্পরের মাঝে সালামের প্রসার ঘটাবে।”^১

৩) আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

«خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ رَدُّ السَّلَامِ وَتَشْمِيتُ الْغَاطِسِ،
وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ»

‘এক মুসলিমের উপর আরেক জনের পাঁচটি হক রয়েছেঃ (১) সালামের জবাব দেয়া, (২) হাঁচির জবাব দেয়া। (অর্থাৎ-হাঁচি দিয়ে আল হামদুলিল্লাহ বললে তার জবাবে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা।) (৩) দাওয়াত কবুল করা (৪) রোগীর শুশ্রূষা করা এবং (৫) জানাযায় অংশ নেয়া।^২

৪) আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, “এক মুসলিমের উপর আরেক মুসলমানের ছয়টি বিষয় ওয়াজিব। প্রশ্ন হল, সেগুলো কী হে আল্লাহর রাসূল!? তিনি বললেন,

«إِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ،
وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرَضَ فَعُدَّهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ»

(১) সাক্ষাত হলে সালাম দিবে, (২) দাওয়াত দিলে কবুল করবে, (৩) কোন বিষয়ে পরামর্শ চাইলে উত্তম পরামর্শ দিবে। (৪)

১ . মুসলিম, অধ্যায়ঃ ঈমান, অনুচ্ছেদঃ মুমিন ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না, হা/৫৪।

২ . বুখারী, অধ্যায়ঃ জানাযা, অনুচ্ছেদঃ জানাযার অনুসরণ করা, হা/১২৪০। মুসলিম, অধ্যায়ঃ সালাম, অনুচ্ছেদঃ সালামের জবাব দেয়া এক মুসলিমের উপর আরেক জনের অধিকারহা/২১৬২।

হাঁচি দিয়ে আল হামদুলিল্লাহ বললে তার জবাব দিবে (ইয়ারহামুকাল্লাহ),(৫) অসুস্থ হলে সুশ্রুশা করবে,(৬) মৃত্যু বরণ করলে তার জানাযায় অংশ নিবে।^১

৫) আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে আরো বর্ণিত। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

নিশ্চয় হাঁচি পছন্দ করেন, হাই অপছন্দ করেন। হাঁচি আসলে বলবে আল হামদুলিল্লাহ। যে মুসলিম এটা শুনবে তার উপর আবশ্যিক হচ্ছে, জবাব দিবে (বলবে, ইয়ারহামুকাল্লাহ)। আর হাই হচ্ছে শয়তানের পক্ষ থেকে। অতএব হাই আসলে সাধ্যানুযায়ী প্রতিহত করবে। হাই তোলার সময় হা বললে, শয়তান হাসে।^২

৬) আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে আরো বর্ণিত। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, হাই শয়তানের পক্ষ থেকে আসে। অতএব হাই আসলে সাধ্যানুযায়ী আটকিয়ে দিবে।^৩

৭) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

«إِذَا تَنَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ عَلَىٰ فِيهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ»

তোমাদের কেউ হাই উঠালে যেন মুখে হাত দিয়ে বাধা দেয়। কেননা তখন শয়তান ভিতরে প্রবেশ করে।^৪

১ . মুসলিম, অধ্যায়ঃ সালাম, অনুচ্ছেদঃ সালামের জবাব দেয়া এক মুসলিমের উপর আরেক জনের অধিকার, হা/২১৬২।

২ . বুখারী, অধ্যায়ঃ আদব অনুচ্ছেদঃ হাঁচির সময় কি মুস্তাহাব, হাই উঠলে করণীয় হা/৬২২৩।

৩ . বুখারী, অধ্যায়ঃ সৃষ্টির সূচনা,অনুচ্ছেদঃ ইবলিস এবং তার সৈনিকদের বিবরণ, হা/৩১১৫। মুসলিম, অধ্যায়ঃ যুহদ,অনুচ্ছেদঃ হাঁচির জবাব দেয়া এবং হাই অপছন্দনীয়, হা/২৯৯৪।

৪ . মুসলিম, অধ্যায়ঃ যুহদ,অনুচ্ছেদঃ হাঁচির জবাব দেয়া এবং হাই অপছন্দনীয়,

৮) আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, তোমাদের কেউ হাঁচি দিলে বলবে, **الْحَمْدُ لِلَّهِ** আল হামদুলিল্লাহ। যে শুনবে সে তার ভাইয়ের হাঁচির জবাবে বলবে, **يَرْحَمُكَ اللَّهُ** ইয়ারহামুকাল্লাহ। ইয়ারহামুকাল্লাহ বললে, যে হাঁচি দিয়েছিল জবাবে সে আবার বলবে, **يَهْدِيكُمْ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ** ইয়াহদিকুমুল্লাহ ওয়া ইউসলেহু বালাকুম।¹

৯) আবু মূসা আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বলতে শুনেছি, তোমাদের কেউ হাঁচি দিয়ে আল হামদুলিল্লাহ বললে, তোমরা তার জবাব দাও। তবে আল হামদুলিল্লাহ না বললে কোন জবাব দিবে না।²



হা/২৯৯৫।

1 . বুখারী, অধ্যায়ঃ আদব, অনুচ্ছেদঃ কিভাবে হাঁচির জবাব দিবে, হা/৬২২৪।

2 . মুসলিম, অধ্যায়ঃ যুহদ, অনুচ্ছেদঃ হাঁচির জবাব দেয়া এবং হাই অপছন্দনীয়, হা/২৯৯২।

দুয়া ও যিকির

الأذكار والأدعية

ما يشرع من الذكر والدعاء عند النوم واليقظة

নিদ্রার সময় ও নিদ্রা থেকে জাগ্রত হলে যে দুয়া ও যিকির পড়তে হয়ঃ^১

১) হুযায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতে শয্যা গ্রহণ করলে তাঁর গণ্ডের নীচে হাত রেখে শুইতেন, তারপর এই দুয়া পড়তেনঃ **اللَّهُمَّ** হে আল্লাহ তোমার নামে মৃত্যু বরণ করছি, তোমার নামেই জীবিত হব। যখন নিদ্রা থেকে উঠতেন পাঠ করতেন, **الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ** সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর নামে যিনি মৃত্যু দেয়ার পর আমাদেরকে জীবিত করেছেন। তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।^২

ইমাম মুসলিম ও হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি বারা বিন আযেব (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন।^৩

১ . মাজমু ফাতাওয়া ২৬/৩৮-৪৩

২ . বুখারী, অধ্যায়ঃ দুয়া, অনুচ্ছেদঃ নিদ্রার সময় কি দুয়া বলবে, হা/৬৩১২। হাদীছটি আবু যার থেকেও ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন, হা/৬৩২৫। দী

৩ . মুসলিম, অধ্যায়ঃ দুয়া, যিকির ও তাওবা, অনুচ্ছেদঃ নিদ্রার সময় ও শয্যা গ্রহণ করলে কি দুয়া পড়বে, হা/২৭১০।

২)আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি রাতে যখন শয্যা গ্রহণ করতেন, তাঁর দুহাতকে একত্রিত করে তাতে ফুঁ দিতেন এবং এই সূরাগুলো পড়তেন। (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) وَ (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ) وَ (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ) কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ, (২) কুল আউযু বিরাক্বিল ফালাক ও (৩) কুল আউযু বিরাক্বিল নাস। তারপর দুহাত দ্বারা সারা শরীরে যতদূর হাত যায় মাসেহ করতেন। প্রথমে মাথা এবং মুখমণ্ডল তারপর শরীরের সামনের দিকে হাত মাসেহ করতেন। আর এরূপ করতেন তিনবার।^১

৩) আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কয়েক রাত যাকাতের সম্পদ পাহারা দেয়ার জন্য আবু হুরাইরা (রাঃ)কে নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি বলেন, এক রাতে একজন লোক এসে নিজের অঞ্জলি ভর্তি করে নিতে লাগল। আমি তাকে ধরে ফেললাম। কিন্তু প্রতিবারই কাকুতী-মিনতী করার কারণে ছেড়ে দিলাম। যখন তৃতীয় রাতে আমি তাকে পাকড়াও করলাম, বললামঃ অবশ্যই আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর নিকট নিয়ে যাব। সে বলল,আমাকে ছেড়ে দিন, আমি আপনাকে কিছু কথা শিখিয়ে দিব। তা দ্বারা আল্লাহ আপনাকে উপকৃত করবেন। আমি বললাম সেটা কি? সে বলল,যখন আপনি শয্যা গ্রহণ করবেন তখন পাঠ করবেন আয়াতুল কুরসী (আল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লা হুওয়াল্ হাইয়্যুল কাইয়্যুম..) আয়াতের শেষ পর্যন্ত। তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার জন্য একজন রক্ষক নিযুক্ত করা হবে এবং সকাল পর্যন্ত শয়তান আপনার নিকটবর্তী হতে

১ . বুখারী, অধ্যায়ঃ কুরআনের ফযীলত, অনুচ্ছেদঃ মুআববেযাতের ফযীলত, হা/৫০১৮।
মুসলিম, অধ্যায়ঃ সালাম, অনুচ্ছেদঃ মুআববেযাতাইন দ্বারা রোগীর ঝাড়-ফুঁক, হা/২১৯২।

পারবে না।

তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ হ্যাঁ, সে তোমাকে একটি সত্য কথা বলেছে কিন্তু সাবধান সে বড় মিথ্যুক। সে ছিল শয়তান।¹

৪) আবু মাসউদ আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন,

« مَنْ قَرَأَ بِالْأَيَّتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةِ كَفْتَاهُ »

যে ব্যক্তি রাতে সূরা বাকারার শেষের দুটি আয়াত পাঠ করবে, (সকল অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য) আয়াত দুটি তার জন্য যথেষ্ট হবে।²

৫) বারা বিন আযেব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন শয্যা গ্রহণ করবে, তখন সালাতের ওয়ুর ন্যায় ওয়ু করবে। তারপর ডান কাতে শুয়ে এই দুয়াটি পড়বেঃ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَالْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مُنْجَى مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ

1. বুখারী, (প্রায় একই ভাষায়) অধ্যায়ঃ কুরআনের ফযীলত, অনুচ্ছেদঃ সূরা বাকারার ফযীলত, হা/৫০১০।

2. বুখারী, অধ্যায়ঃ কুরআনের ফযীলত, অনুচ্ছেদঃ সূরা বাকারার ফযীলত, হা/৫০০৯। মুসলিম, অধ্যায়ঃ মুসাফিরের সালাত ও কসর, অনুচ্ছেদঃ ফাতিহা ও বাকারার শেষ দুটি আয়াতের ফযীলত, হা/৮০৭।

হে আল্লাহ তোমার কাছে আমার প্রাণকে সমর্পণ করছি। আমার মুখমণ্ডলকে তোমার সম্মুখে পেশ করছি। আমার যাবতীয় বিষয় তোমার কাছে সমর্পণ করছি। আমার পৃষ্ঠদেশ তোমার কাছে পেশ করছি। তোমার কাছেই আশা পোষণ করছি এবং তোমাকেই ভয় করছি। তোমার আযাব থেকে বাঁচার জন্য তুমি ছাড়া কোন আশ্রয়স্থল নেই, নেই কোন মুক্তির ঠিকানা। তুমি যে কিতাব নাযিল করেছ তার প্রতি ঈমান এনেছি এবং ঈমান এনেছি যে নবী তুমি পাঠিয়েছ তাঁর উপর।

তিনি বলেন, তুমি যদি সেই রাতে মৃত্যু বরণ কর, তবে ফিতরাতের উপর তথা ইসলামের উপর মৃত্যু বরণ করবে। আর এই দুয়াটি যেন তোমার শেষ কথা হয়।¹

৬) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন শয্যা গ্রহণ করতেন এই দুয়াটি পাঠ করতেন,

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى وَمُنْزِلَ التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ

হে আল্লাহ! আকাশ মণ্ডলীর পালনকর্তা, পৃথিবীর পালনকর্তা, মহান আরশের পালনকর্তা। আমাদের পালনকর্তা, সকল বস্তুর

1. বুখারী, অধ্যায়ঃ ওয়ু, অনুচ্ছেদঃ যে ওয়ু অবস্থায় রাত কাটাবে। হা/২৪৭। মুসলিম, অধ্যায়ঃ দুয়া, যিকির ও ইস্তেগফার, অনুচ্ছেদঃ নিদ্রার সময় বলবে, হা/২৭১০।

পালনকর্তা। তুমি বীজ ও আঁটি অঙ্কুরকারী, তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআন নাযিলকারী। তুমিই অনাদি তোমার পূর্বে কেউ নেই। তুমিই অনন্ত তোমার পর কেউ নেই। তুমিই প্রকাশ্য তোমার উপরে কেউ নেই। তুমিই গোপন তোমার পরে কিছু নেই। আমার ঋণ পরিশোধ করে দাও এবং দরিদ্রতা থেকে রক্ষা কর।^১

৭) উম্মুল মুমেনীন হাফসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন শয্যা গ্রহণ করতেন, ডান হাতকে ডান গণ্ডের নীচে রেখে বলতেন,

اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ

হে আল্লাহ!তোমার বান্দাদের যেদিন পুনরুত্থান করবে, তোমার শাস্তি থেকে আমাকে রক্ষা কর।

দুয়াটি তিনবার বলতেন। (আহমাদ ও আবু দাউদ, সনদ হাসান)^২

৮)আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতে যখন শয্যা গ্রহণ করতেন এই দুয়াটি পাঠ করতেন,

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَآوَانَا، فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا

مُتَوِي

‘সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আমাদের পানাহার

১. মুসলিম, অধ্যায়ঃ দুয়া, যিকির ও ইস্তেগফার, অনুচ্ছেদঃ নিদ্রার সময় বলবে, হা/২৭১৩।

২. আহমাদ, ৬/২৮৭, ২৮৮। আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ আদব, অনুচ্ছেদঃ নিদ্রার সময় যে দুয়া বলবে, হা/ ৫০৪৫। তিরমিযী, অধ্যায়ঃ দুয়া, অনুচ্ছেদ নং ১৮, শয্যা গ্রহণ করলে যে দুয়া পড়বে। হা/৩৩৯৮, ৩৩৯৯।

করিয়েছেন, আমাদের প্রয়োজন পূরণ করেছেন এবং আমাদেরকে আশ্রয় দান করেছেন। এমন অনেক লোক আছে যাদের প্রয়োজন পূরণকারী কেউ নেই এবং আশ্রয়দানকারীও কেউ নেই’।¹

৯) ইবনে ওমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি জনৈক লোককে শয্যা গ্রহণ করার সময় এই দুয়াটি পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন,

اللَّهُمَّ خَلَقْتَ نَفْسِي وَأَنْتَ تَوَفَّاها لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاها إِنْ أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْها، وَإِنْ أَمَتَهَا فَاعْفِرْ لَهَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ

হে আল্লাহ! তুমি সৃষ্টি করেছ, তুমি তাকে মৃত্যু দিবে। তোমার হাতেই আমার প্রাণের জীবন ও মৃত্যু। তাকে জীবিত রাখলে হেফাযত কর এবং মৃত্যু দান করলে ক্ষমা করে দিও। হে আল্লাহ তোমার কাছে নিরাপত্তা চাই।²

১০) আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি যখন শয্যা গ্রহণ করবে, তখন যেন নিজের লুঙ্গির ভিতর অংশ দিয়ে বিসমিল্লাহ বলে বিছানা ঝেড়ে নেয়। কেননা সে জানে না বিছানা ত্যাগ করার পর সেখানে কিছু আছে কি না। শুইতে চাইলে যেন ডান কাতে শয়ন করে আর এই দুয়াটি পড়ে:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبِّي بِكَ وَضَعْتُ جَنْبِي، وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَاعْفِرْ لَهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْها بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ

তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি হে আল্লাহ! তুমি আমার

1. মুসলিম, অধ্যায়ঃ দুয়া, যিকির ও ইস্তেগফার, অনুচ্ছেদঃ নিদ্রার সময় বলবে, হা/২৭১৫।

2. মুসলিম, অধ্যায়ঃ দুয়া, যিকির ও ইস্তেগফার, অনুচ্ছেদঃ নিদ্রার সময় বলবে, হা/২৭১২।

পালনকর্তা, তোমার নামে আমার পার্শ্বদেশ বিছানায় রাখছি। তোমার নামেই তা উঠাবো। তুমি যদি নিদ্রাবস্থায় আমার জান কবজ কর, তবে তাকে ক্ষমা কর। আর যদি তাকে বাঁচিয়ে রাখ তবে তাকে সেভাবেই হেফাযত কর যেভাবে তোমার নেক বান্দাদের হেফাযত করে থাক।¹

১১) আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা ফাতিমা (রাঃ) একটি খাদেম চাওয়ার উদ্দেশ্যে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর কাছে গেলেন কিন্তু তাঁকে পেলেন না। আয়েশা (রাঃ)কে পেয়ে তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করলেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এলে আয়েশা (রাঃ) ফাতিমার আগমন সম্পর্কে তাঁকে জানালেন।

আলী (রাঃ) বলেন, একথা শুনে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের নিকট আগমন করলেন। তখন আমরা শুয়ে পড়েছিলাম। তাঁকে দেখে আমরা উঠতে চাইলাম। তিনি বললেন, শুয়ে থাক। তিনি আমাদের দু জনের মধ্যবর্তী স্থানে বসে পড়লেন এমনকি তাঁর পায়ের ঠাণ্ডা আমার সিনায় অনুভব করলাম। তারপর তিনি বললেনঃ

‘তোমরা যা চেয়েছো আমি কি তোমাদেরকে তার চেয়ে উত্তম কিছু শিখিয়ে দিব না? তোমরা যখন শয্যা গ্রহণ করবে, তখন ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ পাঠ করবে, ৩৩ বার আলহামদু লিল্লাহ এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পাঠ করবে, এগুলো তোমাদের জন্য একজন খাদেমের চেয়ে উত্তম।²

1. বুখারী, অধ্যায়ঃ দুয়া, অনুচ্ছেদ নং ১৩, হা/৬৩২০ এবং অধ্যায়ঃ তাওহীদ, অনুচ্ছেদঃ আল্লাহর নামের মাধ্যমে প্রার্থনা করা। হা/৭৩৯৩। মুসলিম, অধ্যায়ঃ দুয়া, যিকির ও ইস্তেগফার, অনুচ্ছেদঃ নিদ্রার সময় বলবে, হা/২৭১৪।

2. বুখারী, অধ্যায়ঃ দুয়া, অনুচ্ছেদঃ নিদ্রার সময় তাকবীর ও তসবীহ পাঠ। হা/৬৩১৮। মুসলিম, অধ্যায়ঃ দুয়া, যিকির ও ইস্তেগফার, অনুচ্ছেদঃ দিনের প্রথমাংশে ও নিদ্রার

আলী (রাঃ) বলেন, একথাগুলো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর নিকট থেকে শেখার পর আমি কখনই তা পাঠ করতে ছাড়িনি।^১

১২) উবাদা ইবনে সামের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

‘যে ব্যক্তি রাতে ঘুম থেকে জেগে উঠে এই দু’আটি পাঠ করবেঃ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَشُبْحَانَ اللَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.

‘আল্লাহ ছাড়া কোন হক উপাস্য নেই। তিনি একক তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁরই জন্য রাজত্ব, তাঁরই জন্য সমস্ত প্রশংসা। তিনি সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, অতি পবিত্র আল্লাহ তা’আলা, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই, আল্লাহ মহান। আল্লাহর শক্তি ও সামর্থ্য ছাড়া কোন উপায় নেই’।

তারপর সে যদি বলেঃ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي হে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা কর। অথবা কোন দু আ করে, তবে তা কবুল করা হবে। যদি ওয়ু করে অতঃপর নামায আদায় করে, তবে তার নামায কবুল করা হবে।^২



সময় দুয়া ও যিকির পাঠ, হা/২৭২৭।

১. আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ আদব, হা/৫০৬০। ঐ হাদীছে আরো আছে, তিনি বলেন, তবে সিয়ফীনের যুদ্ধের রাতে এগুলো পড়তে ভুলে গেছিলাম। শেষ রাতে যখন স্মরণ হয়, তখনই তা পড়ে ফেলি।
২. বুখারী, অধ্যায়ঃ তাহাজ্জুদ, অনুচ্ছেদঃ নিদ্রা থেকে জেগে যে সালাত আদায় করে। হা/১১৫৪।

اذكار الصباح والمساء সকাল-সন্ধ্যার যিকির^১

১) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “যে ব্যক্তি সকালে ও সন্ধ্যায় একশত বার করে পাঠ করবে **سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ** (সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি) তার চেয়ে উত্তম আমল নিয়ে কিয়ামত দিবসে কেউ উপস্থিত হতে পারবে না। ঐ ব্যক্তি ব্যতীত যে তার মত আমল করবে বা তার চেয়ে বেশী বলবে।”^২

২) ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সন্ধ্যা হলে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই দুয়াটি পড়তেন,

« أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَشَوِّ الْكِبَرِ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ »

আমরা সন্ধ্যায় উপনীত হয়েছি, সারা পৃথিবী সন্ধ্যায় আল্লাহর কাছে উপনীত হয়েছে। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আল্লাহ ছাড়া কোন হক উপাস্য নেই। তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই। তারই জন্য রাজত্ব, তারই জন্য সমস্ত প্রশংসা। তিনি সকল বস্তুর উপর

১ . মাজমু ফাতাওয়া ১৬/৬৯-৭৩।

২ . মুসলিম, অধ্যায়ঃ যিকির দুয়া ও ইস্তেগফার, অনুচ্ছেদঃ তাহলীল ও তাসবীহর ফযীলত, হা/২৬৯২।

ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ তোমার নিকট এই রাতের কল্যাণ চাই এবং তার পরবর্তী সময়ের কল্যাণ চাই। এই রাতের অকল্যাণ থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই এবং তার পরবর্তী সময়ের অকল্যাণ থেকে আশ্রয় চাই। হে প্রভু! অলসতা ও বার্ষক্যের খারাপ অবস্থা থেকে আশ্রয় চাই। হে প্রভু জাহান্নামের আযাব ও কবরের আযাব থেকে তোমার কাছে পানাহ চাই।

যখন সকল হত তিনি বলতেন, আসবাহনা ওয়া আসবাহাল মুলকু লিল্লাহ...

৩) শাদ্দাদ বিন আওস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ সাইয়েদুল ইস্তেগফার হচ্ছে, বান্দা এই দু'আ পাঠ করবেঃ

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ
وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ
وَأَبُوءُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ»

‘হে আল্লাহ তুমি আমার প্রভু প্রতিপালক, তুমি ছাড়া ইবাদত যোগ্য কোন ইলাহ নেই, তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছো এবং আমি তোমার বান্দা। আমি সাধ্যানুযায়ী তোমার সাথে কৃত ওয়াদা-অঙ্গিকার রক্ষা করছি। আমার কৃত কর্মের অনিষ্ট থেকে তোমার কাছে আশ্রয় কামনা করছি, আমার প্রতি তোমার নেয়া’মত স্বীকার করছি এবং তোমার দরবারে আমার পাপের স্বীকারোক্তি দিচ্ছি। সুতরাং তুমি আমায় ক্ষমা কর, কেননা তুমি ছাড়া পাপরাশী কেহই ক্ষমা করতে পারে না’।

যে ব্যক্তি সন্ধ্যার সময় দৃঢ় বিশ্বাস রেখে উহা পাঠ করবে, যদি রাতের মধ্যে মৃত্যু হয়, তবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যদি সকালে দৃঢ় বিশ্বাস রেখে উহা পাঠ করে এবং দিনের মধ্যে মৃত্যু

হয়,তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে’।¹

৪) আবদুল্লাহ বিন খুবাইব হতে বর্ণিত। তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন,একদা বৃষ্টিময় কঠিন অন্ধকার রাতে আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর অনুসন্ধান করার জন্য বের হলাম। যাতে করে তিন আমাদেরকে নামায পড়ান। তিনি বলেন,আমরা তাঁকে পেয়ে গেলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন, বল, আমি কিছুই বললাম না। তারপর তিনি বললেন, বল, এবারও আমি কিছুই বললাম না। তিনি বললেন, বল, আমি বললাম, কি বলব? তিনি বললেন, ‘যখন সন্ধ্যা হবে তখন তিনবার পাঠ করবে (কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ) এবং মুআব্বেষাতাইন। তাহলে ইহা সব কিছু থেকে (সব কিছুর অনিষ্ট থেকে রক্ষা পেতে) তোমার জন্য যথেষ্ট হবে’।²

৫) আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আবু বকর (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে কিছু কথা শিক্ষা দিন, যা আমি সকাল-সন্ধ্যা পাঠ করব। তিনি বললেন, এই দুয়াটি পাঠ করবেঃ

قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكُهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّهِ «وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا أَوْ أَجْرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ»

‘হে আল্লাহ তুমি আসমান-যমিনের সৃষ্টিকর্তা,তুমি গোপন-প্রকাশ্য সবকিছুই জান। তুমি সকল বস্তুর প্রভু এবং সব কিছুর

1 . বুখারী, অধ্যায়ঃ দুয়া, অনুচ্ছেদঃ ইস্তেগফারের ফযীলত, হা/৬৩০৬।

2 . তিরমিযী, অধ্যায়ঃ দু আ, অনুচ্ছেদঃ বিপদোদ্ধার প্রভৃতির অপেক্ষা করা। হা/ ৩৪৯৯।
আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ আদব-শিষ্টাচার, অনুচ্ছেদঃ প্রভাতে কি পাঠ করবে। হা/ ৪৪১৯।
নাসাঈ, অধ্যায়ঃ আশ্রয় প্রার্থনা, হা/ ৫৩৩৩। হাদীছটি আলবানী হাসান বলেন, ছহীহ তিরমিযী হা/ ৩৫৭৫। ছহীহ আবু দাউদ, হা/ ৫০৮২।

মালিক, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া প্রকৃত কোন মা বৃদ্ধ নেই। আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমার আত্মার অনিষ্ট থেকে এবং শয়তান ও তার শিরকের অনিষ্ট থেকে। আর আশ্রয় কামনা করছি নিজের উপর অন্যায় করা থেকে বা সে অন্যায় কোন মুসলিমের উপর চাপিয়ে দেয়া থেকে’। তিনি বলেন, সকালে ও সন্ধ্যায় এবং রাতে যখন শয্যা গ্রহণ করবে, তখন এই দুয়াটি পাঠ করবে।^১

৬) উছমান বিন আফফান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

‘কোন বান্দা যদি প্রতিদিন সকালে এবং প্রতি রাতের সন্ধ্যায় এই দুয়াটি তিনবার করে পাঠ করেঃ

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

অর্থঃ ‘শুরু করছি সেই আল্লাহর নামে, যার নামের সাথে আসমান এবং যমীনের কোন বস্তুই কোন ক্ষতি করতে পারবে না, তিনি মহাপ্রোতা মহাজ্ঞানী’। তাহলে কোন কিছুই তার ক্ষতি করতে পারবে না’।^২

৭) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খাদেম ছাওবান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

১ . আহমাদ, ১/১৪। আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ আদব-শিষ্টাচার, অনুচ্ছেদঃ প্রভাতে কি পাঠ করবে। হা/ ৫০৬৭। তিরমিযী, অধ্যায়ঃ দু আ, অনুচ্ছেদঃ বিপদোদ্ধার প্রভৃতির অপেক্ষা করা। হা/ ৩৫২৯। নাসাঈ, অধ্যায়ঃ আশ্রয় প্রার্থনা, হা/ ৭৬৯৯।

২ . আহমাদ, ১/৬২, ৬৬, ৭২। তিরমিযী, অধ্যায়ঃ দু আ, অনুচ্ছেদঃ সকাল-সন্ধ্যায় দুয়া। হা/ ৩৩৮৮। ইবনে মাজাহ, অধ্যায়ঃ দু আ, অনুচ্ছেদঃ সকাল-সন্ধ্যায় মানুষ কি দুয়া পড়বে। হা/ ৩৮৬৯।

সাল্লাম বলেছেন, কোন বান্দা যদি সকালে এবং সন্ধ্যায় তিনবার এই দুয়াটি পাঠ করেঃ

رَضِيتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا

‘আমি সন্তুষ্টচিন্তে গ্রহণ করেছি আল্লাহকে প্রভু, ইসলামকে ধর্ম এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে নবী হিসেবে’। তাহলে আল্লাহর উপর আবশ্যক হয়ে যাবে, কিয়ামত দিবসে তিনি ঐ বান্দাকে সন্তুষ্ট করে দিবেন।^১

৮) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি বলবে,

رَضِيتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا

‘আমি সন্তুষ্টচিন্তে গ্রহণ করেছি আল্লাহকে প্রভু, ইসলামকে ধর্ম এবং মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে নবী হিসেবে’। তবে তার জন্য জ্ঞাত আবশ্যক হয়ে যাবে।^২

৯) আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালেব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ঈমানের স্বাদ পেয়েছে সে, যে আল্লাহকে রব হিসেবে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রাসূল হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছে।^৩

১০) আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

১ . আহমাদ, ৪/৩৩৭। আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ আদব, অনুচ্ছেদঃ সকালে কি দুয়া বলবে। হা/ ৫০৭২। তিরমিযী, অধ্যায়ঃ দু’আ, অনুচ্ছেদঃ সকাল-সন্ধ্যায় দুয়া। হা/ ৩৩৮৯। ইবনে মাজাহ, অধ্যায়ঃ দু’আ, অনুচ্ছেদঃ সকাল-সন্ধ্যায় মানুষ কি দুয়া পড়বে। হা/ ৩৮৭০।

২ . মসুলিম, অধ্যায়ঃ ইমারত, অনুচ্ছেদঃ মুজাহিদের জন্য আল্লাহ জান্নাতে যা তৈরী করেছেন তার বিবরণ, হা/১৮৮৪।

৩ . মসুলিম, অধ্যায়ঃ ঈমান, অনুচ্ছেদঃ যে সন্তুষ্ট হবে আল্লাহকে রব হিসেবে মেনে... হা/৩৪।

সাল্লাম বলেছেন, বে ব্যক্তি সকালে বা সন্ধ্যায় পাঠ করবে:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ أَشْهَدُكَ، وَأَشْهَدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلَائِكَتَكَ وَجَمِيعَ
خَلْقِكَ بِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আসবাহতু, উশহিদ্দুকা ওয়া উশহিদ্দু
হামালাতা আরশিকা, ওয়া মালা-ইকাতাকা ওয়া জামীআ' খালকিকা,
বি আন্নাকা আন্তাল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লা আন্তা, ওয়া আন্না মুহাম্মাদান
আবদুকা ওয়া রাসুলুকা।

অর্থঃ ‘হে আল্লাহ্ তোমার নামে আমি সকাল করেছি। তোমাকে
সাক্ষি রাখছি, তোমার আরশ বহন কারী ফেরেশতা, ফেরেশতাকুল
এবং তোমার সমস্ত সৃষ্টি জগতকে সাক্ষি রেখে বলছি -নিশ্চয় তুমি
আল্লাহ্, তুমি ছাড়া প্রকৃত কোন মা’বুদ নেই, এবং মুহাম্মাদ’
তোমার বান্দা ও রাসূল।

যদি একবার বলে তাহলে আল্লাহ তার চতুর্থাংশ জাহান্নাম থেকে
মুক্ত করে দিবেন, যদি দুবার বলে, তবে অর্ধেকাংশ, যদি তিনবার
বলে, তবে দুতৃতীয়াংশ, আর যদি চারবার বলে, তবে তাকে
সম্পূর্ণরূপে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দিবেন।¹

১১) আবদুল্লাহ বিন গান্নাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি
সকালে পাঠ করবে:

اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِي مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ وَحَدَّكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، فَلَكَ الْحَمْدُ
وَلَكَ الشُّكْرُ

1 . আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ আদব, অনুচ্ছেদঃ সকালে কি দুয়া বলবে। হা/ ৫০৬৯। আরো
বর্ণনা করেছেন, নাসাঈ আমালুল ইউমা ওয়াল লাইল গ্রন্থে ১/১৩৮।

উচ্চারণঃ আল্লাহুমা মা আসবাহা বী মিন নি'মাতিন ফামিনকা ওয়াহদাকা লা-শারীকা লাকা ফালাকাল হামদু ওয়া লাকাশ্ শুকরু।
অর্থঃ ‘হে আল্লাহ্ আমার সাথে যে নে'য়ামত সকালে উপণিত হয়েছে তা সবই একক ভাবে তোমার পক্ষ থেকে, তোমার কোন শরীক নেই। সুতরাং কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা মাত্রই তোমার জন্য।

তবে সে ঐ দিনের কৃতজ্ঞতা আদায় করবে, আর যে ঐ দুয়াটি সন্ধ্যায় বলবে, সে রাতের কৃতজ্ঞতা আদায় করবে।¹

১২) ইবনে ওমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সকালে ও সন্ধ্যায় এই দুয়াটি পাঠ করা ছাড়তেন নাঃ

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي وَآمِنْ رَوْعَاتِي، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي

অর্থঃ হে আল্লাহ্ আমি তোমার কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের নিরাপত্তা কামনা করছি, হে আল্লাহ্ আমি প্রার্থনা করছি তোমার কাছে ক্ষমার এবং আমার দীন, দুনিয়া, পরিবার-পরিজন এবং সম্পদের নিরাপত্তা। হে আল্লাহ্ আমার গোপন বিষয় সমূহ (দোষ-ত্রুটি) ঢেকে রাখ এবং আমাকে ভয়-ভীতি থেকে নিরাপদ রাখ। হে আল্লাহ্ তুমি আমাকে হেফাযত কর আমার সম্মুখ থেকে, পিছন থেকে, ডান দিক থেকে, বাম দিক থেকে এবং উপর দিক থেকে। আর তোমার মহত্ত্বের

1 . আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ আদব, অনুচ্ছেদঃ সকালে কি দুয়া বলবে। হা/ ৫০৭৩। আরো বর্ণনা করেছেন, নাসাই আমালুল ইউমা ওয়াল লাইল গ্রন্থে ১/১৩৮। সুনান নাসাই কুবরা হা/৯৮৩৫।

উসীলা দিয়ে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি নিম্ন দিক থেকে মাটি ধসে আমার আকস্মিক মৃত্যু হওয়া থেকে।¹

১৩) আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি এই দুয়াটি দশবার বলবে:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ،

উচ্চারণঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু,লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু,ওয়াহুওয়া আলা কুল্লি শাইয়িয়ন কাদীর।

অর্থঃ আল্লাহ ছাড়া কোন হক উপাস্য নেই। তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই। তারই জন্য রাজত্ব,তারই জন্য সমস্ত প্রশংসা। তিনি সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।

বিনিময়ে তার জন্য একশতটি নেকী লিখা হবে, একশতটি গুনাহ মোচন করা হবে, একজন কৃতদাস মুক্ত করার ছওয়াব পাবে,সে দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তান থেকে তাকে নিরাপদ রাখা হবে। যদি সন্ধ্যার সময় অনুরূপ বলে, তবে একই প্রতিদান দেয়া হবে।²

১৪) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে আরো বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

যে ব্যক্তি সন্ধ্যার সময় তিনবার এই দু আটি পাঠ করবে,

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

1. আহমাদ, ২/২৫। আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ আদব, অনুচ্ছেদঃ সকালে কি দুয়া বলবে। হা/ ৫০৭৪। নাসাঈ, অধ্যায়ঃ আশ্রয় প্রার্থনা, অনুচ্ছেদঃ ভূমি ধস থেকে আশ্রয় প্রার্থনা, হা/ ৫৫২৯। ইবনে মাজাহ, হা/৪০০৪।

2. আহমাদ, ২/৩৬০।

অর্থঃ আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণী সমূহের মাধ্যমে -তাঁর সৃষ্টির সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে।

সে রাতে বিষাক্ত কোন কিছু তার ক্ষতি করতে পারবে না।¹
অর্থাৎ- সাপ-বিচ্ছু ইত্যাদি বিষধর প্রাণী দ্বারা তার ক্ষতি হবে না।

১৫) খাওলা বিনতে হাকীম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

‘যে ব্যক্তি কোন স্থানে (রাত কাটানোর জন্যে) অবস্থান করে আর এই দু’আটি পাঠ করে,

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণী সমূহের মাধ্যমে তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

তবে ঐ স্থান থেকে প্রস্থান করা পর্যন্ত কোন কিছুই তার ক্ষতি করতে পারে না’।²

১৬) আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান বিন আবযী থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকাল বেলা এই দুয়াটি পাঠ করতেন,

أُصْبِحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ وَعَلَى كَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ، وَعَلَى دِينِ نَبِيِّنَا
مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَلَى مِلَّةِ آبَائِنَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ
مِنَ الْمُشْرِكِينَ

উচ্চারণঃ আসবাহনা আলা ফিৎরাতিল ইসলামি, ওয়া আলা

1. আহমাদ, ২/২৯০। তিরমিযী, অধ্যায়ঃ দু আ, অনুচ্ছেদঃ আশ্রয় প্রার্থনার দুয়া। হা/ ৩৯৬৬।

2. মুসলিম, অধ্যায়ঃ যিকির, দুয়া, ইস্তেগফার, অনুচ্ছেদঃ খারাপ ফায়সালা থেকে আশ্রয় কামনা। হা/২৭০৮।

কালিমাতিল ইখলাসি, ওয়া আলা দীনে নাবিয়েনা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা মিল্লাতি আবীনা ইবরাহীমা হানীফাম মুসলিমা, ওয়ামা কানা মিনাল মুশরিকীন।

অর্থঃ ‘আমরা সকাল করেছি ইসলামের ফিৎরাতে উপর, একনিষ্ঠ বাণীর উপর, আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর ধর্মের উপর এবং আমাদের পিতা ইবরাহীম (আঃ)এর মিল্লাতের উপর তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলিম এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না’।¹

১৭) আবদুর রহমান বিন আবু বাকরা থেকে বর্ণিত। তিনি তার পিতাকে বলেন, আমি দেখছি আপনি প্রতি সকালে এই দুয়াটি পাঠ করছেনঃ

اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي سَمْعِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي
بَصَرِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা আ‘ফেনী ফী বাদানী, আল্লাহুম্মা আ‘ফেনী ফী সামঈ, আল্লাহুম্মা আ‘ফেনী ফী বাসারী, লা-ইলাহা ইল্লা আন্তা।

অর্থঃ ‘হে আল্লাহ্! তুমি আমার দেহের নিরাপত্তা দান কর, শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টি শক্তিকে নিরাপদ রাখ। তুমি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন ইলাহ নেই’।

এই দুয়াটি সকালে তিনবার বলছেন আবার সন্ধ্যায় বলছেন তিনবার। আরো পাঠ করছেনঃ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ
الْقَبْرِ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

আল্লাহুমা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল কুফরী ওয়াল ফাকরি, ওয়া আউযুবিকা মিন আযাবিল কাবরি, লা-ইলাহা ইল্লা আনতা। ‘হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি কুফরী ও দারিদ্র্য থেকে এবং আশ্রয় প্রার্থনা করছি কবরের আযাব থেকে। তুমি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন ইলাহ নেই’।

এই দুয়াটিও সকালে **তিনবার** বলছেন আবার সন্ধ্যায় বলছেন **তিনবার?** তিনি বললেন, হ্যাঁ, হে বৎস! আমি শুনেছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই দুয়াগুলো পাঠ করতেন। তাই আমি তাঁর সুন্নাতের অনুসরণ করতে চাইছি। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন, বিপদ-মুসীবতে আক্রান্ত ব্যক্তির দুয়া হচ্ছে এটিঃ

اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

হে আল্লাহ! তোমার করুণার আশা করছি, এক পলকের জন্য তুমি আমাকে আমার নিজের উপর ছেড়ে দিও না। আমার সকল অবস্থা সংশোধন করে দাও। তুমি ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই।

তাই আমি চাই তাঁর সুন্নাতের অনুসরণ করি।¹

এ ছাড়া প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উচিত এই দুয়াটি প্রত্যেক দিন সকাল-সন্ধ্যায় পাঠ করাঃ

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

1 . আহমাদ, ৩/৪০৬। আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ আদব, অনুচ্ছেদঃ সকালে কি দুয়া বলবে। হা/৫০৯০। নাসাঈ, সুনান কুবরা হা/৯৮৫০, ১০৪০৭। বুখারী আদাবুল মুফরাদ গ্রন্থে, হা/৭২২২

‘যে ব্যক্তি দিনে একশতবার পাঠ করবে:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ

شَيْءٍ قَدِيرٌ

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু,লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু,ওয়াহুওয়া আলা কুল্লি শাইয়িন্ কাদীর।

অর্থঃ আল্লাহ ছাড়া কোন হক উপাস্য নেই। তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই। তারই জন্য রাজত্ব,তারই জন্য সমস্ত প্রশংসা। তিনি সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।

তাকে দশটি কৃতদাস মুক্ত করার ছোয়াব দেয়া হবে,তার জন্যে একশতটি নেকী লিখা হবে,একশতটি গুনাহ ক্ষমা করা হবে,সন্ধ্যা পর্যন্ত সারাদিন তাকে শয়তান থেকে রক্ষা করা হবে। তার চেয়ে উত্তম আমল নিয়ে কেউ উপস্থিত হতে পারবে না। তবে সেই লোক ব্যতীত যে তার চেয়ে অধিক আমল করবে’।

‘আর যে ব্যক্তি দিনে একশত বার বলবে, **سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ** ‘সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি’। তার পাপ সমূহ মিটিয়ে দেয়া হবে, যদিও উহা সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হয়’।¹



1 . বুখারী, অধ্যায়ঃ দুয়া, অনুচ্ছেদঃ তাহলীল পাঠ করার ফযীলত, হা/৫৯২৪। মুসলিম, অধ্যায়ঃ যিকির, দুয়া, ইস্তেগফার, অনুচ্ছেদঃ তাহলীল ও দুয়ার ফযীলত। হা/২৬৯১।

أدعية مختارة متنوعة

বিভিন্ন প্রকার নির্বাচিত দুয়া^১

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন,

‘আল্লাহর নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় কথা হচ্ছে চারটি: **سُبْحَانَ** (সুবহানাল্লাহ, ওয়াল হামদু লিল্লাহ, ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াল্লাহু আকবার)^২

এই যিকিরটি খুব বেশী বেশী পাঠ করা উচিত, বিনয় ও অন্তরের উপস্থিতিসহ পাঠ করবে। এছাড়া কুরআন-হাদীছে যে সকল দুয়া বর্ণিত হয়েছে সেগুলোও বেশী বেশী পাঠ করা উচিত। বিশেষ করে আরাফাত দিবসে আরাফাতের মাঠে। গুরুত্বপূর্ণ ও অধিক ফযীলতপূর্ণ কিছু দুয়া নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

* سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ

إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ.

সুবহান্লাহি ওয়াবি হামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আযীম, লা-ইলাহা ইল্লা আনতা, সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনায যোয়ালিমীন।

আল্লাহর প্রশংসার সাথে পবিত্রতা বর্ণনা করছি। মহান আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি। তুমি ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই। তোমার

১ মাজমু ফাতাওয়া ১৬/৬৯-৭৩।

২ . মুসলিম, অধ্যায়ঃ আদব, অনুচ্ছেদঃ খারাপ নাম দিয়ে নামকরণ নিষেধ হা/২১৩৭। সামুরা বিন জুনদুব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। হাদীছে আছেঃ যে কোনটি প্রথমে বলবে কোন অসুবিধা নেই।

পবিত্রতা বর্ণনা করছি। নিশ্চয় আমি ছিলাম অন্যায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত’।

* لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ التَّعَمُّةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الشَّأْنُ
الْحَسَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

উচ্চারণঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়ালা না’বুদু ইল্লা ইয়্যাহু লাহুন্নিয়মাতু ওয়ালাহুল ফায়লু ওয়ালাহুহু ছানাউল হাসানু, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুখলেসীনা লাহুদ্দীন, ওয়ালাও কারেহাল কাফেরুন।

অর্থঃ আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই। আর আমরা তাঁকে ছাড়া অন্যের ইবাদত করি না। একমাত্র তাঁর অধিকারে সমস্ত নেয়ামত, তাঁরই জন্য সমস্ত সম্মান মর্যাদা, আর তাঁরই জন্য উত্তম স্তুতি। আল্লাহ ব্যতীত কোন হক উপাস্য নেই। তার নিমিত্তে আমরা দ্বীন পালন করি একনিষ্ঠভাবে। যদিও কাফেররা তা মন্দ ভাবে।

* لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত গুনাহ হতে বিরত থাকা ও আনুগত্য করার ক্ষমতা লাভ করা যায় না।

* رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাও ওয়া ফিল্ আখিরাতি হাসানাতাও ওয়াক্বিনা আযাবান্নার।

অর্থঃ ‘হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ দান কর এবং আমাদেরকে দোযখের আযাব হতে রক্ষা কর’। (সূরা বাকারা- ২০১)

* اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لَنَا دِينَنَا الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِنَا، وَأَصْلِحْ لَنَا دُنْيَانَا الَّتِي فِيهَا مَعَاشُنَا، وَأَصْلِحْ لَنَا آخِرَتَنَا الَّتِي إِلَيْهَا مَعَادُنَا، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لَنَا فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لَنَا مِنْ كُلِّ شَرٍّ .

হে আল্লাহ! তুমি আমাদের দ্বীনকে সংশোধন করে দাও যা আমাদের সকল বিষয়কে রক্ষাকারী। সংশোধন কর আমাদের দুনিয়াকে যাতে রয়েছে আমাদের জীবিকা। সংশোধন কর আমাদের আখেরাত যা আমাদের শেষ ঠিকানা। সবধরণের কল্যাণে আমাদের জীবনকে সমৃদ্ধ করে দাও। আর মৃত্যুকে কর সবধরণের অকল্যাণ থেকে নিস্তার স্বরূপ।

* اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ، وَدَرْكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ .

হে আল্লাহ! আশ্রয় প্রার্থনা করি অসহনীয় কঠিন বিপদ থেকে, দুর্ভাগ্যবান হওয়া থেকে, মন্দ ফায়সালা থেকে এবং (আমার বিপদে) শত্রুদের হাঁসা-হাঁসি থেকে’।

* اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَمِنَ الْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ، وَقَهْرِ الرِّجَالِ

‘হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা থেকে, তোমার কাছে আশ্রয় কামনা করছি অপরাগতা ও অলসতা থেকে, কাপুরুষতা ও কৃপণতা থেকে এবং আশ্রয় চাচ্ছি ঋণের বোঝা ও মানুষের বলপ্রয়োগ থেকে’।

* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ،

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের নিরাপত্তা

কামনা করছি,

* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي،

হে আল্লাহ্ আমি প্রার্থনা করছি তোমার কাছে ক্ষমার এবং আমার দ্বীন, দুনিয়া, পরিবার-পরিজন এবং সম্পদের নিরাপত্তা।

* اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي وَآمِنْ رَوْعَاتِي، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي

হে আল্লাহ্ আমার গোপন বিষয় সমূহ (দোষ-ত্রুটি) ঢেকে রাখ এবং আমাকে ভয়-ভীতি থেকে নিরাপদ রাখ। হে আল্লাহ্ তুমি আমাকে হেফাযত কর আমার সম্মুখ থেকে, পিছন থেকে, ডান দিক থেকে, বাম দিক থেকে এবং উপর দিক থেকে। আর তোমার মহত্বের উসীলা দিয়ে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি নিম্ন দিক থেকে মাটি ধসে আমার আকস্মিক মৃত্যু হওয়া থেকে।

* اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي

আল্লাহ্‌মাগ্ ফিরলী খাত্বীয়াতী ওয়া জাহলী ওয়া ইসরাফী ফী আমরী ওয়া মা আন্তা আ লামু বিহী মিনী,

অর্থঃ ‘হে আল্লাহ্ আমার পাপরাশী ক্ষমা করে দাও, আমার মূর্খতা ও আমার কাজ-কর্মের বাড়াবাড়ি মাফ করে দাও। আরো ক্ষমা কর যা তুমি আমার চাইতে বেশী জান।

* اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي جِدِّي وَهَزْلِي وَخَطِيئِي وَعَمْدِي وَكُلَّ ذَلِكَ عِنْدِي

আল্লাহ্‌মাগ্ ফিরলী জাদী ওয়া হাযলী ওয়া খাত্বাই ওয়া আ'মাদী ওয়া কুল্লু যালিকা ঈন্দী।

হে আল্লাহ্ আমার দৃঢ়ভাবে ও হালকাভাবে কৃত পাপ ক্ষমা করে দাও এবং ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত পাপ ক্ষমা কর। আর আমার পক্ষ থেকে কৃত সকল কিছু মাফ করে দাও।

* اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا

أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

আল্লাহুম্মাগ্ ফিরলী মা ক্বাদামতু ওয়া মা আখখারতু ওয়ামা আসরারতু ওয়ামা আ'লানতু ওয়ামা আন্তা আ'লামু বিহী মিনী আন্তাল মুক্বাদ্দেমু ওয়া আন্তাল মুআখখরু ওয়া আন্তা আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।

হে আল্লাহ্ আমি যা আগে করেছি যা পরে করেছি যা গোপনে করেছি যা প্রকাশ্যে করেছি এবং যা তুমি আমার চাইতে বেশী জান সব ক্ষমা করে দাও। তুমিই প্রথম তুমিই শেষ এবং তুমি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرُّشْدِ وَأَسْأَلُكَ

شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا وَلِسَانًا صَادِقًا وَأَسْأَلُكَ

مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ

عَلَّامُ الْغُيُوبِ.

হে আল্লাহ্! তোমার নিকট সকল বিষয়ে দৃঢ়তা চাই, সঠিক পথের উপর অটলতা চাই। চাই তোমার নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা এবং তোমার ইবাদত সুন্দরভাবে করার তাওফীক। তোমার কাছে চাই বিশুদ্ধ অন্তর ও সত্য কথা বলার ক্ষমতা। আমার জন্য যে কল্যাণ তুমি জান তা চাই তোমার কাছে। আমার জন্য যে অকল্যাণ তুমি জান তা থেকে তোমার কাছে পানাহ চাই। আমার যে সকল

অপরাধের কথা তুমি জান, তা থেকে তোমার কাছে ক্ষমা চাই।
নিশ্চয় তুমি অদৃশ্য সম্পর্কে সম্যক অবগত।

* اللَّهُمَّ رَبَّ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي،
وَأَذْهَبْ غَيْظَ قَلْبِي، وَأَجْزِنِي مِنْ مُضَلَّاتِ الْفِتَنِ مَا أَحْيَيْتَنَا.

হে আল্লাহ! হে নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর
পালনকর্তা! আমার গুনাহগুলো ক্ষমা করে দাও। আমার অন্তরের
ক্রোধকে দূর করে দাও। যতদিন আমাকে বাঁচিয়ে রাখবে
বিভ্রান্তিকারী ফিতনা থেকে রক্ষা কর।

* اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ رَبَّنَا وَرَبَّ
كُلِّ شَيْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى وَمُنْزِلَ التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ أَعُوذُ بِكَ
مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَّتِهِ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ
وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ
الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ

হে আল্লাহ! আকাশ মণ্ডলীর পালনকর্তা, পৃথিবীর পালনকর্তা,
মহান আরশের পালনকর্তা। আমাদের পালনকর্তা, সকল বস্তুর
পালনকর্তা। তুমি বীজ ও আঁটি অঙ্কুরকারী, তাওরাত, ইঞ্জিল ও
কুরআন নাযিলকারী। তুমিই অনাদি তোমার পূর্বে কেউ নেই। তুমিই
অনন্ত তোমার পর কেউ নেই। তুমিই প্রকাশ্য তোমার উপর কেউ
নেই। তুমিই গোপন তোমার পরে কিছু নেই। আমার ঋণ পরিশোধ
করে দাও এবং দরিদ্রতা থেকে রক্ষা কর।

* اللَّهُمَّ آتِ أَنْفُسَنَا تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيِّهَا

وَمَوْلَاهَا

উচ্চারণঃ আল্লাহুমা আতে নাফসী তাক্বওয়াহা,ওয়া যাক্বিহা
আন্তা খায়রু মান্ যাক্বাহা,আন্তা ওলিয়ুহা ওয়া মাউলাহা।

অর্থঃ হে আল্লাহ্ আমার আত্মাকে দান কর তাক্বওয়া,তাকে
পবিত্র কর। তুমিই তাকে উত্তম পবিত্রকারী। তুমিই তার
বন্ধু,অভিভাবক।

* اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ
وَالْهَرَمِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

হে আল্লাহ! অপারগতা ও অলসতা থেকে তোমার কাছে পানাহ
চাই। কাপুরুষতা, অতিবার্ধক্য ও কৃপণতা থেকে আশ্রয় চাই এবং
কবরের আযাব থেকে পানাহ চাই।

* اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ
خَاصَمْتُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ أَنْ تُضِلَّنِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْتَ الْحَيُّ
الَّذِي لَا يَمُوتُ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ يَمُوتُونَ.

হে আল্লাহ! তোমার কাছে আত্মসম্পর্ন করেছি, তোমার উপর
ঈমান এনেছি, তোমার উপর ভরসা করেছি, তোমার কাছে
প্রত্যাবর্তন করছি, তোমার নামেই ঝড়গা করি। তোমার ইজ্জতের
কাছে পানাহ চাই, আমাকে বিভ্রান্ত করো না। তুমি ছাড়া সত্য কোন
উপাস্য নেই। তুমি চিরজীব, যার কোন মৃত্যু নেই। জিন, ইনসান
সবাই মৃত্যু বরণ করবে।

* اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَقَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَنَفْسٍ لَا
تَشْبَعُ، وَدَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا.

‘হে আল্লাহ! আমরা তোমার কাছে আশ্রয় কামনা করি এমন

জ্ঞান থেকে যা কোন উপকার দেয় না, এমন হৃদয় থেকে যা ভীত হয় না, এমন আত্মা থেকে যা পরিতৃপ্ত হয় না এবং এমন দু'আ থেকে যা কবুল করা হয় না'।

* اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ.

হে আল্লাহ! খারাপ চরিত্র, খারাপ আমল, প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে বাঁচিয়ে রাখ।

* اللَّهُمَّ أَلْهِمْنِي رُشْدِي وَأَعِزَّنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي

হে আল্লাহ! আমাকে হেদায়াতের পথ দেখাও। আমার নফসের অনিষ্ট থেকে আমাকে পানাহ দাও।

* اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

হে আল্লাহ! তুমি যা হারাম করেছে তা থেকে বাঁচিয়ে তোমার হালাল বস্তু আমার জন্য যথেষ্ট করে দাও। তোমার অনুগ্রহে তুমি ছাড়া অন্য সবার মুখাপেক্ষী হওয়া থেকে বাঁচিয়ে রাখ।

* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتَّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল্ হুদা ওয়াত্ তুকা ওয়াল্ আফাফা ওয়াল গিনা।

হে আল্লাহ! তোমার কাছে আমি চাই হেদায়াত, তাকওয়া, পবিত্রতা ও অভাব মুক্তি।

* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالسَّدَادَ.

হে আল্লাহ তোমার নিকট চাই হেদায়াত ও সঠিক পথ।

* اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْنَا مِنْهُ وَمَا لَمْ

نَعْلَمَ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْنَا مِنْهُ وَمَا لَمْ نَعْلَمَ،

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا
عَادَ بِهِ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ

আল্লাহুমা ইন্না নাসআলুকা মিনাল খাইরে কুল্লিহি আ'জলেহি ওয়া আজলিহ,মা আ'লমেনা মিনহু অমা লাম না'লাম। ওয়া নাউযুবকি মিনাশ্ শাররি কুল্লিহি আ জলেহি ওয়া আজলিহি, মা-আলেমনা মিনহু অমা লাম না'লাম। ওয়া আসআলুকা মিন খাইরি মা সাআলাকা মিনহু আবদুকা ওয়া নাবিয়্যুকা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, ওয়া আউযুবকি মিন শাররি মাস তাআযা মিনহু আবদুকা ওয়া নাবিয়্যুকা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

অর্থঃ হে আল্লাহ আমরা আপনার কাছে বর্তমান ও ভবিষ্যতের যাবতীয় কল্যাণ- যা আমরা জানি এবং জানি না- তা সবই প্রার্থনা করছি। বর্তমান ও ভবিষ্যতের যাবতীয় অকল্যাণ- যা আমরা জানি এবং জানি না- তার সবগুলো থেকে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আর আমি সেই কল্যাণ চাই যা তোমার বান্দা ও নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমার নিকট চেয়েছেন। সেই অকল্যাণ থেকে আশ্রয় চাই যা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চেয়েছেন তোমার বান্দা ও নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ وَأَعُوذُ بِكَ
مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ
قَضَيْتَهُ لِي خَيْرًا.

হে আল্লাহ! তোমার কাছে জান্নাত চাই এবং এমন কথা ও কাজের তাওফীক চাই যা জান্নাতের নিকটবর্তী করে দিবে। তোমার কাছে

জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাই এবং এমন কথা ও কাজ থেকে আশ্রয় চাই, যা জাহান্নামের নিকটবর্তী করে দিবে। তোমার কাছে প্রার্থনা করি, আমার জন্য তোমার প্রতিটি ফায়সালাকে কল্যাণকর করে দাও।

* لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي

وَيُمِيتُ بِيَدِهِ الْخَيْرَ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.

উচ্চারণঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু,লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু,যুহয়ি ওয়া যুমীতু বি ইয়াদিহিল খাইরু, ওয়াহুওয়া আলা কুল্লি শাইয়িন্ কাদীর।

সুবহানাল্লাহ, ওয়াল হামদুলিল্লাহ, ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়াল্লাহু আকবার, ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলীযুল আযীম।

অর্থঃ আল্লাহ ছাড়া কোন হক উপাস্য নেই। তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই। তারই জন্য রাজত্ব,তারই জন্য সমস্ত প্রশংসা। তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু দান করেন। তাঁর হাতেই সকল কল্যাণ। তিনি সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।

* اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ

وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ .

আল্লাহুমা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়ালা আলি মুহাম্মাদ,কামা সাল্লায়তা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা আলি ইবরাহীমা,ইল্লাকা হামীদুম মাজীদ।

আল্লাহুমা বারিক আলা মুহাম্মাদ ওয়ালা আলি মুহাম্মাদ,কামা

বারাকতা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা আলি ইবরাহীমা, ইল্লাকা হামীদুম মাজীদ।

অর্থঃ ‘হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ (সাঃ) ও তাঁর পরিবারের উপর ঐরূপ রহমত নাযিল কর যে রূপ নাযিল করেছিলে ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর পরিবারের উপর, নিশ্চয় তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানিত। হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ (সাঃ) ও তাঁর পরিবারের উপর বরকত নাযিল কর যেমনটি বরকত নাযিল করেছিলে ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর পরিবারের উপর, নিশ্চয় তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানিত।

* رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

রাব্বানা আতিনা ফিদুনিয়া হাসানাতাও ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাও ওয়াকিনা আযাবান্নার।

গুরুত্বপূর্ণ এই পবিত্র স্থানে সকল হাজীর উচিত হচ্ছে উল্লেখিত দুয়া ও যিকিরগুলো বারবার পাঠ করা। এছাড়া আরো অন্যান্য দুয়া-যিকিরও পাঠ করতে পারে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর উপর দরুদ পড়বে। কাকুতী-মিনতি করে দুয়া করবে। দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় কল্যাণ প্রার্থনা করবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন দুয়া করতেন, তখন এক দুয়া তিনবার বলতেন। তাই তাঁর অনুসরণ সকলেরই করা দরকার।

নির্বাচিত এই দুয়াগুলো শেষ হওয়ার মাধ্যমে যে সকল বিষয়ের জ্ঞান সংকলন করার ইচ্ছা আমরা করেছিলাম তা শেষ হল।

সাল্লাল্লাহু আলা নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহী আজমাঈন।



